ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিকী ২০১৭

নবম সংখ্যা

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

আলোক

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিকী ২০১৭

নবম সংখ্যা

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিকী ২০১৭
নবম সংখ্যা

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০১৭

সম্পাদক
কিশোর কুমার ঝাঁ

সহযোগী সম্পাদক
বিদ্যুৎ চন্দ্র মণ্ডল
মো. মামুনুর রশিদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মো. কাদিমুল ইসলাম যাদু

আলোকচিত্র
মো. আব্বাস আলী
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: ক, রোল: ৮৭

শামসুল আলম আকাশ
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: ক, রোল: ৫১

মুদ্রণ
নন্দন
নরেশ চৌহান সড়ক, ঠাকুরগাঁও
মোবাইল: ০১৮২২৮৯৯৭৯৭
e-mail: nandon.79@gmail.com

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান উপদেষ্টা
মো. আখতারুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক

উপদেষ্টা
শ্রীমন্ত কুমার রায়, সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রভাতি)
মোছা. রেহেনা বেগম, সহকারী প্রধান শিক্ষক (দিবা)

সমন্বয়ক
মো. জিয়াউর রহমান, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

সম্পাদক
কিশোর কুমার ঝাঁ, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

সহযোগী সম্পাদক
বিদ্যুৎ চন্দ্র মণ্ডল, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
মো. মামুনুর রশিদ, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

সদস্য
পীযুষ কান্ত রায়, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
মো. আব্দুল কুদ্দুস, সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান)
মো. মোস্তেজুর রহমান, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)
মোহাম্মদ মোবারক আলী, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
মো. আবুল হোসেন, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
আবু তারেক মো. কাদিমুল ইসলাম যাদু, সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)
মো. মাহমুদুন নবী, সহকারী শিক্ষক (ভূগোল)
মো. জাকির হোসেন, সহকারী শিক্ষক (ইসলামিয়াত)

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি
জাওয়াদ রাফিদ, এসএসসি ব্যাচ ২০১৭
তারেক হাসান মাহিন, শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ক, রোল: ০১
মো. জুবায়ের হোসেন নদ্র, শ্রেণি: ১০ম, শাখা: খ, রোল: ০২
ধীরেন্দ্রনাথ বাপ্পী, শ্রেণি: ১০ম, শাখা: গ, রোল: ৩২

ভাষা আন্দোলনে ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী
শহিদদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত।

সূচিপত্র

ছড়া ও কবিতা

আমাদের ইস্কুল	: মো. আবু সালেহ্ সান	- ২৩
নৌকা চালার গান	: তানভীর আহমেদ	- ২৩
ট্রেন	: মো. সাদ-আফ হোসেন সিফাত	- ২৪
ঈদ	: আহসান কারিম রিয়	- ২৪
কোচিং এর পড়া	: ইসরাত মাহমুদ সৌরভ	- ২৫
হারানো স্মৃতি	: মো. শাকিম আহমেদ	- ২৬
পরীক্ষার সময়	: মো. মেহেদী হাসান শামীম	- ২৬
আমার জীবন	: মো. আরিফুল ইসলাম	- ২৭
লাইব্রেরি	: মো. আসাদুজ্জামান	- ২৮
বাংলাদেশ	: মো. সেজাদুর রহমান	- ২৮
মাতৃভূমি	: সাকির আহমেদ সোহান	- ২৯
বন্ধু	: সজীব চন্দ্র বর্মন	- ২৯
লজ্জা	: শাহরিয়ার শুভ	- ৩০
পাখি	: আলফাহিয়াত জিশান	- ৩০
দারুণ খেলা	: মো. শাহরিয়া কল্যাণ রিহান	- ৩১
গ্রীষ্মের ফল	: মোস্তাকিম ইবনে আলম	- ৩১
উদাস বিকেল	: তাসমিন আল আরাফাত তীর্থ	- ৩২
বাংলা ভাষা	: মো. নুর জামান	- ৩২
তুমিই জাতির পিতা	: অরিত্র পাল তূর্য	- ৩৩
শিশু	: শোয়েব আক্তার রিশন	- ৩৪
ঈদের দিন	: হুসাইন আল মুজাহিদ হামিম	- ৩৪
পাখি	: তারেক আহাম্মেদ	- ৩৫
কোচিং	: মো. তানভীর রায়হান	- ৩৫
ষড়ঋতুর সৌন্দর্য	: শাহ্ মো. নবীল সিদ্দীক	- ৩৬
আমাদের গ্রাম	: পুলক্ রায় রূপ	- ৩৬
শ্রেষ্ঠত্ব	: ওয়াসিদ আহাম্মেদ	- ৩৭
হৃদয়ের পঞ্চম প্রকোষ্ঠে	: মো. জাওয়াদ রাফিদ	- ৩৮
জন্মদিন	: মো. জুনায়েদ ইসলাম	- ৩৯
বৃষ্টি	: সাকিব আহমেদ	- ৩৯
স্বপ্ন	: স্পন্দন দাস	- ৪০
মানুষের স্বভাব	: হীরা লাল রায়	- ৪০
বই	: মো. নাজমুস সাকিব আজাদ	- ৪১
মা ভালোবাসি তোমায়	: ইয়ামুন হাসান সৌমিক	- ৪১
খেয়াখটি	: সাদমান সাদিক শোভন	- ৪২
কল্পনায় আকাশ	: ফারহান সাগর কাব্য	- ৪২
ভুবন মোহিনী তুমি	: উৎসব চক্রবর্তী	- ৪৩

গদ্য

একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়	: অঙ্কার দাশ	- ৪৪
বাংলা বারো মাসের নাম কেমন করে এলো	: ওয়াসিফ খান আসিব	- ৪৫
একটি মানুষের জীবন কাহিনি	: তনুজ ঘোষ	- ৪৭
দেশের দুই প্রান্ত	: নাইফ নুর আর আহনাফ	- ৪৮
অলফুলে সেই নদীটি	: স্বাগত চৌধুরী মুগ্ধ	- ৫০
আদর্শ মা	: মো. আল কাহিফ	- ৫১
মানবদেহে অপার বিস্ময়ের হাতছানি	: মো. রায়হান জাহিদ	- ৫২
এই ফুল	: মাহাদী জুবায়ের	- ৫৪
স্মৃতির পাতায়	: মো. আবু সাঈদ স্বাধীন	- ৫৫
অহংকারের প্রায়শ্চিত্ত	: পুলক্ রায় রূপ	- ৫৬
স্ট্যাম্প অফ লিটারেচার	: মো. জোবায়ের হোসেন নূর	- ৫৮
সভ্যতার পরিচয়, নাকি মহাকালের শিলালিপি	: এ.কে. রায়হান হাসান রাফিদ	- ৫৯
শ্রেষ্ঠত্ব	: সৌগত দেবনাথ	- ৬০
স্বপ্ন ভঙ্গ	: রাফি শাহান হোসেন রৌশিক	- ৬১
বিশ্বাস	: শামীম ফেরদৌস	- ৬৩

কৌতুক

সুলতান আরেফিন আকাশ - ৬৫
মো. আবু মাহাদির নাঈম শোভন - ৬৫
সঞ্জয় কুমার সেন - ৬৬
মো. মোস্তাকিম ইবনে আলম - ৬৭
মো. সাদ-আল হোসেন সিফাত - ৬৭
সাবাব - ৬৭
অর্ঘ্য কান্তি সেন গুপ্ত - ৬৮
তানভীর আহমেদ - ৬৮

ইংরেজি লেখা

Summer : Md. Shezanur Rahman - ৭০
Life : Md. Mahabubul Alam Talukder - ৭১

শিক্ষকগণের লেখা

The Best School : Muhammad Mobaraque Ali - ৭২
Independence : Md. Ibrabim Khalil - ৭৪
Infinity : Md. Ibrabim Khalil - ৭৫
Accountability in teaching profession : Md. Ibrabim Khalil - ৭৫
AN EVALUATION : Muhammad Mobaraque Ali - ৭৭
50 WAYS TO IMPROVE YOUR ENGLISH : Md. Yasin Ali - ৮৫
জেনার বেলায়তে : বিশ্বনাথ রায় - ৮৭
বিদায় : মো. ওমর আলী - ৮৮
শরৎ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য রচনাবলি : মো. মোস্তফুর রহমান - ৮৯
সুস্থতার জন্য চাই শারীরিক শিক্ষা : মো. আমানুল্লাহ - ৯০
মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানাগার : জগদীশ চন্দ্র সিংহ - ৯১
শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম : মো. জাকির হোসেন - ৯৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির গুরুত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত : কিশোর কুমার খাঁ - ৯৬
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য : মো. আনসারুল ইসলাম - ৯৭
ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় : ইতিহাস ও ঐতিহ্য (দ্বিতীয় পর্ব) : মো. মোস্তফুর রহমান - ১০৪

দু'জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর অনুভূতি

কর্নেল মো: মিজানুর রহমান - ১৮১
Dr Aniruddha Majumder - ১৮২

ফটোগ্যালারি - ১৮৩

চিত্রাঙ্কন

অনির্বাণ চৌধুরী - ১৮৮
মো. সেজানুর রহমান - ১৮৯
দিগন্ত শর্মা - ১৯০
একান্ত শর্মা - ১৯১
মো. জাওয়াদ রাফিদ - ১৯২

শুভেচ্ছা বাণী

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিকী 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিদ্যালয়ের বার্ষিকী একটি বিদ্যালয়ের কর্মচঞ্চল, অগ্রগতি ও সাফল্যের বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে গৃহীত সৃজনশীল শিক্ষা ইতোমধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়ে ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ তাদের এ সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রকাশনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনের গহীনে থাকা সুপ্ত অনুভূতি প্রকাশিত হওয়ার পথ খুঁজে পায়।

আমি ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং বার্ষিকী প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি)

শুভেচ্ছা বাণী

জাতীয় সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-১
এবং
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বর্তমান সরকারের দিন বদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা। একজন শিক্ষার্থীকে মানসম্মতভাবে শিক্ষা অর্জন করতে হলে তাকে সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে। সৃজনশীলতা অর্জন করতে পারলেই সে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে।

উত্তর জনপদের বিদ্যাপীঠ ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় সারা দেশব্যাপী সুনাম অর্জন করে চলেছে। এখানকার একাডেমিক কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির অংশ হিসেবে বিদ্যালয়টি তাদের বার্ষিকী 'মালঞ্চ' ৯ম সংখ্যা প্রকাশ করছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। নবীন লেখকদের মাঝে জাগ্রত হোক মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ, দিন বদলের পরিবর্তিত দর্শন, অধিকার প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা এবং জাতীয় চেতনাবোধ।

এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করার জন্য যে সব শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ আরো সমৃদ্ধ হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি)

শুভেচ্ছা বাণী

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় তাদের স্কুল ম্যাগাজিন 'মালঞ্চ' প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শিশুদের বেড়ে ওঠার সঙ্গে তাদেরকে সুশিক্ষিত, সুনাগরিক, বিবেকবান, নিবেদিতপ্রাণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে একজন শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিক জ্ঞান বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার নানামুখি কর্মসূচি গ্রহণ করছে যাতে দেশ মাতৃকার সেবায় আগামী প্রজন্ম সার্বিকভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে। এটি তখনই সফল হবে, যখন শিক্ষার্থী তাদের চিন্তা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারবে। বিদ্যালয় বার্ষিকী শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও মননশীলতা বিকাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা, খেলাধুলা এবং সাহিত্যচর্চার তথা জাতি গঠনের প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যালয়টি তাদের ম্যাগাজিন 'মালঞ্চ' নবম সংখ্যা প্রকাশ করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ম্যাগাজিনটি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানবিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)

শুভেচ্ছা বাণী

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
শিক্ষা ভবন, ১৬ আবদুল গনি রোড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬-এ দেশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে নির্বাচিত ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। এই বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন 'মালঞ্চ' এর নবম সংখ্যা প্রকাশ করার উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিদ্যালয় বার্ষিকীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে আমি মনে করি। আজকের শিক্ষার্থীরাই সুন্দর আগামীর স্বপ্নদ্রষ্টা। তাদের সৃজনশীল মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নান্দনিক চর্চা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় ম্যাগাজিন তাদের কোমল মনের সুপ্ত চেতনাকে প্রকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দেবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীলতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এজন্য সরকার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নানামুখী কর্মসূচি নিয়েছে। এটি তখনই সফল হবে, যখন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কার্যক্রমের পাশাপাশি যেটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরি ভূমিকা রাখে, তা হলো 'বিদ্যালয় সাময়িকী'।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'মালঞ্চ' শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রকে উন্নত ও প্রসারিত করবে। যারা সময়, শ্রম, নিষ্ঠা ও নিরলস প্রচেষ্টা দিয়ে আন্তরিকভাবে এ প্রকাশনাকে আলোর মুখ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি এ প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

(প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান)

শুভেচ্ছা বাণী

পরিচালক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তাদের প্রকাশনা বার্ষিকী 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

বিদ্যালয়কে জ্ঞানচর্চা, আত্মশক্তির বিকাশ ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ কারণেই শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের দ্বার উন্মোচিত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

স্কুল বার্ষিকী প্রকাশ কষ্টসাধ্য হলেও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের একটি প্রয়াস হিসেবে গণ্য করা হয়। এ বার্ষিকীতে যাদের লেখা ছাপা হয়েছে তাদের বেশি ভাগই নবীন কিংবা ক্ষুদে লেখক। কিন্তু একদিন এই লেখকগুলোর মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে এ বিদ্যালয়ের সুনাম সারা বিশ্বে তুলে ধরবে। আমি আশা করছি, সৃজনশীল সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সৎ, সাহসী, কুসংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী, মননশীল, পরমতসহিষ্ণু, উদার, অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে।

আমি বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং বার্ষিকী প্রকাশের মতো মহতী এবং সৃজনশীল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

(প্রফেসর মো: এলিয়াস হোসেন)

শুভেচ্ছা বাণী

চেয়ারম্যান
জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় উত্তরবঙ্গের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের বার্ষিকী মালঞ্চ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বার্ষিকী হলো একটি বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও মেধার প্রকাশ পায়। অভিভাবক সচেতন থাকেন। এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়।

লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, খেলাধুলার মাধ্যমে পড়াশুনার সমন্বয় ঘটে। আজকের শিশুরা আগামী দিনের নেতৃত্বদানকারী। ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে মালঞ্চ সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিধি প্রকাশের সুযোগ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(মুহা. সাদেক কুরাইশী)

শুভেচ্ছা বাণী

পুলিশ সুপার
ঠাকুরগাঁও

একজন আদর্শ এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য একজন শিশুর সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে একটি মানসম্মত বিদ্যাপীঠ। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একজন শিক্ষার্থীকে বাস্তবসম্মত বিভিন্ন জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হলে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের বিকল্প নেই। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় 'মালঞ্চ-২০১৭' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তাসমৃদ্ধ নানা রচনায় এই ম্যাগাজিনটি হবে বর্ণিল ও আলোকিত। প্রকাশভঙ্গিতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি, কল্পনা ও বাণী বিন্যাসের কলাকৌশল যদিও সুনিপুণ হবে না, তবুও ক্ষুদে লেখকদের কচি মনের চিন্তাধারা আমাদের বয়সী মনকে অনেকাংশে আলোকিত করবে। 'মালঞ্চ-২০১৭' প্রকাশের এই শুভলগ্নে সকল ক্ষুদে সাহিত্যসেবীদের এবং সম্পাদনা পর্ষদের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(ফারহাত আহমেদ)

প্রধান শিক্ষকের কথা

মো. আখতারুজ্জামান
প্রধান শিক্ষক
ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

বিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মানুষ গড়ার কারখানা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠদানই করা হয় না, তাদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিস্তারে গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হওয়া প্রভৃতি গুণাবলি অর্জিত হয়। যে বিদ্যালয়ে যত বেশি এবং সফলভাবে সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি গৃহীত হয় সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তত বেশি চৌকস ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়। ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়টি দেশের একটি স্বনামধন্য শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়ার চর্চা প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং কম্পিউটার ল্যাব শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার্থীদের নান্দনিক ও মননশীল করতে বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ' ৯ম সংখ্যা আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি। মালঞ্চ গত সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৩ সালে। মাঝে অনেক দিন গড়িয়ে গেছে। এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। ছাত্রদের কল্পনায় কি আছে বা তারা নিজেকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে, সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়ে কি ভাবছে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে মালঞ্চে। তাদের প্রকাশভঙ্গী হয়তো সাহিত্যের মূল্যায়নে গুরুত্ববহ হবে না কিন্তু তাদের মনের ইচ্ছাগুলো ডানা মেলে উদ্ভাসিত হোক তা আমরা কামনা করি। আমাদের বিদ্যালয় বার্ষিকী মালঞ্চ বিদ্যালয়ের দর্পণ, এই দর্পণের সাহায্যে আমরা সবাই বিদ্যালয়ের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর করে সামনে এগিয়ে যাব। আমাদের প্রতিশ্রুতিশীল প্রজন্ম দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উচ্চ শিখরে, এই হোক আমাদের প্রত্যাশা। বিদ্যালয় বার্ষিকীতে বাণী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, ঠাকুরগাঁও-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মো. সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর মো: এলিয়াস হোসেন, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও জনাব মো. আব্দুল আওয়াল, পুলিশ সুপার জনাব ফারহাত আহমেদ, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক জনাব মো. মোস্তাক হাবীব ও জনাব মুহা: সাদেক কুরাইশী, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বিদ্যালয় বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। আল্লাহ সবার মঙ্গল করুন।

সহকারী প্রধান শিক্ষকদ্বয়ের কথা

শ্রীমন্ত কুমার রায়
সহকারী প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্বে)
প্রভাতি শিফট

মোছা: রেহেনা বেগম
সহকারী প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্বে)
দিবা শিফট

সাহিত্য ও সংস্কৃতি হচ্ছে একটি সমাজ ব্যবস্থার দর্পণ। প্রগতিশীল, উদার ও অসম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থা প্রর্বতনের জন্য সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চা অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের লেখনিতে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ' জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বিদ্যালয় বার্ষিকী বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হওয়ার প্রথম সোপন। সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার বিকাশ এবং অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা সৃষ্টিতে বিদ্যালয় বার্ষিকী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নবীন মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পদচারণা আগামী দিনে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থাকে আরও আলোকিত এবং সমৃদ্ধশালী করবে বলে আমি আশাবাদী। তাই বিদ্যালয় বার্ষিকী প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন। পরিশেষে বিদ্যালয় বার্ষিকী মালঞ্চ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ।

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিকী 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বলে আমি আনন্দিত। ছোটদের লেখা তাদের সৃজনশক্তির বহিঃপ্রকাশ। এতে তারা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। মালঞ্চ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সম্পাদকীয়

কালের বিবর্তনে যুগে যুগে শিল্প-সাহিত্য-নান্দনিকতার বিকাশ ঘটেছে আপন সত্তায়। বিমূর্ত ধারণা থেকে উৎসারিত আনন্দ প্রকাশ মানব মনের সূক্ষ্ম অনভূতির প্রগাঢ়তার পরিচায়ক বলেই প্রতীয়মান হয়। ফলে অন্তর্জগতের কুয়াশা-কপাট প্রলম্বিত হতে থাকে বাস্তবতার নিরীখে। আর এখানেই সাধারণের সংসার জীবিকা থেকে অনন্য হয়ে দাঁড়ায় লেখকবৃন্দ। এবং তাঁদের উচ্চারিত সবচেয়ে সত্য কথন হলো সাহিত্য।

অবশেষে রাতের আঁধারে চাঁদের জোছনায় *মালঞ্চ ২০১৭* এ ফুল ফুটলো। ফুলগুলো নিতান্ত অপরিপক্ক এবং কাঁচা হাঁচের। তবুও শিশুমনের বিচিত্র খেয়ালি রহস্য ধরা পড়বে বিদ্যালয়ের এ বার্ষিকীতে। তাদের লেখাগুলোতে সম্পাদকের ইস্পাতকঠিন হাতের আঁচড় পড়েনি। শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় তাই তাদের অনেকগুলো লেখা বাছাই কমিটিতে ছাড় পায়নি বলে দুঃখিত। শিক্ষকবৃন্দের কয়েকটি লেখা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে আরো উজ্জীবিত করবে বলেই আমি মনে করি। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস লেখার জন্য *মোস্তেজুর* স্যারকে শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধেয় *আনসারুল* স্যার *বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য* লিখে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জ্ঞানকে আরো ঋদ্ধ করেছেন বলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। একটি নান্দনিক প্রচ্ছদ ও অলংকরণ দিয়ে স্নেহপাশে আবদ্ধ করেছেন *যাদু* স্যার। সবসময় সমন্বয়ের প্রচেষ্টার জন্য মিত্রবর *জিয়াউর রহমান*কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। সাংসারিক জীবনের কাজকর্ম থেকে ছুটি দিয়ে আমার 'কিশোরী' অসাধ্য সাধন করেছে; তাকে অভিনন্দন। মালঞ্চ ২০১৭ এর সর্বাধিনায়ক বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক *মো. আখতারুজ্জামান* স্যারকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাঁর অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা, স্নেহ-ভালোবাসা আমাকে কাজের প্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি নান্দনিক মানুষ বলেই মালঞ্চের ফুল দখিনা সমীরণে দোদুল্যমান। যাঁরা মালঞ্চে বাণী দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন তাঁদের প্রতি রইল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। মালঞ্চের প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে এবং বিশেষভাবে সম্পাদনা পর্ষদকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বহু চেষ্টা করেও ছাপাখানার ভুত তাড়ানো গেল না। সবার ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার অনুরোধ রইল। আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সর্বোপরি মহান সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায় 'মালঞ্চ ২০১৭' প্রকাশ পেল বলে আমরা সকলে আনন্দিত।

শিক্ষকবৃন্দ

মো. আখতারুজ্জামান
প্রধান শিক্ষক

শ্রীমন্ত কুমার রায়
সহকারী প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্বে)
প্রভাতি শিফ্‌ট

মোছা: রেহেনা বেগম
সহকারী প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্বে)
দিবা শিফ্‌ট

প্রভাতি শিফ্‌ট

মো. মোজ্জেজুর রহমান
সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)

মোহাম্মদ মোবারক আলী
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

মো. ফয়জুল আলম
সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

মো. মাহমুদুন নবী
সহকারী শিক্ষক (ভূগোল)

মো. মাহাবুর রহমান
সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)

মো. আবু সায়েম জুলফিকার
সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

মো. আখতারুল আলম
সহকারী শিক্ষক (গণিত)

সুমন্ত কুমার সেন
সহকারী শিক্ষক (গণিত)

মো. মাহবুব আলম
সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

মো. জামিল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান)

মো. জহির রায়হান
সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)

মো. আজিজুর রহমান
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

মো. জিয়াউর রহমান
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

সামিউল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা)

বিদ্যুৎ চন্দ্র মন্ডল
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

কর্মরত অফিস সহকারীগণ

মো. আব্দুল হান্নান
উচ্চমান সহকারী

গোপীনাথ চৌধুরী
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

কৌশলা রানী
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
(ও আর পি কে নিয়োজিত)

হাফেজ মো. সালেকুল ইসলাম
ইমাম
বিদ্যালয় জামে মসজিদ

মো. করিমুল ইসলাম
মুয়াজ্জিন
বিদ্যালয় জামে মসজিদ

মো. জয়নাল আবেদীন
এম এল এস এস

মো. তাহেরুল ইসলাম
নৈশ প্রহরী

বীরেন দাস (বাঘা)
ঝাড়ুদার
(পিআরএল ভোগরত)

মো. লতিফুর রহমান
কম্পিউটার অপারেটর (দিবা শিফট)
অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত

রতন কুমার বর্মন
কম্পিউটার অপারেটর (প্রভাতি শিফট)
অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত

সাধন দাস
সাপোর্ট স্টাফ
অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত

মো. ফিরোজ হাসান
টিকিউআই-২ কর্তৃক ওয়াশরুম পরিষ্কারের জন্য
আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত

মো. জুয়েল মাহমুদ
সাপোর্ট স্টাফ
অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত

মো. আব্দুল জব্বার
সাপোর্ট স্টাফ
অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত

মো. জামাল উদ্দীন
সাপোর্ট স্টাফ
অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত

সুরেশ দাস
ঝাড়ুদার
অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত

ভারতী রানী দাস
ঝাড়ুদার
অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত

নিপ্লিপ বর্মন
গাড়ী চালক
অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত

জগদীশ চন্দ্র সিংহ
সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান)

মো. মনিরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (গণিত)

মো. মামুনুর রশিদ
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

এস এম জয়
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

মো. আতিকুর রহমান
সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা)

দিবা শিফ্‌ট

পিযূষ কান্ত রায়
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

মো. আব্দুল কুদ্দুস
সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান)

মো. আমানুল্লাহ
সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

বিশ্বনাথ রায়
সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)

মো. জুহেল আলম
সহকারী শিক্ষক (ইতিহাস)

মো. আবুল হোসেন
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

হোসাইন আহমেদ
সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)

আবু তাহের মো. কামিরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (হিসাব ও ব্যবসায়)

মোহা. জাকির হোসেন
সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা)

মো. শরিফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

মো. ইব্রাহিম খলিল
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

মো. ইয়াসিন আলী
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

মো. আব্দুল মান্নান
সহকারী শিক্ষক (গণিত)

মো. গোলাম রসুল
সহকারী শিক্ষক (গণিত)

পরিমল কুমার সিংহ
সহকারী শিক্ষক (গণিত)

মো. মাহ্‌বুব আলম
সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা)

মো. রমজান আলী
সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)

মো. ওমর আলী
সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

কিশোর কুমার ঝা
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

মো. নাহিদুন্নবী
সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান উপদেষ্টা
মো. আখতারুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক

উপদেষ্টা
শ্রীমন্ত কুমার রায়, সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রভাতি)
মোছা. রেহেনা বেগম, সহকারী প্রধান শিক্ষক (দিবা)

সমন্বয়ক
মো. জিয়াউর রহমান, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

সম্পাদক
কিশোর কুমার ঝা, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

সহযোগী সম্পাদক
বিদ্যুৎ চন্দ্র মণ্ডল, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
মো. মামুনুর রশিদ, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

সদস্য
পিযুষ কান্ত রায়, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
মো. আব্দুল কুদ্দুস, সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান)
মো. মোস্তেজুর রহমান, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)
মোহাম্মদ মোবারক আলী, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
মো. আবুল হোসেন, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
আবু তারেক মো. কাদিমুল ইসলাম যাদু, সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)
মো. মাহমুদুন নবী, সহকারী শিক্ষক (ভূগোল)
মো. জাকির হোসেন, সহকারী শিক্ষক (ইসলামিয়াত)

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি
জাওয়াদ রাফিদ, এসএসসি ব্যাচ ২০১৭
তারেক হাসান মাহিন, শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ক, রোল: ০১
মো. জুবায়ের হোসেন নম্র, শ্রেণি: ১০ম, শাখা: খ, রোল: ০২
ধীরেন্দ্রনাথ বাগ্চী, শ্রেণি: ১০ম, শাখা: গ, রোল: ৩২

ছড়া ও কবিতা

হৃদয়ের পঞ্চম প্রকোষ্ঠে

মো. জাওয়াদ রাফিদ
৯ম (ঘ) দিবা, রোল : ১৬

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ....
তুমি আলো দিশারী, সুশিক্ষার নিলয়।
ইতিহাস ঐতিহ্যের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে
অনেকের জীবন
এর মধ্যে কেটে গেছে তোমার ১১২টি বর্ষণমুখর শ্রাবণ।
বাংলার শত শত কবিতা তুমি,
চেতনা, অনুভূতি আর উদ্দীপনায় চির উদ্দীপ্ত
ইংরেজির connector তুমি,
শিক্ষার সাথে চির অম্লান মূল্যবোধকে করেছে যুক্ত,
গণিতের সূত্র তুমি
হাজারো সমস্যার সমাধান তোমার মাঝেই সুপ্ত,
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের গণতন্ত্র তুমি,
ধর্ম, বর্ণ, গোত্র সব বিভেদ থেকে মুক্ত।
জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদের প্রতীক তুমি
সময়ের সাথে তোমার রূপের হয় পরিবর্ধন পরিবর্তন
পদার্থ বিজ্ঞানের মহাকাশ
কৌতূহল, রহস্য আর উন্মাদনার চির নিদর্শন,
রসায়নের পরমাণু নিউক্লিয়াস তুমি
তোমাকে ঘিরেই শত বছর ধরে সহস্র বিদ্যার্থীর আবর্তন
ধর্মের পবিত্রবাণী তুমি
চিরকালব্যাপী সত্য সঠিকের পথ করে যাবে প্রদর্শন।
আবৃত্তির জোরাল কণ্ঠ তুমি
যা দেহকে করে শিহরিত
ছবি আকার রঙিন তুলি তুমি
যার নান্দনিক আচড়ে ক্যানভাস হয়ে ওঠে
সৌন্দর্যমণ্ডিত
বিতর্কের অনন্য যুক্তি তুমি
যা কখনো হবে না খণ্ডিত
গানের মধুর সুর তুমি,
যা সবাইকে করে বিমোহিত

ভালোবাসি তোমায়, ভালোবাসি এই বিদ্যালয়
প্রাঙ্গণ,
স্থান করে নিয়েছ তুমি আমার পুরো হৃদয়াঙ্গন।
অতঃপর, তুমি শ্রেষ্ঠ ..... শ্রেষ্ঠ ..... তুমিই
শ্রেষ্ঠ
আমার হৃদয়ের পঞ্চম প্রকোষ্ঠ।

আমাদের ইস্‌কুল

মো. আবু সালেহ্ সান
চতুর্থ (গ) দিবা, রোল : ০৭

আমাদের ইস্‌কুল
গাছ ভরা ফল-মূল
শিক্ষকগণের অনেক জ্ঞান
আদর্শ ভরা পাঠদান।

আমাদের ইস্‌কুল
সকল ক্ষেত্রে অতুল
জ্ঞানের তাড়নায় কত ছাত্র
দেশের হলেন মুখপাত্র।

আমাদের ইস্‌কুল
লেখাপড়ায় নাই ভুল।
স্কুল ড্রেস চমৎকার
ছাত্র সংখ্যা বেশুমার।

আমাদের ইস্‌কুল
পড়াই ছাত্রের লক্ষ্য মূল
পড়ার সাথে করি খেলা
Home work এ নাই হেলা

তাই তো মোদের গর্ব
আমাদের এই ইস্‌কুল
শুধু এ জেলারই নয়
পুরো বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ইস্‌কুল।

নৌকা চালার গান

তানভীর আহমেদ
৪র্থ (ক) প্রভাতি, রোল : ৪৯

নৌকা চলে নদীর পারে,
আকাশ ভেঙ্গে রৌদ্র বাতাস,
মনটা মাঝির কেমন উদাস।
ধরছে সে গান মন যা চায়,
পাড়ের মানুষ দৃষ্টি ফিরায়।
নদীর পাড়ে গ্রাম্য মেয়ে,
নাইছে যে ঘটি নিয়ে।
রাখাল যে তার গরুর পিছে
দিচ্ছে সময় আদুল বেশে।
কী সুন্দর দৃশ্য সেটা!
বলতে গেলে পাই না কথা।

ট্রেন

মো. সাদ-আফ হোসেন সিফাত
৫ম (খ) প্রভাতি, রোল : ০৮

ট্রেন চলছে, ট্রেন চলছে
চল সবাই দেখি,
দুপুর বেলা ট্রেন যে বাজায়
মধুর সুরে বাঁশি।
পুলের ওপর উঠলে ট্রেন
ঝনঝনিয়ে বাজে,
ঝিক ঝিক করে ট্রেন
আমার মনের মাঝে।

ঈদ

আহসান কারিম প্রিয়
৫ম (ঘ) দিবা, রোল : ৪২

ঈদ মানে খুশি
আর হৈ চৈ,
ঈদ মানে হাসি
সুখ থই থই।
ঈদ মানে জামা
লাল টুকটুকে,
ঈদ মানে আনন্দ
ভরা থাকে বুকে।
ঈদ মানে সালামি
আর উপহার,
ঈদ মানে সাজুগুজু
বেড়াতে যাওয়া।
ঈদ মানে খাওয়া
ফিরনি সেমাই
ঈদ মানে সাম্য
ভেদাভেদ নাই।
ঈদ মানে ভাগাভাগি
যার যত সুখ
ঈদ মানে হাসি খুশি
সকলের সুখ।

কোচিং এর পড়া

ইসরাত মাহমুদ সৌরভ
৫ম(খ) প্রভাতি, রোল : ৬০

কোচিং এর পড়া ভাই কোচিং এর পড়া
বই পড়তে চলে যাই সকাল সন্ধ্যা বেলা।
মা বলে পড় বেটা, বাবা বলে পড়
ভাই বলে জেলা স্কুলের চান্স নিয়ে ছাড়
ভর্তি পরীক্ষার জন্য জীবন ঝালাপালা
সারাদিন বিশ্রাম নেই, রাত্রি বেলা ঘুম নেই।
কোচিং থেকে কোচিং এ চলে সকাল সন্ধ্যা
কোচিং এর পড়া ভাই কোচিং এর পড়া
গাদা গাদা কোশ্চিনে চোখ ছানাবড়া
কোচিং এর পড়া ভাই কোচিং এর পড়া।
বাবার চোখে ঘুম নেই, মায়ের পেটে ভাত নেই
মেজাজটা তাই সব সময় চড়া।
কোচিং এর পড়া ভাই কোচিং এর পড়া।

পরীক্ষার সময়

মো. মেহেদী হাসান শামীম
৬ষ্ঠ (ঘ) দিবা, রোল : ৯৮

পরীক্ষাটা সামনে এলেই
মাথায় পড়ে বাজ
যেটা পড়ি সেটাই দেখি
অনেক বাকি কাজ।
সারাটা দিন ভাবনা এখন
কেমনে করি পাশ,
সারা বছর ফাঁকি দিলাম
এখন সর্বনাশ।
এবার যদি কোন মতে
উপরে উঠে যাই,
এমন পড়া পড়ব তখন
যার তুলনা নাই।

হারানো স্মৃতি

শাফিম আহমেদ
৬ষ্ঠ (গ) দিবা, রোল : ৮৩

হারিয়ে যেদিন যাব আমি
পড়বে আমায় মনে,
এক ফোঁটা জল আসতে দিও
তোমার চোখের কোণে।
সেদিন যতই ডাক আমায়
দেব না আর সাড়া।
হয়ে যাব নীল আকাশের
ছোট একটি তারা।

পরীক্ষার সময়

মো. মেহেদী হাসান শামীম
৬ষ্ঠ (ঘ) দিবা, রোল : ৯৮

পরীক্ষাটা সামনে এলেই
মাথায় পড়ে বাজ
যেটা পড়ি সেটাই দেখি
অনেক বাকি কাজ।
সারাটা দিন ভাবনা এখন
কেমনে করি পাশ,
সারা বছর ফাঁকি দিলাম
এখন সর্বনাশ।
এবার যদি কোন মতে
উপরে উঠে যাই,
এমন পড়া পড়ব তখন
যার তুলনা নাই।

হারানো স্মৃতি

শাফিম আহমেদ
৬ষ্ঠ (গ) দিবা, রোল : ৮৩

হারিয়ে যেদিন যাব আমি
পড়বে আমায় মনে,
এক ফোঁটা জল আসতে দিও
তোমার চোখের কোণে।
সেদিন যতই ডাক আমায়
দেব না আর সাড়া।
হয়ে যাব নীল আকাশের
ছোট একটি তারা।

আমার জীবন

মো. আরিফুল ইসলাম
৬ষ্ঠ (গ) দিবা, রোল : ০১

আমার জীবন এ জগতে সবার থেকে ভিন্ন
এ জীবনে আমার তাই নেই কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব
মনে হয় যেন এ ভুবনে আমি বড়ই একা
জীবনে কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী পাইনি কভু দেখা।
সবার জীবনে থাকলেও দুঃখ আছে জানি সুখ
আমার জীবনভর শুধু বেদনাভরা সুখ।
সবাই গেয়েছে এই জীবনে জয় বিজয়ের গান
আমি কাঁধে নিয়েছি শুধু পরাজয়ের গান।
যতই ভেবেছি সবার সাথে জিতব এবার আমি
এ জীবনে পেয়েছি আমি ততই শুধু গ্লানি
পাইনি খুঁজে কাউকে আমি বলব মনের কথা
যতই ভাবছি যতই কাঁদছি বাড়ছে মনের ব্যথা ।
সবাই বলে এ পৃথিবী নাকি সুখ শান্তির মেলা
আমার কাছে এ ভুবনে কেবলই বিষের লীলা
আমার জীবনেও একসময় সুখ খেলতো স্বপ্নের খেলা
স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে রয়েছে বেদনার মেলা।
এত কিছুর মাঝে থেকেও আমি রয়েছি তবু বেঁচে
যে যাই বলুক এখন আমি আছি বড় সুখে।

লাইব্রেরি

মো. আসাদুজ্জামান
৭ম (ক) প্রভাতি, রোল :

লাইব্রেরিতে হাজার হাজার
তাকে ভরা বই,
পাঠক সেথায় চুপটি করে
পড়ে বসে বই।
কেউ বা পড়ে উপন্যাস আর
কেউ বা পড়ে গল্প,
সেথায় সবাই শান্ত থাকে
আওয়াজ হয় অল্প,
অনেক সময় বই পোকারা
পড়তে থাকে বই।
পড়াশেষে উঠে দেখে
সময় গেল কই?
লাইব্রেরির জ্ঞানের দরজা
সব সময় খোলা,
আমরা সবাই পড়ব বই
শিখব মেলা মেলা।

বাংলাদেশ

মো. সেজানুর রহমান
৭ম (গ) দিবা, রোল : ১৯

এই যে মানুষ
কোথায় চলেছো, যাও দেখি বলি
বাংলাদেশে বাস তোমার
তুমি কি বাঙালি?
ঠিকই ধরেছ, বাংলাদেশে বাস
বাঙালিও বটে
বাঙালিদের খুঁজছেই যখন
কী জানতে চাও তবে?
'শুনেছি নাকি তোমার দেশের, মানুষ বড় খাঁটি,
সোনার চেয়েও নাকি খাঁটি, তোমার দেশের মাটি।
শুনেছি নাকি সুজলা সুফলা ছয়টি ঋতুর দেশ,
প্রকৃতি সেথায় মাতৃতুল্য রূপের নাইকো শেষ
শত বাঙালির রক্তে নাকি, কেনা সেদেশের নাম
স্বাধীনতা নাকি এনেছে তারা করিয়া শত সংগ্রাম।'
'ঠিকই শুনেছ সার্থক তুমি
সার্থক তোমার বুলি,
রূপে রসে ভরা থাকে
আমার দেশের অলি গলি
সকল দেশের সেরা যে এক
আমাদের বাংলাদেশ
মোদের দেশের সুনামের লাগি
ধন্যবাদ তোমায় অশেষ।'

মাতৃভূমি

সাব্বির আহম্মেদ সেজান
৮ম (গ) দিবা, রোল : ৩১

আমার দেশের মাটি,
সোনার চেয়েও দামী।
সেথায় ফলে সোনার ফসল,
রঙ বেরঙের ফল।
মাঠের পর মাঠ,
মনে হয় সবুজের হাট।
গাছে নানান পাখি,
মাছে ভরা নদী।
সোনালি ফসল ফলে,
সোনার এ মাটির মাঝে।
এ সৌন্দর্য বিস্ময়কর
সারা পৃথিবীর কাছে।

বন্ধু

সজীব চন্দ্র বর্মন
৮ম (খ) প্রভাতি, রোল : ২৬

আমার এক বন্ধু ছিল,
সে অনেক আপন ছিল।
সে আমার কত যে আপন,
কী করে বুঝবে তার ঐ অবুঝ মন।
বন্ধু তোমাকে নিয়ে আজো ভাবি,
তোমাকে আমি আজো দেখি।
কী সুন্দর তোমার মুখের হাসি!
কী অপরূপ তোমার চোখের চাহনি!
দিন শেষে রাত আসে,
বন্ধু যায় বন্ধু আসে।
তুমি ছিলে এমনি একজন,
তোমার জন্য কাঁদে আমার দুই নয়ন।
বন্ধু তুমি আসবে ফিরে,
আমার এ মন বলে।
বন্ধু তুমি আসবে ফিরে
আবারো আমার মাঝে।

Jan 17

লজ্জা

শাহরিয়ার শুভ
৮ম (গ) দিবা, রোল : ০৩

রাজন, আমাদের ক্ষমা করে দিও ভাই,
আমরা তোমার অযোগ্য ভাই বোন
তোমাকে পারি নাই দিতে এতটুকু আদর।
আমরা বীরের জাতি বলে
ছুটাই তুবড়ি কথা
অথচ!
তোমাকে দিতে পারি নাই
বাঁচার স্বাধীনতা।
তুমি ফেরি করতে সবজি
আমরা তোমাকে বলি চোর
অথচ!
যারা লুটে পুটে খায় লাখ কোটি
তাদের করি করজোড়।
আমরা নদীর দেশের বাসিন্দা
অথচ!
তোমাকে দিতে পারি নাই পানি
বেঁধে মেরেছি তোমায়।
তুমি ঘুমাও অতলে পেতে সজ্জা
আমরা বারংবার তোমার জন্য
পেতে থাকব লজ্জা।

পাখি

আলযারিয়াত জিসান
৮ম (খ) প্রভাতি, রোল : ২৮

রোজ সকালে একটি পাখি
তিড়িং বিড়িং নাচে,
মনের সুখে পাখনা দোলায়
নিত্য গাছে গাছে।
ফুলের কানে বলে কথা
কিচির মিচির সুরে
মন রাঙ্গিয়ে যায় সে চলে
ইচ্ছে মতো দূরে।
নিজের মতো লুকোচুরি
খেলে পাতার ফাঁকে
এদিক সেদিক তাকায় শুধু
মৃদু স্বরে ডাকে।

দারুণ খেলা

মো. শাহরিয়া কল্যাণ রিয়াদ
৮ম (ঘ) দিবা, রোল :

নোটন নোটন ব্যাটসম্যানগুলো
খেলতে নেমেছে
দুই ধারেতে দুইটা ছেলে
জুটি বেঁধেছে।
কে দেখেছে, কে দেখেছে
বোলার দেখেছে
বোলারের হাতে বল ছিল
ছুঁড়ে মেরেছে।
ওমা ছক্কা হয়েছে
খেলাতো দারুণ হয়েছে
আমার মজাই লেগেছে।

গ্রীষ্মের ফল

মোস্তাকিম ইবনে আলম
৮ম (খ) প্রভাতি, রোল : ০৮

চিঠি এলো সবুজ খামে
গরম নেমেছে আমার গ্রামে
তাই বুঝি আজ মায়ের চিঠি
অনেক দিনের পরে।
ফলের ভুলে খোকা আমার
থাকিস কেমন করে?
দুঃখে কাঁদে চক্ষু দুটি
সামনে মাগো গ্রীষ্মের ছুটি,
তাই বলে মা দিনটা আমার
কাটছে অধীর আগ্রহে
আর দেরি নেই আসছি মাগো
আসছি তোমার নিজ ঘরে।
তৈরি রেখো ফলের গুচ্ছ
যেসব আমার বেশি প্রিয়।
আম, জাম, কলা, লিচু
সঙ্গে আরও কাঁঠাল দিও
মাগো আমার গুছাও এসব
সাজাও তলে তলে
যখন আমি বাড়িতে যাব
আনবো বিদায় কালে।

উদাস বিকেল

তাসদিদ আল আরাফাত তীর্থ
অষ্টম (ঘ) দিবা, রোল : ১০২

উদাস বিকেল ডাকছে আমায়
শিমুলতলীর কাছে,
মন বসে না বইয়ের ভেতর
কিংবা টিভির কাছে।
আমায় ডাকছে সোনালি আলো
গাছগাছালির ছায়া,
মাঠে ঘাটে কাশফুলদের
বুকভরা মায়া।
ছুটে গেলাম দরজা খুলে
সেই খেলার মাঠে
সেই খানেতে ছক্কা হাকাই
আমি একা ব্যাটে।
এমনিভাবে চাই কাটাতে
আমার সারা বেলা,
উটকো লাগে রইতে একা
পড়তে সন্ধ্যা বেলা।

বাংলা ভাষা

মো. নুর জামান (পল্লব)
অষ্টম (ঘ) দিবা, রোল : ০৮

বাংলা ভাষা আমার ভাষা,
বাংলা ভাষা বেশ।
বাংলা ভাষার জন্য শহিদ,
জীবন করেছে শেষ।
বাংলা ভাষা মিষ্টি মধুর,
আরো মিষ্টি বাংলা গান।
বাংলাকে নিয়ে অনেক কবি,
হইয়াছে মহীয়ান।
বাংলাকে নিয়েছে তাঁরা,
মায়ের মতো করে।
যার জন্য আজও মানুষ,
তাঁদের সম্মান করে।
বাংলা আমার মাতৃভাষা,
বাংলা ভাষা সবার।
এ ভাষার জন্য আমরা
যুদ্ধ করতে পারি বার বার।

তুমিই জাতির পিতা

অরিত্র পাল তূর্য
৮ম (ঘ) দিবা, রোল : ০২

হে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিব,
সর্বাগ্রে লহ মোদের প্রাণঢালা সালাম শ্রদ্ধাদীপ।
তুমি হলে মোদের রাষ্ট্রের মহানায়ক,
যার সংগ্রামের বদৌলতে মুক্ত হলো সাত কোটি লোক।
তোমার ভাষণে হয়েছি মোরা একতাবদ্ধ,
কস্মিনকালেও তোমাকে মোরা ভুলবার নই পাত্র।
তুমিই হলে মোদের স্বাধীনতার অনুপ্রেরণাকারী,
তাই তোমারে স্মরণ করি শ্রদ্ধার অনুসারী।
হে বীর, দেশ দশের স্বাধীনে করোনি আপোস
তুমিই হলে প্রকৃত দেশপ্রেমী জ্ঞান তাপস,
তবুও দিল না এ জ্ঞানের মূল্য এটাই আফসোস।
তোমারে মারিল যে হায়না
তার মতো নিষ্ঠুর এই দুনিয়ায় আর হয় না।
তাই তো বলি, তোমার ঋণ শুধিতে পারিব না কোনদিন।

শিশু

শোয়েব আক্তার রিপন
অষ্টম ( ) দিবা, রোল :

খেলবে পাখা প্রজাপতি
খেলবে শিশু কোমলমতি
খেলবে শিশু মাঠ জুড়ে
পড়বে শিশু মন ভরে।
স্কুলে যাবে প্রতিদিন
ভবিষ্যৎ হবে বাধাহীন
স্বপ্ন তাদের সত্যি হবে
জীবন হবে সুখের।
মেলবে পাখা প্রজাপতি
খেলবে শিশু কোমলমতি।

ঈদের দিন

হুসাইন আল মুজাহিদ হামিম
৯ম (ঘ) দিবা, রোল : ০২

ঈদের দিন,
খুশির দিন
ধনী-গরিবের ঐক্যের দিন।
ভেদাভেদ ভোলার দিন,
সকলের মেলার দিন।
ঈদের দিন!

ঈদের দিন,
মজার দিন।
নতুন কাপড় পরার দিন,
রুটি মাংস খাবার দিন
আমাদেরই প্রিয় দিন
ঈদের দিন!
ঈদের দিন!

পাখি

তারেক আহাম্মেদ
৯ম(খ) প্রভাতি, রোল :

রোজ সকালে একটি পাখি
তিড়িং বিড়িং নাচে,
মনের সুখে পাখনা দোলায়
নিত্য গাছে গাছে।
ফুলের কানে বলে কথা
কিচির মিচির সুরে
মন রাঙ্গিয়ে যায় সে চলে
ইচ্ছে মতো দূরে।
নিজের মতো লুকোচুরি
খেলে পাতার ফাঁকে
এদিক সেদিক তাকায় শুধু
মৃদু স্বরে ডাকে।

কোচিং

মো. তানভীর রায়হান
অষ্টম (ঘ) দিবা, রোল : ১০০

কোচিং, কোচিং, কোচিং
কোচিং এর মেলা
কোচিং করে ছেলেমেয়েদের
কেটে যায় বেলা
স্কুল থেকে যায় না বাসায়
ছুটে কোচিং করতে
ক্লান্ত সারা দেহ নিয়ে
পারে না বাসায় পড়তে।
মা- বাবা বোকার মতো
কোচিংয়ে পাঠিয়ে সারা,
বোঝেই না, বড় বিষয়
সময় দিতে পারা।
বাসায় যদি পড়তো তারা
নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে,
জ্ঞানী-গুণী হয়ে তারা
দেশকে দিত সাজিয়ে।

ষড়ঋতুর সৌন্দর্য

শাহ মো. নবীল সিনদীছ
৯ম (খ) প্রভাতি, রোল : ১০২

গ্রীষ্মের আম খেতে মজা
সেই আম তো ফলের রাজা।
বর্ষায় ফলে আউশ ধান,
মাঝির মুখে ভাটিয়ালি গান।
শরৎ-এ ফোটে কাশফুল,
ফুলে ভরে নদীর দুকূল।
হেমন্তে পাকে সোনালি ধান
আনন্দে কৃষকের ভরে যায় প্রাণ।
শীতের ঠান্ডা হলো জড়ো,
কাঁপছে সবাই থরথর।
বসন্তে সবাই ফিরে পেল প্রাণ
কোকিলের কী সুমধুর গান!
এই নিয়ে যে আমাদের দেশ
ষড়ঋতুর সৌন্দর্যের নেইকো শেষ।

আমাদের গ্রাম

পুলহ রায় স্বপ
৯ম (ঘ) দিবা, রোল : ১২

প্রকৃতির এক অপরূপ লীলাভূমি আমাদের গ্রাম।
চারদিকে দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ গাছগাছালি
মনোরম।
সেথায় মিশে আছে অনেক আনন্দ-বেদনার স্মৃতি
গ্রামের সবাই সহজ সরল যেন এক ঐক্যবদ্ধ সম্প্রীতি।
চারদিকে মাঠ ঘাট প্রান্তর ঘন বনজঙ্গল
অবাক হয়ে চেয়ে দেখি দীঘির কালোজল।
রাতের আকাশে চলে তারাদের ঝিকিমিকি
তারই মাঝে আকাশের বুকে চাঁদ দেয় উঁকি।
প্রফুল্ল ধ্বনিত হয় বসন্তে কোকিলের গান
সেই গানে শিহরিত হয় আমার মন প্রাণ।
মায়াবী এই গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা নেই
ঘাসের সুঘ্রাণ নিয়ে থাকি যেন আমরণ প্রিয় গ্রাম।

শ্রেষ্ঠত্ব

ওয়ালিদ আহম্মেদ (অর্নব)
৯ম (ঘ) দিবা, রোল : ১০

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬
শুনে হলাম গর্বিত
ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
সব বিদ্যালয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
যার রয়েছে অনেক মহত্ত্ব
এ খবরে নয় সে খর্বিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে আয়োজিত
এ যে আমাদের জন্য অনেক বড় এক ব্যাপার
আনন্দিত বিচারকের দেখে সুবিচার
দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হওয়া
নয় কোনো ধরনের ছেলে খেলা
আমাদের সেরা স্কুলের সেরা ছাত্র,
শিক্ষকরা তাতে সম্মানে আবৃত
আমাদের প্রধান শিক্ষক খুবই শিক্ষিত
বিভাগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ হিসাবে সম্মানিত
আমাদের স্কুল এতই বিচিত্র
যদি করি সব কিছু তাতে একত্র।
এ নিয়ে কারো সাথে করব না বিতর্ক
আমরা যে বিদ্যালয় হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

হৃদয়ের পঞ্চম প্রকোষ্ঠে

মো. জাওয়াদ রাফিদ
৯ম (ঘ) দিবা, রোল : ১৬

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ....
তুমি আলো দিশারী, সুশিক্ষার নিলয়।
ইতিহাস ঐতিহ্যের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে
অনেকের জীবন
এর মধ্যে কেটে গেছে তোমার ১১২টি বর্ষণমুখর শ্রাবণ।
বাংলার শত শত কবিতা তুমি,
চেতনা, অনুভূতি আর উদ্দীপনায় চির উদ্দীপ্ত
ইংরেজির connector তুমি,
শিক্ষার সাথে চির অম্লান মূল্যবোধকে করেছে যুক্ত,
গণিতের সূত্র তুমি
হাজারো সমস্যার সমাধান তোমার মাঝেই সুপ্ত,
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের গণতন্ত্র তুমি,
ধর্ম, বর্ণ, গোত্র সব বিভেদ থেকে মুক্ত।
জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদের প্রতীক তুমি
সময়ের সাথে তোমার রূপের হয় পরিবর্ধন পরিবর্তন
পদার্থ বিজ্ঞানের মহাকাশ
কৌতূহল, রহস্য আর উন্মাদনার চির নিদর্শন,
রসায়নের পরমাণু নিউক্লিয়াস তুমি
তোমাকে ঘিরেই শত বছর ধরে সহস্র বিদ্যার্থীর আবর্তন
ধর্মের পবিত্রবাণী তুমি
চিরকালব্যাপী সত্য সঠিকের পথ করে যাবে প্রদর্শন।
আবৃত্তির জোরাল কণ্ঠ তুমি
যা দেহকে করে শিহরিত
ছবি আকার রঙিন তুলি তুমি
যার নান্দনিক আচড়ে ক্যানভাস হয়ে ওঠে
সৌন্দর্যমণ্ডিত
বিতর্কের অনন্য যুক্তি তুমি
যা কখনো হবে না খণ্ডিত
গানের মধুর সুর তুমি,
যা সবাইকে করে বিমোহিত

ভালোবাসি তোমায়, ভালোবাসি এই বিদ্যালয়
প্রাঙ্গণ,
স্থান করে নিয়েছ তুমি আমার পুরো হৃদয়াঙ্গন।
অতঃপর, তুমি শ্রেষ্ঠ ..... শ্রেষ্ঠ ..... তুমিই
শ্রেষ্ঠ
আমার হৃদয়ের পঞ্চম প্রকোষ্ঠ।

জন্মদিন

মো. জুনায়েদ ইসলাম
৯ম (গ) দিবা, রোল : ০৯

আমার প্রিয় জন্মদিন
পালনের শুভদিন।
সবাই আসে উপহার নিয়ে
করি মজা সেগুলো দিয়ে।
করি না দুষ্টুমি এদিন
দুষ্টুমি করলেও বকা দেয় না মা সেদিন।
সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কেউ থাকে না বাকি
মনটা আমার হয় তখনি
জন্মদিনের পাখি।

বৃষ্টি

সাব্বির আহমেদ
১০ম (ঘ) দিবা, রোল : ০৪

আকাশ ভরা মেঘের খেলা
গুড়ুম গুড়ুম শব্দ,
আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে
পাল্টে গেল অব্দ।
মধুমাসে আম পাকে ভাই
বৈশাখেরই ঝড়ে,
টুপটুপ আম পড়ছে
কেউ রবে না ঘরে।
টাপুর টপুর বৃষ্টির তালে
মন উড়ে যায় দেশে,
বৃষ্টি ভেজা মজার খেলা
চলতে থাকে হেসে।
অন্ধকারে ঝড়ের সময়
লাগে মনে ভয়,
খোকাখুকি ছুটছে দেখ
করতে হবে জয়।

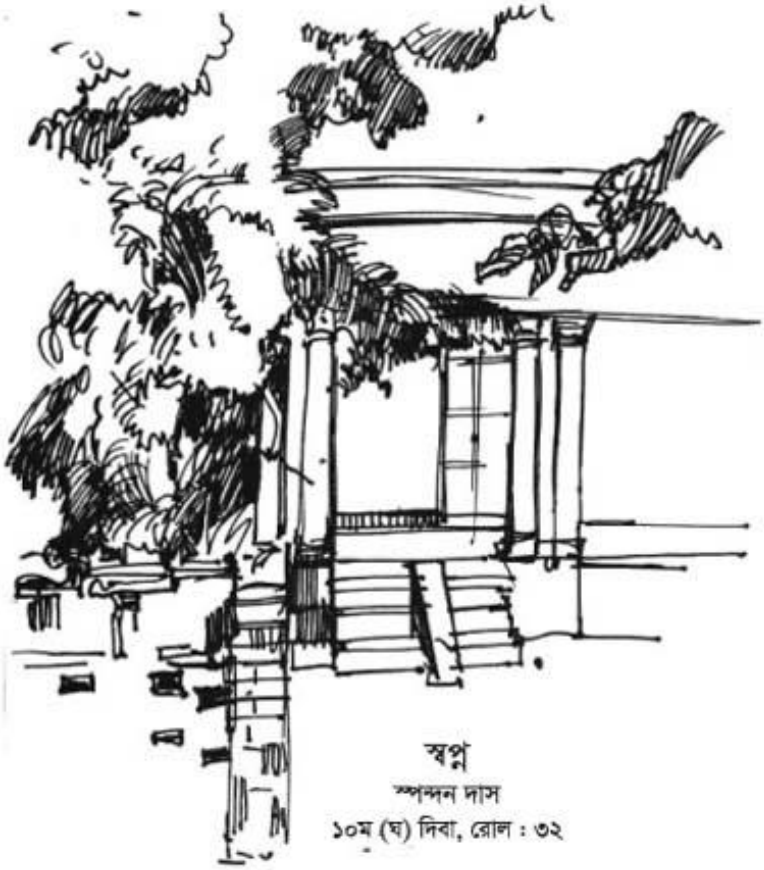

স্বপ্ন

স্পন্দন দাস
১০ম (ঘ) দিবা, রোল : ৩২

রঙ্গিন সুন্দর একটি দেশ
খোকা যে তাহার মাঝে,
বসেছে রঙ্গিন বেশে,
পড়েছে নতুন জামা
পাশে আছে চন্দ্রমামা।
দেখে সে চাঁদের বুড়ি
বসে আছে যেন থুরথুরি
তাকিয়ে যেন হাতের কাছে
এই দেখে আনন্দেতে
খোকা যে নাচতে থাকে।
হঠাৎ মায়ের ডাকে
ভাঙতে হলো স্বপ্নটাকে
এবার সে তাকিয়ে দেখে
বসে আছে তার বিছানাতে
বলে সে যে মনে মনে
দেখেছি আমি স্বপ্নটাকে।

মানুষের স্বভাব

হীরা লাল রায়
১০ (খ) প্রভাতি, রোল : ০৪

কিছু মানুষ আছে যারা
বিপথগামী হয়।
কিছু মানুষ আছে যারা
আত্মসংযমী রয়,
কেউ আবার দেখতে স্বপ্ন
অধিক ভালোবাসে।
কেউ কেউ বাস্তবতাকে
কঠোরভাবে নেয় সাথে,
অনেক মানুষ কিছু পেলে
পেতে চায় আরো,
সারা জগৎ পেলেও তারা
তুষ্ট রয় নাকো।
অল্প সংখ্যক মানুষ আছে
স্বল্পে তুষ্ট রয়,
তবুও তো তারাও পারে
করতে কিছু জয়।

মা ভালোবাসি তোমায়

ইয়ামুন হাসান সৌমিক
১০ম (ঘ) দিবা, রোল : ৭৬

তোমার হাত সদা প্রসারিত যখন চাই আলিঙ্গন,
তোমার হৃদয় সদা জাগ্রত যখন বন্ধু প্রয়োজন।
তোমার কোমল আঁখি শাসনে কঠোর
যখন আমার আদেশ প্রয়োজন।
তোমার হৃদয়স্পন্দন ব্যস্ত সারাক্ষণ আমার দুশ্চিন্তায়
মা ভীষণ ভালোবাসি তোমায়।
তোমার ভালোবাসা আমায় শেখায় পথ চলতে
দিয়েছ আমায় পাখির ডানা নীল আকাশে উড়তে
বলতে চাই অনেক কিছু
হয়তো পারব না বলতে কিছু
তবু একটি কথা না বললেও বলা হয়ে যায়
মা ভীষণ ভালোবাসি তোমায়।

বই

মো. নাজমুস সাকিব আজাদ
১০ম (খ) প্রভাতি, রোল : ৫৮

তুমি আমার ভোরের হাসি
পাখির কলরব,
তুমি আমার স্নিগ্ধ দুপুর
অলস করা বাতাস।
তুমি আমার চোখের মনি
অবাক করা জল,
তুমি আমার দেহের নদী
পানি চল চল।
জপি তোমায় সকাল সন্ধ্যা
সময় অসময়,
বিকাশ করছো তুমি আমায়
বেলা অবেলায়।

খেয়াঘাট

সাদমান সাদিক শোভন
১০ম (গ) দিবা, রোল : ৬৯

খেয়াঘাটের মাঝি
আকাশে তো কালো মেঘ
কোথায় যাবে শুনি?
বর্ষাকালে মেঘের আলোর ঝলকানি
ভয় পাও না মাঝি!
গাছে কদম ফুল
মেঘের নাইকো কুল
আকাশে ভাসে কালো মেঘ
কল্পনায় দেখি রবীন্দ্রনাথ
ওহে মাঝি নিয়ে যাবে না কি
ওপারে খেয়াঘাট।

কল্পনায় আকাশ

ফারহান সাগর কাব্য
১০ম (গ) দিবা, রোল : ৬৩

আকাশটা আজ খুব সাদা,
মাঝে মাঝে কোথাও ফাঁকা।
হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি এল
কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল।
বইছে বাতাস হু হু করে
দেখছি আমি অবাক হয়ে।
থেমে থেমে ডাকছে আকাশ
আরো জোরে বইছে বাতাস
হঠাৎ গেল বৃষ্টি থেমে
গেলো আমার ঘুম ভেঙ্গে
বসলাম তাই ভাবতে আবার
লিখলাম এই কবিতা আমার
হঠাৎ আমার কী যে হল
লিখতে লাগলো আরো ভালো
ছন্দে ছন্দে তাল মিলিয়ে
সময় আমায় দিল ভুলিয়ে
কলমের কালি ফুরিয়ে গেল
আমার কবিতা তাই শেষ হল।

ভুবন মোহিনী তুমি

উম্মেয় চক্রবর্ত্তী
১০ (গ) দিবা, রোল : ২৫

ত্রিভুবনে তুমি আমার দেবী
তোমার পরশ পেয়ে
ধন্য আমি
তোমার হাসিতে জ্যোৎস্না হাসে
তুমি অর্ক প্রিয়া
তুমি আমার জননী মমতাময়ী
তোমার ললাটে সিঁদুর
আমার সাহস জোগায়
অলকনন্দা কেশ আমায়
মোহিত করে।
থাকো অতি সাধারণ
তবুও যে অসাধারণ
স্বপ্নে বিভোর করে
বাস্তবে রূপ নিয়ে
আমায় উৎসাহিত কর।
তোমার ভালোলাগাগুলো ভুলে গিয়ে
আমার আগত ভবিষ্যতের
প্রতীক্ষায় তুমি।
তুমি আমার হৃদয়ের স্পন্দন
স্বপ্নে জাগরণে শুধু
তুমি আর তুমি
তোমাকে অজস্র প্রণাম
তুমি, তুমিই আমার
ত্রিভুবন মোহিনী।।

গদ্য

একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়

ওঙ্কার দাশ
৫ম (ঘ) দিবা, রোল : ৬৮

বাবার সাথে যেদিন প্রথম এ বিদ্যালয়ে এলাম সেদিন আমার মন আনন্দে ভরপুর। ভাবলাম এত বড় একটি বিদ্যালয়ে আজ থেকে আমি পড়ালেখা করব। আমি তৃতীয় শ্রেণিতে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। বর্তমানে আমি পঞ্চম শ্রেণির একজন ছাত্র। আমি যে এত উন্নত একটি বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে পারছি সেটা আমার কাছে অনেক আনন্দের বিষয়। আমার বিদ্যালয়ে প্রতিবছর নানা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। অনেক ছাত্র এসব কিছুতে অংশগ্রহণ করে এবং অনেকে অংশগ্রহণ করে সেগুলোতে সফল হলে পুরস্কার পায়। আমার বিদ্যালয়ে কাব-স্কাউট অনেক উন্নত। কাব-স্কাউট থেকে আমার বিদ্যালয়ে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আমার বিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ প্রতিযোগিতা ২০১৬ এ পুরো বাংলাদেশে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনেক জ্ঞানী। তাদের কাছ থেকে আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। আমার শিক্ষকদের কাছ থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি যে ভালো পড়ালেখা, ভালো ব্যবহার, সত্য কথা ও অপরকে কষ্ট না দিলে জীবনে উন্নতি ও অনেক বড় হওয়া যায়। আমাদের বিদ্যালয় সমাপনী পরীক্ষা, জেএসসি পরীক্ষা ও এসএসসি পরীক্ষায় বিশেষ উন্নতি অর্জন করেছে। বছরের অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক দুটো পরীক্ষায় প্রায় বেশির ভাগ ছাত্র ভালো রেজাল্ট করে। আমার বিদ্যালয়ে গান, নাচ, সংগীত, চারুকলা ইত্যাদি শেখানো হয়। আমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আখতারুজ্জামান স্যার রংপুর বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষকের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। এটি অনেক গৌরবের বিষয়। আর সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা সেটা হলো আমার বিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ এ পুরো বাংলাদেশের ১৯০০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। যার জন্য আজ আমি বলতে পারছি, আমি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। আমি বলতে পারছি আমি উন্নত বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। আমি বলতে পারছি যে, আমি একজন ভালো স্কুলের ছাত্র। তাই আমি আমার পড়ালেখা আরও ভালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছি ও পরীক্ষায় উন্নতি করার চেষ্টা করছি। আশা করি ভবিষ্যতে আমি আরো ভালো ফল করবো। আমি অনেক ভাগ্যবান যে আমি এ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছি। আমার এ বিদ্যালয় অনেক উন্নত। আমি আমার বিদ্যালয়টিকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ স্কুল মনে করি। আমি আমার বিদ্যালয়কে অনেক ভালোবাসি, এ বিদ্যালয় আমার প্রাণপ্রিয়। আর এই বিদ্যালয়ই হবে আমাদের দেশের গৌরব, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।

বাংলা বারো মাসের নাম কেমন করে এলো

ওয়াসিফ খান আদিব
৫ম (ঘ) দিবা, রোল : ১৪

বাংলা সন গণনা চালু করেন সম্রাট আকবর। সম্রাট আকবর এখন আর নেই, কিন্তু রয়ে গেছে তার বাংলা সনের ব্যবহার। বাংলা সনে রয়েছে ১২টি মাস। এগুলো হলো- বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। মজার বিষয় হলো, বাংলা বারো মাসের সবগুলো নামেই বিভিন্ন নক্ষত্রের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে।

বৈশাখ - বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ। বৈশাখ নামটি রাখা হয়েছে 'বিশাখা' থেকে। বিশাখা একটি নক্ষত্রের নাম। গ্রীষ্মকাল শুরু হয় এ মাস থেকেই। বৈশাখ মাসে খুব গরম পড়ে। আবার এ মাসে কালবৈশাখী ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়।

জ্যৈষ্ঠ - এ মাসের নাম রাখা হয়েছে জ্যেষ্ঠা থেকে। জ্যৈষ্ঠ মানে বড়। এটিও একটি নক্ষত্রের নাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে অনেক গরম পড়ে। এ সময় আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ নানা রকমের ফল পাওয়া যায়।

আষাঢ় - এ মাসে বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হয়। আষাঢ় নামটি রাখা হয়েছে আষাঢ়ী নামক নক্ষত্র থেকে। আষাঢ় মাসে ঝরঝর করে বৃষ্টি নামে।

শ্রাবণ - এ মাসের নাম এসেছে 'শ্রবণা' নামক তারা থেকে। শ্রাবণ মাসে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়। এ সময় দেশের নিচু অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়।

ভাদ্র - এ মাসে শরৎকাল শুরু হয়। ভদ্রা নামক নক্ষত্র থেকে ভাদ্র মাসের নাম রাখা হয়েছে। এ সময় পাকা তাল পাওয়া যায়। ভাদ্র মাসেও মাঝে মাঝে অসহ্য গরম পড়ে। এই গরমেই নাকি তাল পেকে যায়। এ সময় শিউলি ফুল ফুটতে শুরু করে।

আশ্বিন - মাসের নাম রাখা হয়েছে অশ্বিনী নামক নক্ষত্র থেকে। এ সময় নদীর ধারে কাশফুল ফোটে। ফুলে ফুলে সাদা হয়ে যায় কাশবন।

কার্তিক - এটি বাংলা সনের সপ্তম মাস। কৃত্তিকা নামক নক্ষত্রের নাম অনুসারে কার্তিক মাসের নাম রাখা হয়েছে। কার্তিক মাসে হেমন্ত ঋতু শুরু হয়। আর সে সময় মাঠ ভরে সোনালি ধানে।

অগ্রহায়ণ - এ মাস নবান্ন উৎসবের মাস। এ মাসে নতুন ফসল ঘরে ওঠে গ্রাম-গঞ্জে নতুন চালের পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। অগ্রাইইন নামক নক্ষত্রের নাম অনুসারে অগ্রহায়ণ মাসের নাম রাখা হয়।

পৌষ - মাসের নাম এসেছে প্রষ্যা নামক নক্ষত্র থেকে। পৌষ মাস থেকে শীতকাল শুরু হয়। এ সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় খুব শীত পড়ে। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়। নদ-নদীর জলও কমে যায়, শুকিয়ে যায় জলাশয়।

মাঘ - মঘা নামক নক্ষত্রের নাম থেকে মাঘ মাসের নাম রাখা হয়েছে। মাঘ মাসে প্রচণ্ড শীত পড়ে। কথায় বলে মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে। এ সময় কোথাও কোথাও হিন্দু মেয়েরা খুব ভোরে সূর্য উঠার আগে মাঘীস্নান করে। তারা মনে করে এতে তাদের মঙ্গল বা পুণ্য হয়।

ফাল্গুন - ফাল্গুন মাসের নাম রাখা হয়েছে ফাল্গুনী নামক নক্ষত্র থেকে। ফাল্গুন মাসে বসন্তকাল শুরু হয়। এ সময় গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়। নানা রকম ফুলে চারদিক ছেয়ে যায়। মিষ্টি কণ্ঠে কোকিল ডাকে। এ সময় মানুষের মনও ভালো থাকে।

চৈত্র - চিত্রা নামক নক্ষত্রের নাম থেকে চৈত্র মাসের নাম রাখা হয়েছে। চৈত্র মাস বাংলা সনের শেষ মাস। এ সময়ে পরিবেশ থাকে অনেক শুকনো। মাঠ-ঘাট শুকিয়ে যায়। গরমে মানুষ, পশু-পাখি অস্থির হয়ে যায়। অপেক্ষা করে বৃষ্টির জন্য।

সৌর সন ও ইংরেজি সনের সাথে মিল রেখে বাংলা সনের প্রচলন করা হয়। ইংরেজি ১৫৮৫ এবং হিজরি ৯৬৩ থেকে বাংলা সন চালু হয়।

*সংগৃহীত

একটি মানুষের জীবন কাহিনি

তন্ময় ঘোষ
৭ম (ক) প্রভাতি, রোল : ১৭

এক গ্রামে মিঠুন নামে এক ছেলে বাস করত। পড়াশোনা ও খেলাধুলায় সে ভালো। এবার সে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। সে তার গ্রামকে খুবই ভালোবাসে। কী সুন্দর তাদের সেই গ্রাম! সেই গ্রামের টলটলে পুকুরের পানিতে মাছেরা সাঁতার কাটে, হাঁসেরা তাদের পাখনা মেলে সাঁতার কাটে, হিজল গাছের ছায়ায় তার খুব ভালো লাগে। কিন্তু হঠাৎ তার জীবনে ঘটল একটি বড় রকমের দুর্ঘটনা। এসএসসির শেষ পরীক্ষার দিন হাসি মুখে সে তার বাবাকে বলে গেল 'বাবা আজকে কিন্তু শেষ পরীক্ষা, তুমি বলেছিলে এবার একটা সোয়েটার কিনে দেবে। আজকে কিন্তু আমি তোমার সাথে গঞ্জে যাব। একটা মেরুন রঙের সোয়েটার কিনবো'। খুক খুক করে বেশ তাতে সায় দিয়েছিল বাবা। সেবার কাশিটা খুব বেড়ে গিয়েছেল। পরে শুনেছিল কাশির সাথে নাকি রক্ত বের হতো । পরীক্ষা শেষ করে বাসায় ফিরে এসে দেখল, তার শান্ত ও চিরকাল কষ্ট করে যাওয়া বাবা উঠানে শুয়ে আছে। চারদিকে মানুষ জটলা করে আছে। তার মা অশ্রুশূন্য চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছু না বুঝে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল বাবা, গঞ্জে যাবে না? আমাকে সোয়েটার কিনে দিবে না? আমি এবারও পরীক্ষায় ফার্স্ট হব। তার ছোট ভাই ইমন এসে তাকে কাঁদতে দেখে জড়িয়ে ধরল। মিঠুন বলল, কাঁদিস কেন? দেখিস না বাবা ঘুমাচ্ছে। যদিও তার কানে এসে এক ভারি বাতাস বলে যায়, তার বাবা আর নেই। এরপর বাবা মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ হয়ে গেল। একদিন তার মা এসে তাকে বলল, তুই এই গ্রামে আর থাকিস না, শহরে চলে যা, তোর বাবা সেখানেই থাকে, তোকে পড়ালেখা করতে দেখলে শান্তি পাবে। সে বলল কিন্তু মা ইমনের কী হবে। মা বলল, আমরা দু'জনে কাটিয়ে দিতে পারব। মায়ের কথা ফেলতে পারল না সে । চলে গেল শহরে। ভালো একটা কলেজে পড়ার সুযোগও পেয়ে গেল। দু-চারদিন ঠিকমত ঘুমাতে পারল না। কিন্ত পড়ালেখার কোনো অবহেলা করল না সে। মাঝে মাঝে তার মা তাকে চিঠি লিখত। আমরা ভালো আছি। তুই মন দিয়ে পড়ালেখা করবি। তোর জন্য ৫০০ টাকা পাঠালাম। খাওয়া দাওয়া ভালোভাবে করবি।

মা

ছোট একটা চিঠি কিন্তু সে চিঠি বুকে নিয়ে অনেক রাত কেঁদেছে সে। কারণ সে জানত মা ও ইমন কেউই ভালো নেই। মা একটা দরজির দোকানে কাজ করে। সে জানে তারা অনেক দিন থেকে নতুন জামা কাপড় পরতে পারে না। মাঝে মাঝে ইমনও তাকে চিঠি লিখত, 'ভাইয়া, তুমি কবে বাড়ি আসবে? মা শুধু কাঁদে। আমার জন্য একটা শার্ট কিনে আনবে? আমার শার্টটা ছিঁড়ে গেছে। তুমি কিন্তু ভালোভাবে পড়াশোনা করবে। - ইমন

অবশেষে পরীক্ষা শেষ হলো। পরীক্ষায় রেজাল্ট ভালো হবে এটা সে জানে। আজ দু বছর পর সে তার গ্রামে মা ও ভাইয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে। সে তার মায়ের জন্য শাড়ি ও ছোট ভাইয়ের জন্য শার্ট, প্যান্ট কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিন তার জীবনে ঘটল একটা দুর্ঘটনা। পরের দিন খবরে ছাপা হলো ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জগামী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে আহত হয় ২৫ জন, মারা যায় ৭ জন।

দেশের দুই প্রান্ত

নাইফ নূর আর আহনাফ
৭ম (ক) প্রভাতি, রোল : ৭৯

বড় মনে পড়ছে সেইসব কথাগুলো। কিছুদিন দলবল নিয়ে ঘুরে এলাম কক্সবাজার। ছোট থেকে সমুদ্রের প্রতি আমার প্রচণ্ড আকর্ষণ। থাকি ঠাকুরগাঁয়ে। এখান থেকে কক্সবাজার দেশের অন্য প্রান্তে। সময় বুঝেই গিয়েছিলাম সেখানে। মার্চের শেষের দিক। কক্সবাজারে অফ সিজন তখন ২৫ জনের বৃহৎ দল নিয়ে হানিফ কোচ সার্ভিসের ঠাকুরগাঁও টু চট্টগ্রাম গাড়ীতে চেপে শুরু হলো সমুদ্রের যাত্রা। গাড়িটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিট ছিল আমাদের হাতে। আমাদের জন্যই গাড়িটি ১ ঘন্টা লেট করে। তাই জরিমানাও দিতে লাগলো। লেট হওয়ার ফলে ড্রাইভার রকেটের গতিতে ছুটতে লাগল। বগুড়া, ঢাকা, কুমিল্লাতে থামার পর পৌছালাম চট্টগ্রাম। সকালের নাস্তা এখানেই সেরে নিয়ে চট্টগ্রামে থেকে কক্সবাজার যাওয়ার রাস্তা শুরু হলো। ছোট-বড় অনেক পাহাড় বলা যায় না। টিলার মধ্যে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। কক্সবাজারে যেতে লাগল দুই ঘন্টা। বাসের জানালা দিয়ে প্রথম সাগর মাতাকে নিজের সামনে দেখতে পেলাম। স্বপ্নের সাগর আজ আমার সামনে। এখানে নামার লোভ আর ধরে রাখতে পারলাম না। হোটেলে গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিলাম। তারপর ছুটে চললাম সাগরের কাছে। ঢেউয়ের সেই শব্দ শুনে মনে হচ্ছে আয় আয়। সৈকতে গেলাম, সেন্টারের নাম ছিল লাবনী পয়েন্ট। এটি ছিল সেখান কার সবছে বড় সৈকত। এর পাশেই রয়েছে কক্সবাজারের বিমানবন্দর তাই অনেক কাছ দিয়ে প্লেন উড়ে যায়। সাগরের ঢেউয়ে পা ভাসিয়ে দিলাম। সে কি রোমাঞ্চ নিজে না দেখলে বোঝা মুশকিল। ২২ টা ঘন্টা সফর করে যেই সমুদ্রের কাছে গেলাম তখনই সকল ক্লান্তি। ছুটে চলে গেল। অনেক মজা হলো সেখানে। সাথে আমরা একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে গিয়েছিলাম। ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেলাম হোটেলে সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং মা কে ফোন দিলাম। আমার মত আম্মুরও সমুদ্রের প্রতি প্রচুর আকর্ষণ। কিন্তু কখনো তার সুযোগ হয়নি। রাতে খাবার খেয়ে ছুটে চললাম আবার। শুনেছি রাত ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত জোয়াড় ভাটার টান সামনে থাকে। আজ দেখেও নিলাম। মুখোর করে দেওয়া সেই ঢেউয়ের শব্দটি যা একবার শুনলে জীবনে আর কখনো ভুলবো না। সে দিনটি এ সবের মধ্যে গেল। পরের দিন বুঝলাম কক্সবাজারের ক্ষেত্রে অফ সিজন কথাটি প্রয়োজন। এবার গিয়েছিলাম সুগন্ধা সি বিচে। লোকে লোকারণ্য আর ঢেউয়ের শক্তি। গত কালের চেয়ে দ্বিগুণ। ঢেউ যেন মাথার উপর আছড়ে পড়ছে। এভাবেই অনেকক্ষন থাকলাম। তারপর দুপুরে শুরু হলো আরেক রোমাঞ্চকর যাত্রা । খোলা জীপে বসে শুরু করলাম কক্সবাজার শহর ভ্রমণ। গেলাম রামুতে বৌদ্ধ মন্দির দেখতে। আমরা সেখানে হোটেলে (খাওয়ার হোটেল) দুপুরের খাবার খেয়ে রওনা দিলাম ইনানীতে। সেখানে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিসোর্ট সী পাল রিচ রিসোর্ট এন্ড স্পা। সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে রওনা দিলাম। ফেরার পথে হিম ছড়িতে যাওয়ার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। তাই সেখানে নেমে দেখলাম জলপ্রপাত। জলপ্রপাত নয় ছোট একটি ঝর্ণা । সেখানে পাহাড়ে উঠা যায়। উঠার জন্য সিঁড়ি রয়েছে। অন্ধকার হলেও সাহসীদের মধ্যে আমরা কয়েকজন উঠে পড়লাম। সেখানে যারা উঠেনি তারা অনেক বড় কিছু মিস করেছে। সেদিন অনেক ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরি সোজা শুয়ে পড়লাম। কাল আবার আরো বড় একটি ভ্রমণ। কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন প্যাকেজ ছাড়া অতিরিক্ত খরচ হবে

বলে ভ্রমণের একটি প্যাকেজ নিয়ে নিই। গাড়িতে করে উঁচু নিচু পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে পৌছে গেলাম টেকনাফ। যেতে লাগল দুইঘন্টা। ৯টায় শিপ ছাড়বে। বেশ ভালোই ছিলো শিপটি। নাম বে ক্রুইজ যার বাংলা উপসাগর ভ্রমণ। সম্পূর্ণ এয়ার কন্ডিশন কিন্তু শিপের এয়ার কন্ডিশন কেইবা দেখে। শিপের ভিতরে প্রায় সব সিট ফাঁকা সকলে বাইরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিকে উপভোগ করছে। নাফ নদীর উপর শিফটি নাফ নদী বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে ভাগ করেছে। এখান থেকে মায়ানমারের বডারগার্ড স্পষ্ট দেখা যায়। নাফ নদীর পানি বেশ ঘোলা । দ্রুত গতিতে চালু হলো শিপটি। গতি যতটা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি সমুদ্রের দিকে যাওয়া শুরু করলে ঘোলাটে ভাব কেটে যায়। আর পানি স্বচ্ছ হতে থাকলো । ভেবেছিলাম শুশুকের লাফনি দেখতে পাব। কিন্তু কয়েকটা বস্তার মতো জেলেফিস আর গাঙচিল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। দ্বীপের কাছাকাছি যেতেই ধীরে ধীরে সমুদ্র নীল হতে থাকল। শিপ থেকে নেমে পা রাখলাম নারকেল জিঞ্জিরা বা সেন্টমার্টিন এখানে কিছু আজব জিনিষ দেখলাম। ঢুকতেই দেখলাম বাজার। বাজারটি শুটকি দিয়ে ভরা। কিন্তু একটুও গন্ধ নেই। ৫টা ভ্যান ভারা করে চলে গেলাম্ ছোট খাটো একটি গ্রামীণ বাড়ীর মতো হোটেলে। অবকাশ এর পাশে এর অবস্থান। একটি জিনিষ দেখলাম যে এখানে অনেকেই সাইকেল চালিয়ে বেড়ায়। পরে বুঝতে পারলাম এখানে ভাড়ায় সাইকেল দেওয়া হয়। হোটেলটির অবস্থান আমার খুব ভালো লাগলো। সমুদ্রের একেবারে পাশে এটি অবস্থিত। হোটেলটির মালিক উত্তরাঞ্চলেরই একজন। পৌছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে নীল সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বুঝলাম অনেক বড় ভুল করেছি। এখানকার ধারালো কোরালগুলোর কথা মাথায় ছিল না। সেখান থেকে উঠে চলে গেলাম মূল বিচটিতে। মূল বিচে পানির তুলনামূলক স্বচ্ছ এবং কোরালের সংখ্যাও কম। এই বিচটির অবস্থান হুমায়ুন আহমেদ এর সমুদ্র বিলাস বাড়িটির পাশে। আমি জানি সেন্টমার্টিনে গেরে কাটা হাতপা ছাড়া ফিরে আশা মুস্তকিল। আমারও হাতপা কেটে ফিরলাম হোটেলে। এরপর কয়েকজন মিলে সাইকেল নিয়ে বের হলাম দ্বীপটি দেখতে। সময় কম ও অন্ধকার হয়ে যাওয়ার বেশি না ঘুরে চলে এলাম। বিদ্যুৎ নেই এখানে। বিদ্যুতের তেমন দরকার পরলো না। সমুদ্রের বাতাস চারদিক থেকে চাপ দিচ্ছে। বিকালে যখন ভাটা তখন আমরা ঝিনুক ও কোরাল সংগ্রহ করতে বেড় হলাম। পরদিন ভোরে সূর্যোদয় দেখতে সাইকেল ভাড়া করে চলে গেলাম ছেড়া দ্বীপে তখন ২০১৩ সালের মালঞ্চের ৮ম সংখ্যার একটি ভ্রমণকাহিনির কথা মনে পড়ল। সেন্টমার্টিন সম্পর্কে সেটি সেখানে একটি কথা আমাকে রহস্যময় লেগেছিল। যে ভ্রমণকারীর যেই রাস্তা দিয়ে ছেড়া দ্বীপ গিয়েছিল সেই রাস্তাটি আর নেই। এখানে এসে বুঝলাম ছেড়া দ্বীপে সেন্টমার্টিনেরই অংশ এবং ভাটার সময় সেখানে যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। এবার জোয়াড়ের সময় রাস্তাটি ডুবে যায়। সূর্যোদয় দেখে ফিরে আসে সমুদ্রে নেমে তার সাথে শেষ সাক্ষাত করে নিয়ে বেড়ুলাম ফিরে আসার পথে। মনটা একটু খারাপ লাগলো তখন। আবার বে কুইজ শিপে সেন্টমার্টিন থেকে টেকনাফ থেকে কক্সবাজার থেকে ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁও। প্রায় ৩৩ ঘন্টা ভ্রমণ করে আবার প্রাণের শহরটিতে ফিরে এলাম। আমার জন্মস্থান ঠাকুরগাঁও পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন ঠাকুরগাঁওই আমার জন্য শ্রেষ্ঠ শহর থাকবে।

অলক্ষুণে সেই নদীটি

স্বাগত চৌধুরী মুগ্ধ
৮ম (খ) প্রভাতি, রোল : ২৪

গ্রীষ্মের দিন। সূর্যের প্রখর তাপ। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সামার ভেকেশন শুরু হলো। আমার ডাক নাম মুগ্ধ। মা বললো যা মুগ্ধ দাদুর বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। আমিও ঠিক করলাম দাদুর বাড়ি যাব। অনেক দিন যাওয়া হয় না। আমার দাদু বাড়ি হরিপুর। ব্যাগ-বোচকা বেঁধে রওনা হলাম হরিপুরের উদ্দেশে। সেখানে আমি আমার মামার শ্বশুর বাড়িতে গেলাম। সামার ভেকেশনটা সেখানেই কাটিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। মামার শ্বশুর বাড়ি হরিপুর থেকে বেশি দূর ছিল না। মাত্র ৮ কিলোমিটার উত্তরে। জায়গাটির নাম দেবরাজ। সেখানকার প্রকৃতি ছিল একদম আলাদা। চারপাশে সবুজ। মনোরম পরিবেশে একটি গ্রাম । গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি বিশাল নাম না জানা নদী। সেখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মামার শ্বশুর বাড়িতে মামির এক ছোট ভাই ছিল। তার নাম হৃদয়। সে আর আমি প্রায় সমবয়সী। তার সাথে আমার ভালোই জমেছিল। সে আর আমি সবসময় এক সাথে থাকতাম খেলতাম মাঝে মাঝে ঘুরতেও বের হতাম। এভাবে কয়েক দিন কেটে গেলো। একদিন প্রায় দেড়টা নাগাদ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার পাশে হৃদয় ঘুমাচ্ছে, বাড়ি নিস্তব্ধ, সবাই ঘুমাচ্ছে। আমি বিছানা থেকে উঠে একটু পানি খেলাম। তারপর ভাবলাম একবার ওয়াশরুমে যাব। হৃদয়কে একবার ডাকলাম। কিন্তু সে নির্লিপ্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। তাদের বাড়ির ওয়াশরুমটি ছিল একটু দূরে, নদীর ধারে আমি সাহস করে একাই গেলাম। সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত। চার দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি হাতে একটা টর্চ লাইট নিয়ে বেরিয়ে যাই। এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলো। নিজেকে বড় একলা লাগছিল। আমি ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে দেখি এক অদ্ভুত ঘটনা। একটা মহিলা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে। সেই অন্ধকার রাতে আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পারছি। কেন না সে আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে। তার গা দিয়ে সাদা আভা বের হচ্ছে। তার পরনে সাদা শাড়ী এবং আচলটি মাটির সাথে লেগেছিল। সে আমার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল। তারপর হঠাৎ করেই উধাও! আমি ভাবলাম এ বুঝি আমার চোখের ভুল। সেসব কথা না ভেবে আমি ঘরে এসে শুয়ে পড়ি। তার পরের দিন সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু একটা খবর পাওয়া গেল। নদীতে এক মহিলার লাশ ভেসে ওঠেছে। আমি ব্যাপারটিকে প্রথমে গুরুত্ব দিইনি। কিছুদিন পর আমি আর হৃদয় গ্রামের এক মেলায় যাই। মেলাটি হৃদয়দের বাসা থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে। মেলা থেকে ফিরতে প্রায় ৯টা নাগাদ বেজে গেল। আমি হাত মুখ ধুতে আবার সেই অলক্ষুণে নদীর দিকে যাই। হাত মুখ ধুয়ে ফেরার পথে আবার সেই মহিলার দেখা। সে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। তার চোখ দুটো ভয়ঙ্কর। সে কারো উপর প্রচণ্ড রেগে আছে। এমন সময় ওয়াশরুমের বাইরের লাইটটি পটাস শব্দে ভেঙ্গে যায়। আমি চমকে ওঠি। এদিকে সেই মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মনে হয় সে আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিল। আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তার পর কি হয়েছিল আমি জানি না। চোখ খুলতেই সকাল। চোখ খুলে দেখি আমি বিছানায় শুয়ে। তাদের বাড়ির সবাই আমাকে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। আমি তাদের সব ঘটনা খুলে বলি। হৃদয়ের কাকার আশংকা ঐ সেদিনকার পানিতে ডুবে মারা যাওয়া মহিলাটি সে। সে মহিলাটির বাড়ি পাশের গ্রামে। তার আত্মহত্যার রহস্য এখনও অজানা। সে দিনই আমি বাড়ি ফিরে আসি। এখনও আমি জানিনা সেই প্রেতাত্মা আমাকে কী বলতে চেয়েছিল।

আদর্শ মা

মোঃ আল ফাহিম
অষ্টম (খ) প্রভাতি, রোল : ৩২

অনেক দিন আগে মিশিগানের একটা ছোট্ট শহরে থাকত টমাস আলভা এডিসন ও তার মা ন্যান্সি এডিসন। সেখানকার একটা স্কুলে পড়ত টমাস আলভা এডিসন। একদিন স্কুলের শিক্ষক টমাস আলভা এডিসনকে একটা চিঠি দিল এবং বলল, চিঠিটা তোমার মায়ের জন্য। চিঠিটা তুমি তোমার মাকে দিবে। সাদাসিধে এডিসন তার মাকে পড়তে দিল। এডিসনের মা চিঠিটা অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়ল এবং পড়া শেষে তার মা কাঁদতে শুরু করল। টমাস আলভা এডিসন তার মাকে জিজ্ঞেস করল, শিক্ষক চিঠিতে কি লিখেছেন ? টমাস আলভা এডিসনের মা বললেন, তোমার স্যার লিখেছেন-এডিসন অনেক প্রতিভাবান একজন বালক। তার জানার আগ্রহ অনেক বেশি এবং আমাদের স্কুলে তার মতো মেধাবীদের পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। তাই আপনি তাকে একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করান যা এডিসনের জন্য অনেক ভালো হবে। তারপর এডিসন তার মাকে জিজ্ঞেস করল, তাহলে তুমি কাঁদছ কেন মা? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি খুশিতে কাঁদছেন। তারপর অনেকদিন পর এডিসনের বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি একজন জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী। হঠাৎ একদিন স্টোর রুমের জিনিসপত্র ঘাটতে গিয়ে এডিসনের চোখে পড়ল একটা পুরাতন বাক্স। বাক্স খুলতেই এডিসন সেই চিঠিটা পেল এবং সেটি পড়ল। চিঠিটা পড়তে গিয়ে তখন এডিসনের চোখ ভিজে গেল। চিঠিটা ছিল শিক্ষকের পাঠানো সেই চিঠি এবং সত্যিকার অর্থে যা লিখা ছিল তা হলো: এডিসন একজন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু এবং তার দ্বারা স্কুলে পড়াশোনা করা প্রায় অসম্ভব। সেদিন এডিসন তার ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখল এডিসন একজন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু ছিল। কিন্তু একজন সৎ ও আদর্শ মায়ের কারণে সে আজ শতাব্দীর সেরা একজন বিজ্ঞানী।

(সংগৃহীত)

মানবদেহে অপার বিস্ময়ের হাতছানি

মোঃ রায়হান জামিল
নবম (খ) প্রভাতি, রোলঃ ৭৮

প্রথমে একটি গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। এক ছিল রাজা। তার রাজ্যে ছিল সুখ আর শান্তির সমাহার। কিন্তু তার এ সুখ শান্তি পছন্দ হয়নি শত্রুবাহিনীর। তাই তারা প্রতিনিয়ত আক্রমণ করার চেষ্টা করতো রাজ্যের অভ্যন্তরে। অবশেষে রাজ্যের রক্ষা পরিকল্পনায় পুরো রাজ্যের চারপাশে তৈরি করা হলো এক বিশাল দুর্গ। শুধু তাই নয়, দুর্গের প্রধান ফটক থেকে শুরু করে রাজার অন্দর মহল পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে রাখা হলো প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী, যারা প্রত্যেকেই ছিল শক্তিশালী, সু-সজ্জিত এবং সুশৃঙ্খল। এবার আর পেরে উঠল না শত্রুবাহিনী কারণ দুর্গের পাশে ভিড়লেই তাদের ওপর নিক্ষেপ করা হলো বিষাক্ত তরল যা তাদের মুহূর্তেই কাবু করে ফেলত। এর পরে যদি কেউ ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করত, তাদের ভাগ্যে জুটতো বর্শা আর তলোয়ারের আঘাত। আর এদিকে রাজা নির্বিঘ্নে দিন কাটায় অন্দরমহলে।

এই গল্প সমাপ্তি এখানেই নয় কিন্তু এখন যদি বলা হয় যে, এমন একটি রাজ্য আমরা প্রতিনিয়ত সাথে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি তবে কেউ অবাক হতেই পারে। হ্যাঁ, সত্যিই আমাদের প্রত্যেকের সাথে এমন একদল সেনাবাহিনী রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত আমাদের রক্ষা করেই চলছে। কতই না বড় যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে আমাদের শরীরে অথচ আমরা টেরও পাচ্ছি না। একটি উদাহরণ দিলে সবকিছু ভালোভাবে বোঝা যাবে।

যেমন আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে প্রতি মুহূর্তেই হাজার হাজার শত্রুসেনা আমাদের আক্রমণ করছে। এই শত্রুসেনাদের বহরে রয়েছে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু এদের মধ্যে যারা নাক দিয়ে আমাদের অন্দরমহলে প্রবেশের চেষ্টা করে তারা শুরুতেই এক বিশাল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। নাসা থেকে মিউকাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত রসের আক্রমণে শত্রুসেনা ৮০-৯০ ভাগই নিশ্চিত হয়তো বেঁচে যায়। কিন্তু শ্বাসনালী জুড়ে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চুলের ব্যয় সিলিয়া থাকে, তাদের অনুসরণে এক বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ তৈরি হয়। আর এর প্রভাবে হাঁচি ও কাশির উদ্রেক হয় এবং হাঁচির সাথে আক্রমণকারী মাইক্রোগুলো বের হয়ে আসে যারা এত কিছু অতিক্রম করে আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে তাদের জন্য রয়েছে তিন স্তরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ফুসফুসের অভ্যন্তরে ফ্যাগোসটিগোলো এই সেনাদের গিলে ফেলে এবং নিজেই এদেরকে নিয়ে শরীরের বাইরে চলে আসে। সত্যি অবিশ্বাস্য! প্রতিটি নিঃশ্বাসের আঘাতে কত বড় যুদ্ধ সংগঠিত হচ্ছে আমাদের শরীরে কিন্তু আমরা ক্ষণিকের জন্যও টের পাচ্ছি না। এমন হাজোরো বিস্ময়ভরা আমাদের মানবদেহ।

শ্বাসতন্ত্রঃ একটি বিস্ময়কর রক্ষাকবচ। যদি প্রশ্ন করা হয় স্পিট স্টার শোহেব আকতার বা ব্রেটলি কতবেগে বল করে? তাহলে হয়তো উত্তর পাওয়া যাবে ঘন্টায় ১৪০ বা ১৫০ কি.মি বা তার চাইতে একটু বেশি। কিন্তু শুনলে অবাক হতে হয় যে, মানুষের হাঁচির ফলে সৃষ্টি বাতাসের বেগ ঘন্টায় ১৬০ কি.মি। আর এই বেগের ফলেই শ্বাসনালীর বস্তু, বর্জ্য ও অনুজীবগুলো বের হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে ফুসফুস এত শক্তি কোথায় পেল? মানুষের ফুসফুসের মূল একক হলো অ্যালিভিওলাই তথা বায়ুথলি। তথ্যানুসারে একজন মানুষের ফসফুসে মোট ৭০০ মিলিয়ন বা ৭০ কোটিরও বেশি বায়ুথলি আছে। ফুসফুসের সবগুলো বায়ুথলির ক্ষেত্রফল একটি টেনিস কোর্টের সমান। এই বায়ুথলিগুলো প্রতি

নিঃশ্বাসের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে অক্সিজেন দিয়ে, আর প্রতি নিঃশ্বাসের আবর্তেই প্রতিরোধ করছে ভয়ঙ্কর আর বিষাক্ত সব অনুজীবদের। একজন গড় আয়ুষ্কালপ্রাপ্ত সুস্থ মানুষ তার জীবদ্দশায় সর্বমোট প্রায় ৫০ কোটি বার শ্বাস প্রশ্বাস চালায় এবং ততসংখ্যক বারই আতঙ্কিত করে তোলে অনুজীবদের । এভাবেই শ্বসনতন্ত্র ক্ষতিকর সব অনুজীবদের থেকে আমাদের রক্ষা করছে।

*ইন্টারনেটের তথ্য অনুসারে।

এই স্কুল

মাহাদী জুবায়ের
অষ্টম (খ) প্রভাতি, রোল : ৩৮

দীর্ঘ এক বছর কঠোর পরিশ্রম করে ভর্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে শত মানুষের ভিড়ে দেখতে পেলাম আমার বাবাকে। চোখে তখন আমার অফুরন্ত স্বপ্ন। আমার আজও মনে পড়ে। গভীর রাতে বাবা ফল নিতে স্কুলের দিকে রওনা হলেন। উত্তেজনায় আমি ঘুমাতে পারিনি। তারপর বাবা যখন বাড়িতে ফিরলেন এবং আমাকে বললেন যে আমি আমার চিরদিনের স্বপ্ন- ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি। আমি খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম। পরদিন বাবার সাথে মার্কেট গিয়ে স্কুলড্রেস, ব্যাগ, জুতা কিনলাম মহা আনন্দে। এর পর বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পালা। বাবার সাথে গেলাম ভর্তি হতে। বিদ্যালয়ে প্রথম পা ফেলতেই কেন জানি আমার বুক কেঁপে উঠল। তারপর এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। আজ সেদিন থেকে প্রায় কেটে গেছে পাঁচটি বছর। এই পাঁচটি বছরে আমার জীবনে চলে এসেছে অনেক পরিবর্তন। এই পাঁচটি বছর আমি পেয়েছি অনেক অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা হলো যখন আমাদের বিদ্যালয় ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এতে আমার মন গর্বে ও আনন্দে ভরে ওঠে। এই বিদ্যালয়ে পাঁচটি বছর অধ্যয়নে আরও অনেক অভিজ্ঞতা-বন্ধুদের সাথে দুষ্টুমি, স্যারদের স্নেহ-আদর, আরও আছে কত অভিমান-এই অভিজ্ঞতাগুলোর বেশির ভাগ এসেছে বন্ধুদের কাছ থেকে। আল ফাহিমের সাথে টানা তিন বছর পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম একই বেঞ্চে একই সাথে বসে রেকর্ড তৈরি করা। লরেল, রোদসীকে ক্ষেপানো, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, আরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে যা বলে শেষ করা যাবে না। এই পাঁচটি বছর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে সকল শিক্ষকের সাথে। কিন্তু অনেক শিক্ষক এর মধ্যে বদলী হয়েছেন এবং নতুন অনেক শিক্ষক এসেছেন। কিন্তু আমি কখনও ভুলতে পারব না তাফিম স্যার, রাজা স্যারকে। রাজা স্যার নিজের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে অনেক নীতিমূলক গল্প শোনান যা আমাদের কিশোর মনকে অনেক প্রভাবিত করে। বড় ভাইয়াদের কাছ থেকে শুনেছিলাম তাফিম স্যারের শাস্তি সম্পর্কে অনেক গল্প। আসলে তা সত্য নয়। তিনি আমাদের খুবই ভালোবাসেন এবং আমরা তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। ২০১২ সালে পরীক্ষা হলে খলিল স্যার আমার সারাদেহ তল্লাশি চালান যার জন্য পরীক্ষার সময় আমি দু'আ করি খলিল স্যার যেন আমাদের কক্ষে গার্ড না পড়েন। এরকম আরো অনেক গল্প আছে। যেহেতু এই দেশে আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে এই শ্রেষ্ঠত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করব। যেহেতু আমাদের কাছে আছে আর মাত্র দুটি বছরের চেয়ে একটু বেশি সময়, যা দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। তাই এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার দায়িত্ব নবীনদের ওপরেই বেশি। তাই তোমাদের জন্য রইল শুভ কামনা।

স্মৃতির পাতায়

মোঃ আবু সাঈদ স্বাধীন
নবম (খ) প্রভাতি, রোল : ৩২

জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সোনালি দিনগুলো প্রায় পেরিয়ে এলো । জীবনের মধ্যে বিভিন্ন রংয়ের সমাহার ফুটে উঠে স্কুল জীবনে। প্রায় দুটি বছর পেরিয়ে এসেছি আমি এই বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়, বন্ধুত্ব, বই পড়া, বদমায়েশি, বেয়াদবি সব শব্দকে যেন একই সুঁতোয় গেঁথে ফেলেছি। বিদ্যালয়ের প্রথম দিন হতে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তেই জড়িয়ে আছে কোন না কোন স্মৃতির সাথে তাফিম স্যারের মার, হেড স্যারের মন জুড়িয়ে দেওয়া বাণী, সেলিম স্যারের দীর্ঘ লেকচার, মনির স্যারের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, সব মজার গল্প কাহিনি কোনোটাই মুছে যায়নি। স্যারেরা হলেন এমন মানুষ যারা শুধু আমাদের শিক্ষাদানই করেন না একজন শিশুকে নিজের হাতে সঠিক পথে পরিচালনা করে একজন পথ প্রদর্শক হিসাবে তাদের কৃতিত্ব আমাদের জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা মুখে বলা প্রায় অসম্ভব। বিদ্যালয়ে আসব আর কারো সাথে বন্ধুত্ব হবে না। এ কথা তো ভাবা যায় না। এই বন্ধু হলো এমন এক ব্যক্তি যার সাথে আমাদের সবচেয়ে বেশি সময় কাটাতে হয়। আর আমরা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করি। একই সাথে পড়ালেখা একই সাথে খাওয়া দাওয়া আর জমিয়ে আড্ডা হলো বন্ধুদের মধ্যে হঠাৎ করে সাধারণ ঘটনা। খাওয়া দাওয়া বলতে ফুচকার দোকানের ফুচকা খাওয়াকে বুঝাচ্ছি। এই ফুচকা খাওয়ার কথা মনে পড়লেই মান্না দের এক গানের কথা মনে পড়ে।। যদি আমার ভাষায় বলি তবে গানটা হবে এরকম-

"ফুচকার দোকানের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই
আজ আর নেই কোথায় যে হারিয়ে গেল সোনালি সকালগুলো সেই আজ আর নেই।"

বন্ধুত্বের মধ্যে মাঝে মধ্যে লেগে যায় কাঁঠালের আঠা। দু-তিনদিন মারামারির পরে মুখ দেখাদেখি নেই কিন্তু কত দিন আর। দু তিনদিন পর ঠিক একই সঙ্গে বসতে দেখা যায় তাদের। শুধু বলি ঝগড়াঝাটি মারামারি একই নাম বন্ধুত্বের। না, বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় মানে হলো সাহস। নির্জনে নিজেকে একা না ভাবা। আমরা এ ধরনের বন্ধুত্বের মানে তখন পাই যখন আমাদের পিঠ ঠেকে যায় দেয়ালে। সব ধরনের কথা আমরা পরিবারের সাথে শেয়ার করতে পারি না। তবে এ বিষয়টা পূরণ করে আমাদের বন্ধুরা। তারা এগিয়ে আসে সাহায্য করতে। আবার সকল বন্ধু মিলে গড়ে তুলি সমাজসংগঠন, বিভিন্ন রকমের জনকল্যাণমূলক কাজ করি। তবে আমরা বেয়াদবিও কম করি না। বর্ণনা দিতে শুরু করলে হয়তো আরও দুইটি বছর লেগে যাবে। আমরা স্যারদের সাথেও কত বেয়াদবি করি। তারা শাস্তি দেন আবার কিছুদিন পর আপন করে নেন। স্কুল জীবন দুই-এক দিনের ব্যাপার না। সবচেয়ে মজবুত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এই স্কুল জীবনেই। এ জীবনে সুখ আছে, আছে দুঃখ। আমরা এই দুটি বিষয় মনের দুপাশে ও স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছি। যতই আনন্দিত হই, ততই খুশি হই আর যতই অপমানিত হই এই সব স্কুল জীবনের কথা ভুলবার মত নয়। যখন আমরা বড় হবো হয়তো চোখে পানি আসবে, এই কথাগুলো মনে পড়বে; তাই এই সুমধুর স্মৃতিগুলো মুছে দিতে চাই না।

অহংকারের প্রায়শ্চিত্ত

পুলহ রায় ঋগ
নবম (ঘ) দিবা, রোল : ১২

জামাল সাহেব বেসরকারি ব্যাংকের একজন বড় কর্মকর্তা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেতন পান। থাকেন ব্যাংক থেকে পাওয়া এক বিলাসবহুল ফ্লাটে। ব্যাংকারদের সকাল সন্ধ্যার অফিস। তার চাচা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন হাসপাতালে। তাকে একটু দেখতে যাবেন, সেই সময়টুকুও নেই। অবশেষে এক ছুটির দিনে চাচাকে দেখতে গেলেন। তার বাসা থেকে হাসপাতাল খুব দূরে নয়। তাই তিনি রিক্সায় গেলেন। গাড়ি কিনেননি। বন্ধের দিন অফিসের গারী ব্যবহার করা যায় না। ফেরার সময় তিনি মনস্থ করলেন হেঁটে হেঁটে বাসায় ফেরার। রাস্তার দুপাশে প্রশস্ত ফুটপাত। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তার প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়ে গেল। মাথার উপর সূর্যের তেজটাও বেশ বেড়েছে। আশেপাশে কোন পানির দোকান নেই যে পানি কিনে খাবেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন একজন ডাব বিক্রেতা সবুজ ডাব বিক্রি করছেন। তিনি ডাব অর্ডার দিলেন। ডাবের পানি পান করতে না করতে কি যেন পায়ে এসে পড়ল। ত্বরিত হয়ে তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে সাত আট বছরের একটি বালক তার পা জড়িয়ে ধরে কি যেন বলতে চাইছে। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন ছাড়, ছাড়। পানি খেয়ে তিনি ডাবের খোসাটা একটু দূরে ফেললেন। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন যে চোখের পলকে ওটার উপর সাত আটজন ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সেই ছেলেটি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকল তার দিকে। ডাব বিক্রেতার মূল্য পরিশোধ করে সামনের দিকে পা বাড়ানোর আগে ছেলেটির দিকে এক পলক তাকালেন তিনি। তিনি হাঁটা শুরু করলে ছেলেটিও তার সাথে হাঁটা শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের মধ্যে দূরত্ব কমে গেল। ওই মুহূর্তে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে একটা ধমক দিলেন। ছেলেটি থমকে দাঁড়ালো। তার চোখে মুখে বিস্ময় ও ঘৃণার মেশামেশি। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি অস্তির অস্থির বোধ করতে লাগলেন। চোট করে পিছনে তাকিয়ে দেখলেন ছেলিটি নেই। হঠাৎ তার মাথায় কি যেন চিড়চিড় করে উঠল। তিনি মনে মনে ভাবলেন কেন ছেলেটিকে ধমক দিলাম। তার মত শিক্ষিত একটি লোকের পিছনে একটা অসহায় বালক হাঁটছে বলে। তিনি খুব অস্থির বোধ করলেন। তিনিও অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠা আসা একজন ছেলে। তার বর্তমান সাফল্যই কি প্ররোচিত করেছে বালকটিকে ধমক দেওয়ার জন্য।

এক দিনমুজুর ঘরে জন্ম তার। তার বাবা ছিলেন রিক্সাচালক। ছয় সন্তান আর স্ত্রীর ভরণপোষণ নিয়ে তার বাবাকে হিমশিম খেতে হয়। তার বার বছর বয়সে তার বাবা-মা মারা যান এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায়। তার লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এই সময় তার লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে তার চাচা দায়িত্ব নিলেন। চাচার দয়ায় লেখাপড়া শেষ করে চাকরি পেয়ে গেলেন ব্যাংকে। তারপর আর বর্তমান গৌরব প্রতিপত্তি চাচার দয়া না পেলে তিনি সেই ছেলেটির মতো হতে পারতেন।

বর্তমানে তার কাছে অনেক টাকা। তার ছেলেমেয়েদের আর স্ত্রীর কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি যেখানে অযথা অনেক টাকা ব্যয় করেন সেখানে অসহায় ছেলেটির হাতে পাঁচটি টাকা দেওয়াকে অপচয় মনে করলেন। একজন দিনমুজুরের ছেলের মনে অসহায় সেই ছেলেটির প্রতি এত ঘৃণা লুকিয়ে ছিল।

তিনি খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তিনি হঠাৎ মনস্থির করতে লাগলেন যে, তিনি সেই ছেলেটিকে খুঁজবেন। তাই তিনি পিছনে ফিরে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিলেন। ফিরে যেতে যেতে ভাবলেন তিনি ছেলেটিকে লেখাপড়া শেখাবেন। ঘটনাস্থলে পৌছানোর পর তিনি ছেলেটিকে অনেক খুঁজলেন। কিন্তু অনেক খোঁজার পরেও আর পাওয়া গেল না। তখন তিনি সেই ডাব বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সে কিছু বলতে পারলো না। তারপর তিনি আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলের ভ্যানের পাশে। কিন্তু সেই ছেলেটি আর ফিলে এলো না। তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। রাত্রে ঘুমাতে যাবার সময় স্বপ্নে দেখলেন সেই ছেলেটিকে। সে তার দিকে তাকিয়ে আছে চোখে মুখে মিনতি নিয়ে । ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। ছটফট করে রাতে কাঠে।

তিনি যথানিয়মে ব্যাংকে যান। মাঝে মধ্যে সেই ছেলেটিকে খোঁজ করার জন্য সেই জায়গায় গিয়ে খোঁজ করেন। তিনি আর ছেলেটির খোঁজ পাননি। খোঁজ না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে বাসায় ফিরেন। মাঝে মধ্যে রাতে ঘুমানোর সময় স্বপ্ন দেখেন যে, ছেলেটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার কাছে কী যেন চাইছে। ঘুমের ঘরে তার কানে বাজে তার কাছে সেই ধমক ছাড় ছাড়। ভাবেন এই ধমক কার জন্য। তার জন্য! নাকি সেই ছেলেটির জন্য! তার হৃদয়ে ছেলেটির জন্য হাহাকার করে উঠে।

স্ট্যাম্প অফ লিটারেচার

মো. জোবায়ের হোসেন নম্র
নবম (ক) প্রভাতি, রোল নং ঃ ০৩

সাহিত্য আমার ভাষায়, আমার ভাষাকে, আমার ভাষ্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। সেখানে এক আমি'র মাঝে হাজারো আমি'র অভ্যুত্থান ঘটে এক একটি শব্দের শৃঙ্খলে। সাহিত্য মানেই চোখ বুজে নিষ্ক্রিয় মগজে ক্রিয়াশীল এক জগতের কথন যেখানে থিওরি অফ রিলেটিভিটি কিংবা স্ট্রিং তত্ত্বও হার মেনে যায়। সাহিত্যে তীব্র দাবদাহে বয়ে যায় শৈত্যপ্রবাহ। সাহিত্য তাই দেখতে আমার মতো নয়। আমি যা দেখি তা সাহিত্য নয়, যা শুনি কান পেতে তাও সাহিত্য নয়; সাহিত্য তাই যা চোখ বুজলেও দেখা যায়, কান বন্ধ করেও শোনা যায়। সাহিত্য হলো অন্তরাত্মাস্থ দ্বৈরথ। কিন্তু আজ অন্তরাত্মা সাহিত্য বোঝে না। আমাদের রাজ্যে অন্তরাত্মা আজ জড় প্রকৃতির। তাই নিশ্চল কিছু চোখে আজ সাহিত্য মানেই 'আমার বাংলা বই'। বইয়ের পাতার একগাদা শব্দ মুখস্থ করেই হয়ে যাই যেন আমরা একেকটা শরৎচন্দ্র। সাহিত্য দিন রাতের পার্থক্য বোঝে না। তবে আমাদের তা বুঝতে হবে হৃদয় দিয়ে। সাহিত্যের এই অমাবস্যার দিনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে সাহিত্য মানে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, সাহিত্য মানে নয় শুধু শেক্সপিয়ার; এরূপ হাজারো রবীন্দ্র, লক্ষাধিক শেক্সপিয়ারের রাজ্যে বিচরণ করার এই তো সময়। কারণ যার মনের মাঝে নিরুপমা কেঁদে ওঠে, অপু দুর্গা হেঁটে বেড়ায় সে কখনো মাদকাসক্ত হতে পারে না, সে কখনো স্কুল থেকে পালায় না, সে কখনো মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম থেকে ল্যাপটপ চুরি করে না।

সভ্যতার পরিহাস, নাকি মহাকালের বিলাসিতা

এম.জেড. তারেক হাসান মাহিন
নবম (ক) প্রভাতি, রোল নং : ০১

আমাদের প্রত্যেকের শৈশব এক একটা মহাকাব্য। এ মহাকাব্য লিখতে বসলে যতটাই লিখা হোক না কেন, প্রারম্ভে প্রশান্তির আশ্বাস অনুভূত হলেও প্রান্তালের মনকথা ঠিক রবি ঠাকুরের সংজ্ঞায়ন করা ছোট গল্পের অনুরূপ হবে ঠিক যেন, 'শেষে হয়েও হইলো না শেষ'।

শৈশব মানে একগুচ্ছ মহাকালজয়ী উপাখ্যানের সমাহার। যান্ত্রিক যাতাকলে পিষ্ট ব্যস্ত নগরীর সুদূরে অবস্থিত চিরসবুজ গাঁয়ের এক দুরন্ত কিশোরের শৈশব পিকাসো কিংবা ভ্যানগগের চিত্রকর্মের নান্দনিকতাকেও হার মানায়। আহা! সেই দুরন্তপনা কি অনিন্দ্য সুন্দর, ঠিক যেন স্বর্গের সারাংশ। বক্ষদেশের বামপ্রকোষ্ঠ হতে খামখেয়ালিপনার দূর্বা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এ সময়। সেই কচি দূর্বাটা ধীরে ধীরে সুতীব্র হতে থাকে। খামখেয়ালিপনার বসতভিটের এ বসুধাকেও তখন অদেখা স্বর্গের মতো পবিত্র মনে হয়। এভাবে শ্যামল কন্যার আনাচে কানাচে এক একটা কচি হৃদয় সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পূর্ণতা পেতে থাকে। তবে শৈশবের এ অনুভূতিগুলোর বিচরণ একটা সময়ে এসে থমকে দাঁড়ায়; রঙিন সময়গুলো ধূসর হতে শুরু করে। সযত্নে গড়া খামখেয়ালিপনার বসতভিটের এক একটা দেয়ালে ফাটল ধরে, সময়গুলোয় মরচে ধরে যায়। কলিযুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রবণতায় আদি অকৃত্রিম নিলয়গুলো 'অত্যাধুনিক' হওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রকৃতির আপন মনে গড়ে তোলা জগতকে ভেদ করে সভ্য মানুষেরা আরেকটি জগত সৃষ্টি করেছে, 'প্রতিযোগিতার জগত'। এ জগতের চিত্র বড়ই নির্মম। দিগন্তরেখা যখন দেয়ার ঘনঘটার পরক্ষণে বর্ষার বিষণ্ণবদন হতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বৃষ্টি হয়ে ঝড়ে পড়ে, যখন বৃহত্তলি মেতে ওঠে বৃষ্টিস্নানে তখন সেই দুরন্তবালককে দেখা যায় ছাতার নিচে কাঁধে পুস্তকের ঝোলা ঝুলিয়ে গুরুকুল পানে যেতে এর চেয়ে নির্মম আর কি হতে পারে! এভাবে সময়ের স্রোতে মিলিয়ে যায় দুরন্তপনাগুলো, শৈশব একটা সময়ে এসে পর হওয়া শুরু করে। নাগরিক কোলাহল আর যান্ত্রিকতা আমাদের ঘিরে ফেলে। আমরা হয়ে পড়ি তাদের খেলার পুতুল মাত্র; নিতান্তই অসাড়তার সমাহার!

শ্রেষ্ঠত্ব

সৌগত দেবনাথ
দশম (ঘ) দিবা, রোল : ০৬

গত বছরের একটি দিন। তারিখটা মনে না এলেও সেই দিনটি আমার স্কুল জীবনের সেরা দিনের মধ্যে একটি। অবশ্য দিনের সূচনা হয়েছিল খুবই খারাপ ভাবে। সকালে স্কুলে এসেই খলিল স্যারের কাছে বকা খাওয়া। তারপর আবার আমানুল্লাহ স্যার এবং বিশ্বনাথ স্যারের কাছে আরও দুইবার বকা খাওয়ার পরে মনে হয়েছিল যেন সেদিন স্কুলে আসাটাই ভুল হয়েছে। বকা খাওয়ার মূল কারণ অবশ্য মাথায় গজানো বাবরী দোলানো চুলগুলোই ছিল। যা হোক শেষে কোন রকম জল দিয়ে চুলগুলো বসিয়ে দিলাম। আর তখন প্রাত্যহিক সমাবেশের সাইরেন বেজে উঠল। অনেক ভয় মনে নিয়ে মাঠে এলাম। মাঠে আসামাত্রই হঠাৎকরে তলপেটে ভয়ানক ব্যথা শুরু হল। মনে হল যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। তবুও খুব কষ্ট করে সেই পেটব্যথা নিয়েই সমাবেশে এলাম। কিন্তু আমার দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর লাল চোখ দেখে স্যারেরা বুঝেই ফেলেন যে আমার খুব শরীর খারাপ লাগছে। আর সাথে সাথেই কিশোর স্যার, খলিল স্যার, বিশ্বনাথ স্যারেরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটা বেঞ্চে বসালেন। আমি স্যারদেরকে বললাম যে, আমি সমাবেশে থাকতে পারব, কিন্তু স্যারেরাই আমাকে বসিয়ে রাখলেন। তারপর প্রথমে কিশোর স্যার তার পর খলিল স্যার, জুয়েল স্যার এবং হোসাইন স্যার অনবরত কয়েকবার বাবাকে কল করলেন। বাকি স্যারেরা ছুটির ব্যবস্থা করলেন। শেষে বাবা এসে আমাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। স্যারদের এত ভালোবাসা দেখে সত্যিই আমার চোখে জল চলে এসেছিল। যে স্যারের কাছে সকালে বকা খেলাম তাদেরই এত মায়া মমতা দেখে সত্যিই অনেক ভালো লেগেছিল। আর ঠিক একারণেই তারা শ্রেষ্ঠ স্কুলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই মাঝে মাঝে কিছু সাধারণ মুহূর্ত অসাধারণ হয়ে ওঠে। আর আমরা স্কুলে যতই দুষ্টুমি করি না কেন! এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। শ্রেষ্ঠত্বের জয় হোক।

স্বপ্ন ভঙ্গ

সাইদি শাহাদাৎ হোসেন কৌশিক
দশম (গ) দিবা, রোল : ০১

সমৃদ্ধ। নামটা খুবই আধুনিক। আসলে সেই নামটি সেই ছেলেটির যেই ছেলেটির মা বাবা হলো অত্যন্ত গরিব। মা কাজের বুয়া আর বাবা ইট ভাটায় কাজ করেন। অত্যন্ত আদর ও আশা নিয়ে সমৃদ্ধর বাবা-মা সমৃদ্ধর নামটি রেখেছিল। তারা আশা করেছিলেন সমৃদ্ধ তাদের এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেবেন এবং সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবেন। তারা সমৃদ্ধকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য সবচেয়ে বড় বিদ্যালয়ে ভর্তি করাবেন। এই ভর্তি নিয়ে অনেক কাহিনি। ছেলেটির মেধা অনেক ভালো। তবে ছেলেটির মা-বাবার পদমর্যাদা দেখে স্কুলে ভর্তি করাতে চায় না। অবশেষে সমৃদ্ধদের এলাকাবাসীর আর মেয়রের সুপারিশে ভর্তি করেন। সমৃদ্ধও সেই বিদ্যালয়ে জেঁকে বসে। প্রত্যেক পরীক্ষায় অভূতপূর্ব ফলাফল এবং প্রথম। ধীরে ধীরে সব শিক্ষকের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে সে। বাবা-মার অবস্থা দেখে শিক্ষকেরাও সমৃদ্ধকেও নানা ভাবে সাহায্য করতেন। সব শিক্ষকেরাও তার উপর খুব আশা করতেন। অতপর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল সমৃদ্ধ। এলাকাবাসীসহ সবাই জানত যে সমৃদ্ধ ভালো করবে। তাই করল সে । বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম হলো। এলাকাবাসীর কী আনন্দ! সমৃদ্ধের বাবা, মা, শিক্ষক, সহপাঠীসহ মেয়রও খুব খুশি। সিদ্ধান্ত হলো সমৃদ্ধকে ঢাকার বড় কলেজে ভর্তি করানোর জন্য। কিন্তু বাবা-মার এমন অবস্থায় কীভাবে তা সম্ভব। এলাকাবাসীরা সবাই মিলে সাহায্য সহযোগিতা করে। সমৃদ্ধকে ঢাকা যাওয়ার ও ভর্তি করার বন্দোবস্ত নিল এবং যেখানে থাকার জায়গার ব্যবস্থা হল সমৃদ্ধের মা যে বাড়িতে কাজ করে তার মালিক। কারণ মালিকের ছেলে ছিল সমৃদ্ধের সহপাঠী। সে যদি সমৃদ্ধের সাথে থাকে তাহলে তার লেখাপড়াও ভালো হবে। এই ভেবে ছেলেটির বাবা সমৃদ্ধের থাকার দায়িত্ব নেয়। ছেলেটির নাম হলো মুগ্ধ। মুগ্ধ ছিল একটি নেশাকর ছেলে। যদিও পরীক্ষার ফলাফল ভালো ছিল কিন্তু নেশা করত। এরপর মুগ্ধ আর সমৃদ্ধ একসাথে ঢাকায় যায়। একসাথে কলেজে যায় এবং এক সাথে থাকে। কলেজের প্রথম পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করল এবং সব স্যারের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল। তবে মুগ্ধ খারাপ করল। কারণ ঢাকায় এসে তার নেশার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। সে সমৃদ্ধকে জোরকরে নেশা করার জন্য চেষ্টা চালাল। কিন্তু সমৃদ্ধ ছিল সচেতন। কিন্তু একদিন মুগ্ধর বন্ধুরা মিলে সমৃদ্ধকে জোর করে নেশা করায়। এর পর থেকেই সমৃদ্ধ নেশা করে। নেশার টাকা জোগান দেয় মুগ্ধ। এর মধ্যে কলেজ ছুটি হলে দুজনেই বাড়ি গেল। সমৃদ্ধের এলাকাবাসী তাকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু এই ভদ্র ছেলেটির ব্যবহারে তারা কিছুটা অবাক হলো। এ দিকে মুগ্ধর নেশা করার বিষয় জানতে পারায় কলেজ থেকে আবশ্যিক ছুটি নেওয়া হয়। ছুটি শেষে সমৃদ্ধ ঢাকা যায়। তখনও তার খরচ মুগ্ধর বাবাই চালাচ্ছিল। এদিকে সমৃদ্ধও তীব্র নেশাখোর হয়ে যায়। যে মুগ্ধর সাথে বেরিয়ে (আগের সময়ে) কোথা থেকে নেশার দ্রব্য তথা মাদকদ্রব্যগুলো আসে তা জানতে পারে এবং নিজের থাকার জায়গাকে সে একটি মাদকখানা বানিয়ে দেয়। আর পরীক্ষাগুলো কোন রকমে পাশ করে। একবার সমৃদ্ধর বাবা মা মুগ্ধর বাবাকে বলে ঢাকায় যায় সমৃদ্ধকে দেখতে। ঢাকায় যাওয়ার সময় এলাকাবাসী সমৃদ্ধের জন্য অনেক জিনিষ দেয়। যখন সমৃদ্ধের বাবা-মা তার থাকার জায়গায় পৌছে তখন সমৃদ্ধ নেশাগ্রস্থ ছিল। আর তার আশেপাশের লোকেরা ওর বাবা মাকে ভয় পায় এবং তাদের বন্দী করে।

এর পরে সমৃদ্ধের হাতেই তাদের খুন করায় লাশ দুটি পড়ে থাকে অন্য ঘরে। এদিকে মুগ্ধ ভালো হয়। মুগ্ধকে ঢাকায় পৌঁছে দিতে, সমৃদ্ধ ও তার মা-বাবা খবর নিতে মুগ্ধের বাবা মা ঢাকা যায়। সেখানে যাওয়ার পর যখন মুগ্ধর থাকার জায়গায় যায় তখন দেখে যে সমৃদ্ধ নেশাগ্রস্ত, কয়েকটি অচেনা লোক আশে পাশে পড়ে আছে, ঘর অগোছানো, অনেকগুলো বোতল, সিরিজ, ইনজেকশন। এবং কেমন একটা বিদঘুটে গন্ধ। অন্য ঘরে গিয়ে দেখে সমৃদ্ধের বাবা মার লাশ। মুগ্ধর বাবা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে সমৃদ্ধসহ সবাইকে ধরে নিয়ে যায় এবং লাশ দুটি পোস্টমর্টামের জন্য পাঠিয়ে দেয়। প্রমাণিত হয় সমৃদ্ধ দোষী। কিন্তু সমৃদ্ধর কোনো কিছুতে হদিস নেই। কয়েক দিন পর যখন সে তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরে আসল তখন বুঝতে পারল সে কী করেছে। আর এখন সে জেলে প্রতি রাতেই কাঁদে আর কাঁদে।

বিশ্বাস

শামীম ফেরদৌস
দশম (ঘ) দিবা, রোল : ২৬

ছেলেটির জন্ম হয়েছিল ১৯৫৫ সালের ২৮ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরের সিয়াটলে। তার বাবার নাম ছিল উইলিয়াম হেনরি সিনিয়র যিনি ছিলেন সে সময়ের প্রখ্যাত একজন উকিল এবং মাতার নাম ছিল মেরী ম্যাক্সওয়েল যিনি একজন চাকুরীজীবী ছিলেন। তার নানা ছিলেন তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট।

ছোট থেকেই সে ছিল উচ্চাভিলাসী, প্রতিযোগী মনোভাবসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান। সে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী ছিল। ছোট থেকেই তার মনে এই বিশ্বাসটি গড়ে উঠেছিল যে, আপনি যদি বুদ্ধিমান হন। এবং জানেন যে, কী করে পরিশ্রমের মাধ্যমে এই বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হয়, তবে অবশ্যই আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেন। তার বাবা মা তাদের ছেলের মাঝে এই চিন্তা-চেতনা এবং মনোভাবগুলো দেখে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাদের সন্তানের সামনে রয়েছে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তারা চেয়েছিল তারা বড় হয়ে তার বাবার মতো বড় একজন উকিল হবে। তাই তাকে ১৩ বছর বয়সে ভর্তি করেন বাড়ির পাশে লেকসাইড নামক স্কুলে। কিন্তু এই স্কুলে ছেলেটির পরিচয় হয় একটি অদ্ভুত যন্ত্রের সাথে। যার নাম কম্পিউটার। এই যন্ত্রটি যেন ছিল ছেলেটির দক্ষতা প্রকাশের একটি অভিনব মাধ্যম। সে বিদ্যালয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকে। এই যন্ত্রটির প্রতি তার অন্য রকম একটি টান ছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে কম্পিউটার আর সাধারণ বিষয়গুলো খুঁটিনাটিসহ আয়ত্তে এনে ফেলে এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ মনোনিবেশ করে। এ বিদ্যালয়ে তার মতো আরো দু এক জন ছিল। যাদের মধ্যে পল নামক একজনের সাথে ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা বিদ্যালয়ে প্রোগ্রামার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে। দিনে দিনে ছেলেটির কম্পিউটার দক্ষতা আরো বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে এসে ছেলেটির এমন একটি আবিষ্কার করে বসে যেটি ছিল Computer Centre Corporation (CCC) এর নীতিবিরোধী। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে এবং তার বন্ধু পল সহ পুরো গ্রুপটিকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু ছেলেটি দমে যায়নি। দিনে দিনে সে কম্পিউটারের প্রতি আরো অনুরাগী হয়ে পড়ে এবং আবিষ্কার করে ফেলে সে তারা যেই Demo operating System টি বানিয়েছিল এটি একটি ট্রোজান হর্স জাতীয় ভাইরাস থেকে কম্পিউটারকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম। সে তাদের এই গবেষণার ফলাফল বিদ্যালয়ে পাঠায়। পরবর্তীতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ফলাফল CCC এর কাছে পাঠান এবং CCC সন্তুষ্ট হওয়াতে তাদের উপর থেকে বহিষ্কার এর আদেশ তুলে নেয়া হয়। এর পর থেকে সে স্কুলে যাবার পাশাপাশি CCC এর অফিসেও কাজ করতে যেত সেখানে সে আরো উন্নতমানের কম্পিউটার নাড়াচাড়া করে এবং তার দক্ষতাকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে সে তার বন্ধু পলকে সাথে নিয়ে তাদের নিজেদের একটি কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করে বসেন, যার নাম ছিল Trad-o-Data. তারা ইন্টেল এর Intel 8008 প্রসেসরের প্রোটোটাইপ ব্যবহার করে একটি কম্পিউটার তৈরি করেন যেটি ট্রাফিক

প্রবাহ পরিমাপ তা। এই কোম্পানি থেকে সে এবং পল মোট ২০ হাজার ডলার আয় করেছিল। ১৯৭৩ সালে ওই বিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে হার্ভটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য সে প্রথমে আইন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করে। কিন্তু সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কী করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু সে দিকহারা হয়ে পড়ে। কি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে, কী করে সামনে এগিয়ে যাবে এই নিয়ে তার কোন ধারণাই ছিল না। তার ধ্যান ধারণা তখনো সব কম্পিউটারকে ঘিরেই ছিল। এমন অবস্থায় সে তার বন্ধু পল এর সাথে একটি সফটওয়্যার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। তাদের লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর প্রতিটি ডেস্ক এ একটি করে কম্পিউটার থাকবে এবং প্রতিটি কম্পিউটারে তাদের তৈরি সফটওয়্যার থাকবে। তাঁর অদম্য মেধা, পরিশ্রম এবং অনুরাগ ধীরে ধীরে তাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যায়। আর সেই ছেলেটি হয়ে যায় পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। হ্যাঁ! সে আর কেউ নয় বিল গেটস। আর তার প্রতিষ্ঠান হলো- মাইক্রোসফট! যা বদলে দিয়েছে কম্পিউটার নামক যন্ত্রটিকে। সাথে বদলে দিয়েছে এই রূপটিকে। পুরো পৃথিবীতে আজ 1.25 billion উইন্ডোজ ব্যবহারকারী রয়েছে। আজ ঘরে বাইরে, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব জায়গায় ব্যবহৃত হয় উইন্ডোজ একটি অপারেটিং সিস্টেম, যেটি জড়িয়ে পড়েছে তাদের নিত্যদিনের সাথে । এসবের শুরু হয়েছিল ছিল সেই একটি জিনিস থেকে সেটি হল বিশ্বাস। পরিশ্রমের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটি আজ আমাদের এই পৃথিবীটাকে বদলে দিয়েছে। সাথে সেই ছেলেটিকে বানিয়েছে 76.4 billion ডলার এর মালিক। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। একজন কিংবদন্তী।

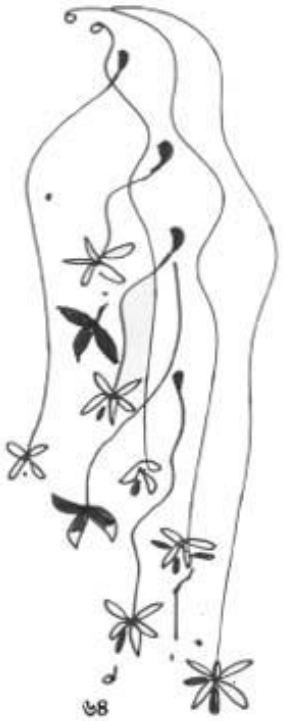

কৌতুক

সুলতান আরেফিন আকাশ

তিন বন্ধু মাঠে খেলছিল। এক বুড়ি মাঠে গরু চরাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর বুড়িটা এস বলল 'গরুটাকে বল লেগেছে না ?'
প্রথম বন্ধুঃ বিশ্বাস করেন গরুকে বল লাগেনি।
বুড়িঃ তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। গরুকে বল লেগেছে।
তৃতীয় বন্ধুঃ বিশ্বাস না হলে গরুকে জিজ্ঞাসা করেন।

প্রিয় ইচ্ছাঃ চুরি করে খাওয়া।
অপ্রিয় ইচ্ছাঃ ধরা পরা
প্রিয় দেশঃ বাংলাদেশ[কারণ এদেশের মানুষ অতিথিপরায়ণ
শেষ ইচ্ছাঃ জন্মভূমির মাটিতে মৃত্যুবরণ করা।

মো. আবু মন্তাছির নাঈম শোভন

পঞ্চম (গ) দিবা, রোল : ৫৩

১ম বন্ধুঃ কি করছিস?
২য় বন্ধুঃ এই তিন মাসের বাচ্চার কথা রেকর্ড করছি।
১ম বন্ধুঃ কেন
২য় বন্ধুঃ বাচ্চাটি বড় হলে তাকে জিজ্ঞাসা করব, ও আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিল?

সঞ্জয় কুমার সেন

অষ্টম (ক) প্রভাতি, রোল :১৭

মা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথন:

ছেলে: আম্মু, আমাদের টয়লেটটা অনেক ভালো। দরজা খুললে লাইট জ্বলে, দরজা বন্ধ করলে লাইট বন্ধ হয়।

মা: ওরে দুষ্টু! তুই আজও ফ্রিজে প্রস্রাব করেছিস?

বল্টু নিজের জীবন বাজি রেখে পুড়তে থাকা এক বাড়ি হতে ৬ জনকে উদ্ধার করল। তবুও তার জেল হল। কারণ, ৬ জনই ফায়ার ব্রিগেডের লোক ছিল।

মো. মোস্তাকিম ইবনে আলম

অষ্টম (খ) প্রভাতি, রোল : ০৮

শিক্ষক: বলতো বল্টু, পৃথিবীতে মোট কতটা দেশ?
বল্টু: স্যার,১টা!!!
শিক্ষক: কীভাবে?
বল্টু: কারণ বাকীগুলো তো সব বিদেশ!!!

দুই পাগলের কথোপকথন:

প্রথম পাগল: বলতো, কম্পিউটার চালু করে ক্যামনে!!!
২য় পাগল: তুই জানিস না !!!
১ম পাগল: না।
২য় পাগল: এই জন্যই তো মানুষ তোরে পাগল বলে!!! দে রিমোট টা দে, কম্পিউটার চালু করি।

মো. সাদ-আফ হোসেন সিফাত

পঞ্চম (খ) প্রভাতি, রোল : ০৮

শিক্ষক: পুষ্প বলতো পুষ্প মানে কী?
পুষ্প: স্যার, পুষ্প মানে ফুল।
শিক্ষক: ৫টি ফুলের নাম বল?
পুষ্প: বিউটিফুল, গ্রেটফুল, হাউসফুল, পিসফুল ও ওয়ান্ডারফুল।

সাবাব

ষষ্ঠ (ক) প্রভাতি, রোল : ০৩

একদিন স্কুলে এক ছাত্র শিক্ষককে জিজ্ঞেস করল, স্যার স্যার মোবাইল করার সময় একটি মেয়ে আমাকে ডিসটার্ব করে। তখন স্যার আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল, কীভাবে ডিসটার্ব করে? ছাত্রটি বলল, মোবাইল করার সময় এই মুহূর্ত সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তীতে যোগাযোগ করুন।

অর্ঘ্য কান্তি সেন মুগ্ধ

চতুর্থ (ক) প্রভাতি, রোল : ২৭

১১

ছোট আঙ্গুলঃ তোমরা দেখ সংখ্যা গণনা আমাকে দিয়েই শুরু। কাজেই আমি তোমাদের চেয়ে সবচেয়ে বড়।

আংটি আঙ্গুলঃ বিয়েতে আর শখ করে আমাকেই আংটি পরানো হয়। এমন মূল্যবান জিনিসটা আমারই ভাগ্যে। কাজেই আমি সবার চেয়ে বড়।

মধ্য আঙ্গুলঃ সভা সমাবেশের নেতা ব্যক্তি বসে মাঝে। আমি আছি মাঝখানে। কাজেই আমি সবার চেয়ে বড়।

তর্জনী আঙ্গুলঃ কেউ কোন কিছু নির্দেশ করলে বা কাছে ডাকলে বা রাগ করলে আমাকেই ব্যবহার করে। কাজেই আমি সবার চেয়ে বড়।

বুড়ো আঙ্গুলঃ তোমরা সবাই একদিকে আর আমি একাই একদিকে। তোমাদের চেয়ে আমার শক্তি বেশি। কাজেই আমি সবার চেয়ে বড়।

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন চলছেঃ

১২

১ম বন্ধুঃ বন্ধু, তোর রোল কত?

২য় বন্ধুঃ আটানব্বই। তোর রোল কত?

১ম বন্ধুঃ ময়দানব্বই।

২য় বন্ধুঃ কেন?

১ম বন্ধুঃ তোর রোল যদি আটানব্বই হয়, তবে আমার রোল ময়দানব্বই।

তানভীর আহম্মেদ (সাফী)

নবম (ঘ) দিবা, রোল : ৪২

১৩

এক লোক এক বাসায় গিয়ে পানি চাইল। এক ছোট বাচ্চা বাইরে এসে বলল, পানি নেই, লাচ্ছি চলবে? লোকটি পরপর ৫ গ্লাস লাচ্ছি খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বাসায় কেউ লাচ্ছি খায় না ছেলেটি বলল? খায়, কিন্তু আজ লাচ্ছিতে টিকটিকি পড়েছে তো তাই কেউ লাচ্ছি খায়নি। এ কথা শুনে লোকটির হাত থেকে গ্লাস পড়ে গেল। বাচ্চাটি কাদতে কাদতে বলল। আম্মু ইনি গ্লাস ভেঙ্গে ফেলেছে। এখন কুকুর দুধ খাবে কিসে?

ডাক্তারের কাছে গিয়ে কালু দেখল, চেম্বারের দরজায় বড় করে লিখা আছে প্রথমবার ৫০০/=টাকা দ্বিতীয়বার ৩০০টাকা। কালু ২০০টাকা বাঁচাতে মনে মনে একটি ফন্দি আটল। ডাক্তারের কক্ষে ঢুকেই বলল, ডাক্তার সাহেব, আবার এলাম, আমার অসুখ তো ভালো হলো না' ডাক্তার অবাক চোখে তাকালেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন আগে যে ঔষুধগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো চলবে। আর ঝটপট ৩০০ টাকা বের করেন।

একটি হোটেলে খাওয়া অবস্থায় মদন ও তার ছেলের কথোপকথনঃ
ছেলেঃ বাবা, এই অমলেটটার ডিমের ভিতর বাচ্চা হয়ে গেছে।
মদনঃ চুপচাপ খাইয়া ল, নইলে ডিমসহ মুরগীর বাচ্চারও দাম ধইরা লইবে।

ইংরেজি লেখা

Summer

Md. Shezanur Rahman
Seven (A) Moring, Roll : 19

School closed on
For summer vacation
But read and write.
Only going on
This is summer occasion.
The summer is started
Hall April again
The half of June
It ends with pain
Jackfruit and mango
Grows on every side
For fruits good smell
Bad smell died
The different flowers grow this time
Like Keya and Kodom
The fruits come to market
Like litchi, watermelon
This is a nice season
Special for nature
Also give soundful mind
Everybody likes summer.

Life

Md. Mahabubul Alam Talukder
Nine (A) Morning, Roll : 75

What is Life?
Life is short,
Don't ever waste it
Life is sweet,
Take time to taste it.
Life is a Journey,
Find the right path.
Life is entertaining,
Don't be afraid to laugh.
Life is a chance,
Make sure you take it.
But most importantly,
Life is what you make it.

শিক্ষকগণের লেখা

The Best School

Muhammad Mobaraque Ali
Assistant Teacher (English)

Our school is something
We must embrace.
Knowledge we need
To seek out and chase.

Discipline and teaching styles
Are really excellent and worthy
To make us keen and hearty.

Sports, different club activities
At every single turn
So much to do
Study and learn.

To get most from our school
We should consistently attend
Around each corner
There's always a friend.

Our head teacher is a man of every potential
And has equal port to all.
His able guidance gives teachers team spirit
That helps them teach us to be really fit.

Our faourite teachers are friendly and kind
Their passion and job are
To expand every mind.

Our school is something
We must embrace
Just remember to learn at our own pace.

Assembly, national anthem and holy books recitation,
Multimedia classroom, science labs and debate completion,
All give us practical education.

Talent Hunt, Science Fair, Math Olympiad, Igen, ICT Quiz
We have participated and brought prizes.

Cubs, Red Crescent, Scouts and BNCC
All have always showed astonishing efficiency.
We have excellent results in all public exams
Like PEC, JSC and SSC.

We love our school
We do not have any frightening rule.
Our teachers here are real guides
The way they show us is right.

Such a lovely atmosphere where can we find?
Infixed into us is not fear,
As they believe to a student
Our school is very dear.
Studying in this school is not just a pleasure.
It is truly a lifetime treasure.

So with all traits and tests
National Education Committee
Has made our school the best.

NB: The poem was recited in the function of celebrating 'The Best School- 2016'.
Recited by
Saydi Shadat Hossain Khousik
Ten (C) Day, Roll : 01
Swyed Noby Hossan
Ten (D) Day, Roll : 02
Md. Abu Sayed
Ten (C) Day, Roll : 17

Independence

Md. Ibrabim Khalil
Asst. Teacher. Thakurgaon Govt. Boys' High Schol

Independence, you are a rose as is compared to the rising sun

Independence, you are flaming fire as is ready to burn

Independence, you are a laugh in the face of a farmer

Independence, you are seen in the grip of a hammer.

Independence, you are seen between two lovers.

Hope, you shall last fore ever.

Infinity

Md. Ibrabim Khalil

You know my identify
So, I want to make infinity
Your lustre allures me deeply
You want to avoid me tactfully
Why can't you tell me laughingly?
You are ready to be close quickly.
Arms are ready to hug your chest.
Your consent must settle the time best.

Accountability in teaching profession

Md. Ibrabim Khalil

In may 16 years teaching profession, what I came to know that relationship between a teacher and a student is a very difficult thing because a student who is good at deception of study always wants to avail undue facilities from a teacher who is also indifferent to render service in respect of making a student skilled in the particular subject. In that case, relationship between a teacher and a student remains very intimate as long as the students end is fulfilled in the dishonest way. On the countrary, a teacher who is devoted to making the students skilled and good mannered and does not want to give undue facilities to the students, though at the first time students do not like him, is able to make a perpetual relationship between them, In this case, a student at the beginning, does not obey the strict rules imposed by the teacher but ultimately he is habituated to adopting himself everything thought by the

teacher. And at one stage, the student gets pleasure in learning the lesson and then lesson is an interesting thing to him. Ultimately, the students are able to overcome the fear about the particular subject and when they are promoted to the higher classes, they find the things easy and understandble to them. In that case, my suggestion to the gurdians not to seek more and more marks and need not to be disappointed if their son/ daughter fails to achieve desirble marks in the particular subject. You have to observe very closely whether your son or daughter can understand the lesson him self/ her self, if he/ she can, you should inspire him/ her more and more. Then it will be the perpetual learning for your son/ daughter. In conclusion, I would frankly like to mention that I am not above the defects but as a teacher we should, as early as possible, give up to play with the lieves of the students in order to gain our own interest. You have to account to Almigthy Allah for your actions because you are seated on the noble profession. Let us come forward to make a better nation in future. One day we must depart from this earth but we can be immortal through our deeds. So no more haggle, time waits for none. Let them be saved from burning.

Written by

Md. Ibrahim Khalil

Asst. Teacher

Thakurgaon Govt. Boys' High School

Thakurgaon

AN EVALUATION

Muhammad Mobaraque Ali

Introduction:

Any work either good or faulty needs to be evaluated for its reward or correction. In the process of learning and teaching an evaluation is a must. It helps to measure the success and progress of any course of study. An evaluation is also termed as an assessment or an examination or a test though they imply different meanings in different contexts.

History of Introducing Test:

Ancient China was the first country in the world to introduce and implement a nationwide uniform test, which was called the 'imperial examination'. The main purpose of this examination was to select competent candidates for specific position in the government offices. This imperial examination system was introduced by the Sui Dynasty in 605 AD. After 1300 years it was abolished by the Qing Dynasty in 1905.

In Europe England had adopted this examination system in 1806 to select specific candidates for positions in the Civil Service, modeled on the Chinese imperial examination. This examination system was later applied to education and it started to influence other parts of the world as it became a prominent standard of delivering uniform tests

From the mid 19th century, universities began to introduce written examinations to assess the aptitude of the learners. And this was incepted first in Cambridge University in 1842.

As professions transitioned to the modern mass-education system, the style of examination became fixed, with the stress on standardized papers to be sat by large numbers of students. Leading the way in this regard was the growing civil service that began to move towards a

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে যে নামটি সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর প্রতিভার স্মারক, সে নাম কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তাঁর কাব্য সাধনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যে নিনাদিত করেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী চির-যৌবনের জয়ধ্বনি, অগ্নিবীণার সুর-ঝঙ্কার। তিনি বাংলা কাব্যে বয়ে এনেছেন কালবৈশাখী ঝড়, প্রমত্ত প্রভঞ্জনের বেসামাল আলোড়ন, এবং পরাধীন জড়তাগ্রস্ত সমাজের বুকে সঞ্চারিত করেছেন তপ্তশোণিত-ধারা। তাঁর কবিতাগুলো পরাধীন ভারতের অবদমিত জনগণের জন্যে সঞ্জীবনীমন্ত্র। তাঁর সংগীতগুলো নিপীড়িত, শোষিত, সর্বহারার বেদনার বাণী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা সাহিত্যকাব্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তিতে ভাস্কর তখন সহসা সে আকাশের এক প্রান্তে ধূমকেতুর মত আর্বিভাব ঘটে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের। তাঁর আগে কোন কবি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে অঙ্গনে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়নি। এ সময় নজরুলই একমাত্র কবি যিনি সম্পূর্ণ রবীন্দ্র প্রভাব-মুক্ত হয়ে স্বকীয় কাব্য-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল থেকে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আর্বিভূত হন।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রি. ২৪ শে মে/১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির জন্মভূমি চুরুলিয়ার কাজী বংশ ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্যে বিখ্যাত ছিল। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন; তাঁদের চারপুত্রের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয় 'দুখুমিয়া'। নজরুল বাল্যকালেই পিতাকে হারান।

পিতাকে হারিয়ে কিশোর নজরুল নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন এবং অভিভাবকহীন অবস্থায় চরম বেসামাল হয়ে পড়েন। এ সময় লেটো গানের দলে গীত রচনা ও সুর সংযোজনা করার প্রয়াসের মধ্যে নজরুল প্রতিভার প্রথম বিকাশ ঘটে। কবি দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তবে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সংসারের চাপে ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা করেন। লেটোর দলে গান বাঁধা, গান গাওয়া আর হৈ হুল্লোর করে বেড়ানোই ছিল তাঁর স্বভাব। তাঁর জ্বালাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর তাকে রানীগঞ্জের কাছে শিয়ারশোল রাজস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। স্কুলের বাঁধাধরা জীবনের প্রতি তার আদৌ আগ্রহ ছিল না। তাই ৭ম শ্রেণিতে ওঠার কিছুদিন পর স্কুল ত্যাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসানসোলে গিয়ে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে রুটির দোকানে কাজ নেন। কাজী রফিকউদ্দীন নামে আসানসোল থানার দারোগা কবিকণ্ঠে গানশুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজ বাড়ি ময়মনসিংহের ত্রিশালে দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।

১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবার পরেই কাউকে না জানিয়ে ময়মনসিংহ ত্যাগ করে রানীগঞ্জে এসে স্বেচ্ছায় শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে পড়াশোনা ছেড়ে কবি ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীতে যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে তিনি হাবিলদার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। অবসরকালে গল্প, কবিতা, গান ও প্রবন্ধ লিখে কলকাতায় বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। যুদ্ধশেষে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে কবি কলকাতায় ৩২নং কলেজস্ট্রীটে-বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় দেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চলছিল। সে অগ্নিঝরা আন্দোলনের পটভূমিকায় কবি পূর্ণোদ্যমে বিদ্রোহের বহ্নিচ্ছটা নিয়ে বাংলা

কবিতার আসরে অবতীর্ণ হন। পুরাণ-কোরআন-গীতা-মহাভারতের গভীর জ্ঞান এবং আরবি-ফারসি-সংস্কৃতি-বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের চাবিকাঠি ছিল তাঁর হাতে। আর ছিল সংগীতপ্রিয়তা ও সংগীত শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি। ফারসি গজল-গানেও ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। সাপ্তাহিক 'বিজলীতে' 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হলে তাঁর কবি খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাহিত্য সেবার পাশাপাশি সাংবাদিকতার কর্মেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' এর যুগ্ম-সম্পাদক হন তিনি। তাঁর সম্পাদনায় অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। এতে দেশের মুক্তির দিশারি হিসেবে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের উৎসাহ প্রদান ও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে বহু অগ্নিঝরা সম্পাদকীয়, কবিতা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। 'ধূমকেতুর' পূজা সংখ্যায় তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় গ্রেফতার হয়ে ১ বছর কারাভোগ করেন। নজরুল দেশকে ভালোবেসেছেন অন্তর দিয়ে। তাই জেলজুলুম অত্যাচার সহ্য করেও জন্মভূমির এতটুকু অসম্মান সহ্য করেননি। স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে রূপমুগ্ধ কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে-

'একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবণী'।

নজরুল ছিলেন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমানকে সমান চোখে দেখতেন এবং এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে অটুট মৈত্রী কামনা করতেন। ১৯২৬ এর ২ এপ্রিল রাজরাজেশ্বরী মিছিলকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধলে এ বর্বরতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি কামনা করে 'লাঙ্গল পত্রিকায়' অগ্নিবর্ষী গান, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ করেন। তাঁর হুশিয়ার, পথের দিশা, হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কবিতা। তাঁর বলিষ্ট লেখনী থেকে বেরিয়ে এল চিরন্তন সত্য-

'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী, বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।'

নজরুলকে বলা হয় সাম্যের কবি, মানবতার কবি। তাঁর চোখে নারী-পুরুষ ছিল সমান। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে-

'সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

তাঁর কাব্যের সর্বত্রই তিনি নিপীড়িত, শোষিত, লাঞ্ছিত জীবনের জয়গান গেয়েছেন। গণ মানুষের কবি নজরুল মানুষের স্থানকে নির্দেশ করেছেন সবার ওপরে। ঘোষণা করেছেন; 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,নহে কিছু মহীয়ান।' তাঁর সর্বহারা কাজের প্রতিটি কবিতায় গণমানুষের দুঃখ দুর্দশার ছবি পরিস্ফুট এবং তাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদবোধের পরিচয় মেলে।

নজরুল যখন সাহিত্য সাধনার শীর্ষে ঠিক তখনই অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রি. তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং তা আর কোনদিন ফিরে পান নি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ খ্রি. ২৪মে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে কলকাতা থেকে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দান করেন। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদান অসাধারণ। তিনি বাংলা কাব্যজগতে বিদ্রোহী কবি নামে খ্যাত। জনপ্রিয়তায় রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। অগ্নিবীণা, বিষেরবাঁশি, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণি-মনসা, জিঞ্জির ও প্রলয়শিখা কাব্যগ্রন্থে কবির বিদ্রোহীরূপ ফুটে উঠেছে। পৌরুষ ও শক্তির চিত্তচাঞ্চল্যে, গণচেতনা ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্যবোধ ও স্বাধীনতা স্পৃহায়, মানবতা ও সাম্যবাদের বাণী বিন্যাসে কবির এ-সব কাব্যের কবিতাবলি সমুজ্জ্বল। রুদ্রবীণার ঝঙ্কারময় কবিতার পাশাপাশি কোমল-মধুর মানবিক প্রেমের কবিতাও তিনি রচনা করেছেন। দোলনচাঁপা, ছায়ানট, পুবের হাওয়া, সিন্ধু-হিন্দোল, ও চক্রবাক কাব্যে নজরুলের প্রেমিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। চিত্তনামা, মরুভাস্কর, তাঁর জীবনীমূলক কাব্য। ছোটদের জন্যেও তিনি অসংখ্য ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। খুকু ও কাঠবিড়ালি, লিচুচোর, সাত ভাই চম্পা, ঝিঙেফুলসহ অসংখ্য ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। আমাদের ছোটবেলায় কবিতায় হাতেখড়ি তাঁর কবিতা দিয়েই-

' ভোর হল, দোর খোল, খুকুমণি ওঠ রে।
ঐ ডাকে জুঁইশাখে ফুলখুকী ছোট রে।'

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটক রচনায় ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা তাঁর উপন্যাস। ব্যথার দান, রিক্তের বেদন ও শিউলিমালা গল্পগ্রন্থ। ঝিলিমিলি, আলেয়া ও মধুমালা তাঁর রচিত নাটক। যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, দুর্দিনের যাত্রী ও রুদ্রমঙ্গল তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক হিসেবে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গানে নজরুল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে দিয়েছেন। বিশ্বের অন্য কোন কবি এককভাবে নজরুলের মত এত গান লিখতে পারেননি। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজারের মত। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর দেশাত্মবোধক গান ছিল মুক্তিকামী জনতার প্রেরণার উৎস। তাঁর 'চল্ চল চল' গানটি বাংলাদেশের রণসংগীত।

কবি নজরুল রাজনৈতিক সভাসমিতি ও আন্দোলন সংগ্রামে যোগদান উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান কালে যে সব কবিতা ও গান লিখেছেন এবং অভিভাষণ দান করেছিলেন তার পরিমাণ নিদেন পক্ষে অপ্রতুল নয়। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯২৯ খ্রি. জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে তৎকালীন ঠাকুরগাঁও হাই স্কুলে অর্থাৎ বর্তমান ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে যোগদান করে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়কে করেছে গর্বিত ও ধন্য। তার অবস্থানকালীন মসজিদ সংলগ্ন স্মৃতিধন্য ভবনটির আধুনিকায়ন ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং সর্বোপরি ঠাকুরগাঁওয়ের সুশীল সমাজের সুদৃষ্টি আর্কষণ করছি।

নজরুল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে মানবতা, মুক্তি ও সাম্যের গান গেয়েছেন। তাঁর কবিতা ও গান বাঙালিকে নতুন চেতনায় উজ্জীবিত করেছে। আমাদের এই জাতীয়কবি দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ১৯৭৬ খ্রি. ২৯ আগস্ট/১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে ৭৭ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই"-তাঁর এ গানের তাৎপর্য অনুসরণ করে তাঁর মরদেহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়।

সবশেষে বলা যায় যে আজকের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পৃথিবীতে ধর্মীয় উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল যে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা বলাই বাহুল্য। তাই আমাদের উচিত রবীন্দ্র-নজরুল চর্চা বাড়িয়ে তাদের ভাব-সমুদ্রে অবগাহন করে দুনিয়াব্যাপী শান্তির পরশ বুলিয়ে দেওয়া।

সবাইকে ধন্যবাদ

সহায়ক গ্রন্থ

১। অধ্যাপক পি. আচার্য, প্রবন্ধ বিচিন্তা, কলকাতা, ১৯৯৬।
২। ড. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, কলকাতা, ১৯৯৬।
৩। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা, ঢাকা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।
৪। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি নজরুল, ঢাকা, ২০০১।
৫। আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, কলকাতা, ১৯৯৭।
৬। আব্দুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলামের কবিতা, ঢাকা, ২০০৩।
৭। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চৌত্রিশবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।
৮। চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

* প্রবন্ধটি বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী ২০১৭ এ মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত।

বিষয়বস্তু

১। প্রসঙ্গ-কথা
২। নীলফামারী পরীক্ষা কেন্দ্রে যাত্রাকালীন একটি বিস্মৃত ঘটনা
৩। বিদ্যালয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের শুভাগমন
৪। বিদ্যালয়ের একটি দুষ্প্রাপ্য আমন্ত্রণ পত্র
৫। বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ'- এর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন
৬। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ও ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য অর্জন
৭। বিদ্যালয়টির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (২০১৩-২০১৬ পর্যন্ত)
৮। বিভিন্ন সালে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা (২০১৪-২০১৭ পর্যন্ত)
৯। বিভিন্ন সালে বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা ও পাসের হার (২০১৩-২০১৬ পর্যন্ত)
১০। বিভিন্ন সালে এ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রসংখ্যা (২০০৪- ২০১৬ পর্যন্ত)
১১। বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কেবিনেট গঠন- ২০১৬ ও ২০১৭ খ্রিঃ
১২। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়-২০১৬ খ্রিঃ
১৩। রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম -জয়ন্তী উদযাপন-২০১৬ খ্রিঃ
১৪। আন্তঃ শ্রেণী চূড়ান্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৬ খ্রিঃ
১৫। বিদ্যালয় সভাপতির বিদায় সংবর্ধনা-২০১৬ খ্রিঃ
১৬। বিদ্যালয়টির একাডেমিক কার্যক্রম
১৭। বিদ্যালয়টির সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী
১৮। বিদ্যালয়টির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও সেক্রেটারীগণ
১৯। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষকগণ
২০। বিদ্যালয়টির সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ
২১। বিদ্যালয়টির কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলী
২২। বিদ্যালয়টির কর্মরত অফিস সহকারীগণ
২৩। বিদ্যালয়টির কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ
২৪। বিদ্যালয়ের বর্তমান হোস্টেল সুপরিন্টেন্ডেন্ট
২৫। বিদ্যালয়- হোস্টেলে কর্মরত বাবুর্চিগণ
২৬। বিদ্যালয়-মসজিদের বর্তমান ইমাম ও মুয়াজ্জিন
২৭। বিদ্যালয়টির অবসরপ্রাপ্ত কতিপয় শিক্ষক- কর্মচারীর ছবি

প্রসঙ্গ -কথা

খ্রিষ্টীয় ২০০৩ সাল থেকে দীর্ঘ এক দশক কাল প্রতীক্ষার পর বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানের ঐকান্তিক আগ্রহ ও তৎপরতায় ২০১৩ সালে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হয়েছিল এ বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ'র অষ্টম সংখ্যা এবং উদযাপিত হয়েছিল এর সুবর্ণ জয়ন্তী। উক্ত সংখ্যায় মৎ প্রণীত 'ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য' শিরোনামে ১০৫ পৃষ্টাব্যাপী একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত এর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৬ সালে শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহোদয় 'মালঞ্চ'র নবম সংখ্যা প্রকাশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এ সংখ্যার জন্য অন্য একটি বিষয় নিয়ে লেখার কাজ করছিলাম। কিন্তু একদা শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক আমাকে এ বিদ্যালয়ের ২০১৩ সালের পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ে লেখার পরামর্শ দেন, যেন বিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতা চলমান থাকে। তাঁর সেই পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১৩ সালের পূর্বের বিদ্যালয়ের আরো কিছু বিষয় এবং পরবর্তী কালের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও গৌরবময় দিক সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে পূর্বে প্রকাশিত নিবন্ধের অংশ হিসেবে 'ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য (দ্বিতীয় পর্ব)' শিরোনামে যৎকিঞ্চিত লেখার চেষ্টা করি। অল্প সময়ে লেখার কারণে কিছু বিষয় বাদ পড়ে যেতে পারে। সেজন্য পূর্বেই দুঃখ প্রকাশ করছি। নিবন্ধটির এ অংশ রচনার ক্ষেত্রেও আমার অনেক সহকর্মী ও ছাত্র নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক পূর্বের মতো মূল নিবন্ধের এ অংশটিও রচনার উৎসাহ দেওয়া এবং প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর ঋণ শোধ করা যাবে না। কারণ তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে এ নিবন্ধটি আমার লেখাই হতো না। পরিশেষে আশা করি প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে কৌতূহলী শিক্ষার্থী ও সহকর্মীগণ এ লেখাটি পড়েও পূর্বের মতো উপকৃত হবেন। লেখায় এবারো অনিচ্ছাকৃত বানান ভুল ও ভাষাগত ত্রুটি থাকতে পারে। আমার বিজ্ঞ সহকর্মী, ছাত্র ও পাঠকগণকে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে পূর্বের মতো মূল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করার অনুরোধ করছি।

নীলফামারী পরীক্ষা কেন্দ্রে যাত্রাকালীন একটি বিস্মৃত ঘটনা

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরীলাভ কালে এই প্রতিষ্ঠানটির ম্যাট্রিকুলেশন (ম্যাট্রিক) পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল কলিকাতায়। পরবর্তীকালে নীলফামারী এইচ.ই.স্কুলে ম্যাট্রিক পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হলে এ বিদ্যালয় উক্ত কেন্দ্রের আওতাভূক্ত হয়। তৎকালে ঠাকুরগাঁওয়ের সঙ্গে নীলফামারীর যোগাযোগ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ বিদ্যালয় নীলফামারী কেন্দ্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে জানা যায়। তৎকালীন শিক্ষক জনাব কাশীনাথ রায় কয়েক বছর পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে নীলফামারী গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁরা পরীক্ষার ২/৩ দিন পূর্বে একটি নির্দিষ্ট দিনে নিজ নিজ বাড়িতে নৈশকালীন আহার সমাপন করে সকলে স্কুল প্রাঙ্গণে অথবা কোনো সুবিধাজনক স্থানে সমবেত হতো। এরপর প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী গরুর গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে সচরাচর অনেক রাতে রওনা দিতেন। গো-শকটগুলো গ্রামের উচুঁ-নিচু মেঠোপথে মন্থর গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হতো। শকটারোহী ও শকট চালক চাকার একটানা ক্যার-ক্যারি আওয়াজ আর মৃদু ঝাঁকুনিতে নিদ্রার কোলে ঢোলে পড়তো। শকট টানার কাজে নিয়োজিত গরুগুলোও ঘুমের আবেশে ঢুলু ঢুলু শরীরে আপন মনে মন্থর গতিতে শকট টেনে চলতো এবং পশ্চাতের শকটগুলো অগ্রবর্তী শকটকে অনুসরণ করে চলতো। এভাবে তাঁরা পরবর্তী দিবস প্রাতেঃ গন্তব্যস্থলে পৌছিত। কোনো এক বছর এরূপে যাত্রাপথে এক বিড়ম্বনাকর ঘটনা ঘটে। নিশিরাতে কোনো রসিক পথচারী অথবা নিভৃত পল্লীর কোনো এক রসিকজন সম্ভবত প্রকৃতির ডাকে বাড়ি থেকে রাস্তায় এসে এরূপ চলমান শকট পর্যবেক্ষণ করে পশ্চাতের শকটটিকে অতি সন্তর্পণে ঠাকুরগাঁও অভিমুখে ঘুরিয়ে দেয়। এতে শকটারোহীদের যে অনেক ক্ষতি বা অসুবিধা হবে এবং তারা অনেক বিরক্তি প্রকাশ করবে তা অনুধাবন করে হয়তো আনন্দ উপভোগ করাই ছিল উক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য। ফিরিয়ে দেওয়া শকটটি ভোরবেলায় ঠাকুরগাঁওয়ে তাদের যাত্রাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। এদিকে শকটারহীদের নিদ্রাও টুটে যায়। তারা দু'হাতে নয়ন কচলিয়ে সম্বিত ফিরে পেয়ে বুঝতে পারে যে তারা তাদের গন্তব্যস্থলে না পৌছিয়ে পুনরায় যাত্রাস্থলেই ফিরে এসেছে। সেদিন তাদের এ পরিস্থিতির জন্য স্বজনরা অত্যন্ত অনুশোচনা করলেও অন্যরা হাসি সংবরণ করতে পারেনি।

তথ্য প্রদানেঃ

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও প্রবীণ ছাত্র এবং ঠাকুরগাঁও পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব এম. আকবর হোসেন।

বিদ্যালয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের শুভাগমন

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে অনেক বরেণ্য ব্যক্তি ও মহামনীষীর পদধুলিতে ধন্য হয়েছে এর পবিত্র প্রাঙ্গণ। কালের আবর্তনে আজ সেই মনীষীগণের অনেকের নাম এবং তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ও সন তারিখ আমাদের স্মৃতির পাতা থেকে মিশে গিয়েছে। তবুও বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং স্মৃতি রোমন্থন করে যাঁদের নাম অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে, এখানে শুধু তাঁদের সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করা হলো।

অশ্বিনীকুমার দত্ত (জন্ম ১৮৫৬- মৃত্যুঃ ১৯২৩ খ্রিঃ)ঃ

বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, বিদ্যোৎসাহী, প্রখ্যাত আইনজীবী, শিক্ষাবিদ ও লেখক অশ্বিনীকুমার দত্ত এ বিদ্যালয়ে আগমন করেছিলেন বলে প্রবীন ব্যক্তিদের নিকট শোনা যায়।[১] তবে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ও সন তারিখ অবগত হওয়া সম্ভব হয়নি।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯- মৃত্যু : ১৯৭৬খ্রিঃ)ঃ

কবি কাজী নজরুল ইসলাম খ্রিষ্টীয় ১৯২৯ সালে এ বিদ্যালয়ের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য কংগ্রেস নেতা, অনলবর্ষী বক্তা জনাব জালাল উদ্দীন হাশেমী। তখনকার দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় স্কুলে বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের ব্যাপক আয়োজন করা হতো। এ মাহফিলে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করা হতো দেশ বরেণ্য আলেম অথবা বিখ্যাত মুসলিম মনীষীকে। ঐ মিলাদ মাহফিলকে কেন্দ্র করে চলতো বিরাট আয়োজন। শুধু স্কুল নয়, এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা সাজ সাজ রব পড়ে যেতো। মাহফিলের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক সময় তারাও সাধ্যমতো সহযোগিতা করতো।

এ বিদ্যালয়ে কবির আগমন সর্ম্পকে তৎকালীন বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র মোহাম্মদ ইউসুফ (পরবর্তীতে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক) তাঁর 'ঠাকুরগাঁয়ে নজরুল' প্রবন্ধে ঠাকুরগাঁওয়ে কবির আগমনের ও অবস্থানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তৎকালে বিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রাবাসে প্রতিবছর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হতো। মাহফিলে বাংলার কোনো খ্যাতনামা বক্তাকে আমন্ত্রণ করে আনা হতো। মিলাদ মাহফিলের ব্যয় নির্বাহের জন্য মুসলিম ছাত্রাবাসের ছাত্ররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করতো। বিদ্যালয়ে তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্য থেকে মিলাদের ছাত্র কমিটির সেক্রেটারী করা হতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দশম শ্রেণির ছাত্ররাই মিলাদ মাহফিলের সমস্ত ব্যবস্থা করতো। সেবারের মিলাদ মাহফিল করার কথাবার্তা শুরু হয়েছিল ১৯২৮ সালের শেষ দিকে এবং অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৯ সালের শুরুর দিকে। স্কুল পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকগণ কবি কাজী নজরুল ইসলামকে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বিদ্যালয়ের তৎকালীল দশম শ্রেণির ছাত্র মোঃ ইউসুফের (পরবর্তীতে শিক্ষক) এক আত্মীয় (সম্পর্কে ভাতিজা) কলকাতায় চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নরত নিজামউদ্দিন আহমদের মাধ্যমে কলকাতায় কবির ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়। উক্ত ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে জানা যায় কবি চট্টগ্রামে গিয়েছেন। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। চট্টগ্রামে টেলিগ্রাম করলে কবি তাঁর আগমন (যানবাহন খরচ) খরচ বাবদ পঞ্চাশ টাকা টেলিগ্রাম মনি অর্ডার (টি.এম.ও.) করে প্রেরণ করতে বলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি ঠাকুরগাঁয়ে তাঁর আগমনের তারিখও জানিয়ে দেন। কবির টেলিগ্রাম পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চাশ টাকা টি.এম.ও. যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শহরের জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক তৎকালীন কলকাতা কংগ্রসের মুসলমান নেতা অনলবর্ষী বক্তা জালাল উদ্দিন হাশেমীর ঠিকানা যোগাড় করে দিয়ে তাঁকেও মিলাদ মাহফিলে আনার পরামর্শ দেন। টেলিগ্রামে জনাব হাশেমীকে এ মিলাদ মাহফিলে যোগদানের অনুরোধ জানালে তিনি সম্মত হন এবং কবির সঙ্গে আগমন করেন।

কবি ঠাকুরগাঁও আসবেন এ সংবাদ নিশ্চিত হওয়ার পর স্কুলে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়। শুধু স্কুলে নয়, কবির আগমন সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র মহকুমায় (সে সময় ঠাকুরগাঁও ছিল দিনাজপুর জেলার একটি মহকুমা) হুলুস্থুল পড়ে যায়। সেসময় ঠাকুরগাঁওয়ে প্রচারনার নিমিত্তে পোষ্টার ছাপানোর কোনো প্রেস এবং মাইকিং এর ব্যবস্থা ছিলনা। প্রচারের জন্য ছাত্ররা বড় বড় কাগজে হাতে পোষ্টার লিখে দিনাজপুর, পার্বতীপুর, রংপুর ও বগুড়াগ্রামী ট্রেনে এবং দেওয়ালে ও গাছে লাগিয়ে দিত। পূর্ণদ্দোমে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন চলছিল। কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আনা হচ্ছে বলে সে বার আটশত টাকা চাদা উঠেছিল। মুসলিম ছাত্রাবাসের সামনে সমস্ত জায়গাব্যাপী ছামিয়ানা টাঙ্গিয়ে লোক জনের বসার ব্যবস্থা করা হয় এবং মঞ্চ তৈরী করা হয়। কবির সম্মানে দেবদারু বৃক্ষের পত্রশোভিত তোরণ নির্মাণ করে সেখানে welcome লিখে দেওয়া হয়। কবির থাকার জন্য মুসলিম ছাত্রাবাসের তৎকালীন সুপারিন্টেডেন্ট জনাব মুনসুর উদ্দীন আহমদ এম.এ. ছাত্রাবাসে স্বীয় কোয়াটারের পূর্বপার্শ্বের কক্ষে ব্যবস্থা করেন (বর্তমান স্কুল মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বের দুই কক্ষ বিশিষ্ট টিন শেড ভবন)।

মিলাদ অনুষ্ঠানে দু'জন সরকার বিরোধী লোক আসবেন ভেবে ঠাকুরগাঁওয়ের তদানীন্তন মহকুমা প্রশাসক জনাব ফণীভূষণ চ্যাটার্জী স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ডেকে নিয়ে তিনি তাঁকে (প্রধান শিক্ষককে) উক্ত মিলাদ অনুষ্ঠানের সভাপতি হতে বলেন এবং অনুষ্ঠানে যেন রাজনৈতিক কোনো বক্তৃতা দেওয়া না হয় তজ্জন্য সর্তক করে দেন। কবি কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে মিলাদ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত দিনে সকাল বেলায় তাঁর সফরসঙ্গীসহ ঠাকুরগাঁও রোড রেল স্টেশনে এসে পৌছেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণ তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর মোটর গাড়ীতে করে (মতান্তরে গরু গাড়ীতে করে) তাঁদেরকে স্কুলের ছাত্রাবসে নিয়ে আসা হয়। কবি তখন ৩০বছরের টগবগে যুবক এবং অনিন্দ্য সুন্দর তাঁর চেহারা। তাঁর পড়নে ছিল শেরওয়ানী, পাজামা ও মাথায় পাগড়ী। দুপুর বেলায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রাবাসে এসে কবি ও তাঁর সফর সঙ্গীর সঙ্গে সৌজন্য কথাবার্তার পর এস.ডি.ও. সাহেবের কথা তাঁদেরকে অবগত করলে কবির চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায়। অতঃপর মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করে তাঁরা পথক্লান্তি দূর করার জন্য শুমিয়ে পড়েন।

বিকালে অনুষ্ঠানস্থলে লোকজন আগমন করতে থাকে। উত্তরবঙ্গে ঠাকুরগাঁওয়ে কবির প্রথম পর্দাপণ, তাছাড়াও কংগ্রেসের একজন জাঁদরেল নেতা আগমন করছেন জনে তৎকালীন ক্ষুদ্র ঠাকুরগাঁও শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। শুধু কবিকে একনজর দেখার জন্যও বহুদূরবর্তী এলাকা থেকে বহুলোক আগমন করেছিলেন। বিকালে স্কুলের হেড মৌলবী জনাব আব্দুর রশিদ ও ছাত্রাবাসের সুপারিন্টেডেন্ট জনাব মুনসুর উদ্দীন আহমদ এসে মঞ্চের উপর বিছানায় উপবেশন করেন এবং মিলাদের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে ছাত্ররা কবিতা আবৃত্তি ও রচনা পাঠ করেন। জনাব সুপারিন্টেডেন্ট তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মৌলবী সাহেব মিলাদ পাঠ করেন ও তবারক বিতরণ করা হয়।
মাগরিব নামাজের পর মঞ্চের উপরে টেবিল চেয়ার সাজানো হয়। মাঝের চেয়ারে প্রধান শিক্ষক জনাব সুরেশ

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন অলংকিত করেন। তাঁর ডান পাশের চেয়ারে কবি এবং বামপাশের চেয়ারে হাশেমী সাহেব উপবেশন করেন। সভাপতি প্রথমে কবিকে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। কবি ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুসলমানদের অতীত গৌরবময় বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের মাঝে প্রচুর হাততালি পড়তে থাকে। তারপর বক্তব্য দিতে ওঠেন জনাব জালাল উদ্দীন হাশেমী। তিনি ধর্ম ও শিক্ষা সম্পর্কে দীর্ঘ সময় বক্তৃতা করেন। অতঃপর প্রধান শিক্ষক মহোদয় সংক্ষেপে সভাপতির ভাষণ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সেই সাথে তিনি শ্রোতামণ্ডলীকে জানিয়ে দেন যে, এর পর কবি আপনাদেরকে গান গেয়ে শুনাবেন।

মঞ্চের উপর থেকে চেয়ার টেবিল সরিয়ে নেওয়ার পর ফরাসের উপর বসে কবি তাঁর হারমনিয়াম নিয়ে গান গাইতে শুরু করেন। ঠাকুরগাঁওয়ের একজন ভালো তবলচীকে তাঁর সঙ্গ দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটু পরেই কবি হাতের ইশারায় তবলচীকে থামিয়ে দিয়ে শুধু হারমনিয়াম সহযোগে গান গাইতে থাকেন। মাঝে মাঝে চা ও পান খেয়ে পুনরায় গান গাইতে থাকেন। 'দূগম গিরি কান্তার মরু" গান দিয়ে আরম্ভ করে সব রকমের গান গাইতে থাকেন। মাঝে মাঝে সরকার বিরোধী গানও গাইতে থাকেন। রাত প্রায় ১:০০টা পর্যন্ত তিনি শ্রোতাদেরকে গান গেয়ে শোনান। অতঃপর তিনি সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ছাত্রাবাসের অফিস রুমে চলে যান। শহরের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কবি ও হাশেমী সাহেবকে আর একদিন ঠাকুরগাঁওয়ে থাকার জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন, আপনারা থাকলে আমরা আগামীকাল টাউন হলে আপনাদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করবো। সেখানে আপনাদের বক্তৃতা প্রদানের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। অনুরোধের পর অবশেষে তাঁরা থাকতে সম্মত হন। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ চলে গলে কবি রাতেই ছাত্রদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। কবি অনেক উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলে ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করেন। তিনি ছাত্রদেরেকে হাতে লেখা 'যৌবন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বের করতে বলেন।

পরবর্তী দিন সকাল বেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয় কবির সঙ্গে দেখা করতে ছাত্রাবাসে আগম করেন। কবি ঐদিন দুপুর বেলায় স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণকে আবারও তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে শোনানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন।প্রধান শিক্ষক মহোদয় খুশি হয়ে কবিকে আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় কয়েকজন ছাত্র হাতে লেখা তাদের উক্ত পত্রিকার জন্য কবিকে একখানি কবিতা লিখে দিতে বলেন। কবি চা-পান খেতে খেতে প্রধান শিক্ষকের সাথে গল্প করছেন আর সেই সাথে পত্রিকার জন্য 'যৌবন' নামে কবিতাটিও লিখে ফেলেন। শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য তাঁর লেখা সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

যৌবন

-কাজী নজরুল ইসলাম

ওরে ও শীর্ণা নদী
দু'তীরে নিরাশা বালুচর ল'য়ে জাগিবি কি নিরবধি?
নব-যৌবন-জল-তরঙ্গ জোয়ারে কি দুলিবি না?
নাচিবে জোয়ারে পদ্মা, গঙ্গা, তুই রবি চির ক্ষীণা ?
ভরা ভাদরের বরিষণ এসে বারে বারে তোর কূলে
জানাবেরে তোরে সজল মিনতি, তুই চাহিবিনা ভুলে?
দুই কূলে বাঁধি প্রস্তর বাঁধ কূল ভাঙ্গিবার ভয়ে
আকাশের পানি চেয়ে রবি তুই শুধু আপনারে লয়ে?
ভেঙ্গে গেল বাঁধ, আশে পাশে তোর বহে যে জীবন-ঢল
তারে বুকে লয়ে ওঠো তুই তোর যৌবন টলমল।
প্রস্তর ভরা দুই কূল তোর ভেসে যায় বন্যায়,
হোক হরবর, হাসিয়া উঠুক, ফুলে ফলে সুষমায়।
একবার পথ তোল-
দূর সিন্ধুর লাগি তোর বুকে জাগুক মরণ দোল।
ভাঙ, ভাঙ কারা ফুলিয়া কাঁপিয়া ওঠো নব যৌবনে,
বাঁচিতে চাহিয়া মরু-পথে তুই মরিবিহীন মরণে?
সকল দুয়ার খুলে দেরে তোর, ভাসা এ মরু সাহারা
দুকূল প্লাবিয়া আয়, আয় ছুটে, ভাঙ এ মৃত্যু কারা।

দুপুর বেলায় কবিকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। কবি তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি তাঁর সমস্ত আবেগ দিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করেন। মাঝে মাঝে স্বর এমন উচ্চ করতেন যেন ছাদ ভেঙ্গে পড়বে। আবার কখনো স্বর নিম্ন করতেন। 'বিদ্রোহী' কবিতা শেষ করে কবি একটু বিশ্রাম নেন। তারপর শুরু করেন 'আনোয়ার পাশা'। কবি তাঁর এক হাঁটু গেরে দিয়ে দু'হাত শৃঙ্খলাবদ্ধকরে পজ নিয়ে আবৃত্তি করতে থাকেন। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে। এরপর শিক্ষকগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গগণবিদারী অট্টহাসি হেসে ছাত্রাবাসে চলে যান। অতঃপর গোসল ও দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েন।

সন্ধ্যার পর টাউন হলে (পুরাতন সিনেমা হল) সভা। সেখানে লোকে লোকারণ্য। তিল ধারনের স্থান নেই। প্রথমে জনাব জালাল উদ্দীন হাশেমী বক্তৃতা দিতে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহু আকবার ও বন্দেমাতরম ধ্বনিতে হল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে লাগলেন যে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে হল কাঁপিয়ে তুলতে লাগল। কবিও সেখানে বক্তৃতা করেন।[২]

ঠাকুরগাঁওয়ে অবস্থানকালে কবিকে বিভিন্ন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণকারীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- রায় সাহেব গিরিশ চন্দ্র চৌধুরী, উকিল সতীশ চন্দ্র ঘোষ এবং কেরামত আলী মোক্তার।[৩]

ঠাকুরগাঁওয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের আগমনের বছর সম্পর্কে গবেষকগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু মাস ও তারিখ সম্পর্কে তাদের মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বহু গ্রন্থ প্রণেতা, এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ জালাল উদ-দীন তাঁর 'ঠাকুরগাঁওয়ে নজরুল' প্রবন্ধে ঠাকুরগাঁওয়ে কবি নজরুল ইসলামের আগমন ১৯২৯ সালের ১০ই মার্চ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] অপর দিকে বিশিষ্ট নজরুল গবেষক,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর রফিকুল ইসলাম বলেছেন দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও থেকে কলকাতা ফিরে নজরুল চট্টগ্রাম যান ১৯২৯ সালের জানুয়ারির শুরুতে।[৪] কিন্তু ১৯২৯ সালে কবি প্রায় সম্পূর্ণ জানুয়ারি মাস চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপে কাটান এবং এবং সেখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং সংবর্ধিত হন। নজরুল গবেষক ডক্টর হোসেন আলী চৌধুরী তাঁর 'নজরুলের সৃষ্টিতে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি' গ্রন্থে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'চট্টগ্রামে নজরুল' প্রবন্ধের বরাত দিয়ে লিখেছেন কবি জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রামে যান এবং ২৬শে জানুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদে অবস্থান করেন।[৫] আবার নজরুল গবেষক জনাব মাহবুবুল হক তাঁর 'নজরুল তারিখ অবিধান' গ্রন্থে লিখেছেন নজরুল ১৯২৯ সালে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম যান এবং হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহার-এই দুই ভাইবোনের আতিথ্যে তাঁদের বাড়িতে অবস্থান করেন। ২৫শে ও ২৬শে জানুয়ারি ফতেয়াবাদে সাহিত্যানুরাগী আলম ভ্রাতৃত্রয়ের (মাহবুবউল আলম, দিদারুল আলম এবং ওহীদুল আলম) আতিথ্য গ্রহণ করেন। ২৬শে জানুয়ারি ১৯২৯ আলম পরিবারের পক্ষ থেকে কবিকে সংবধনা জানানো হয়।[৭] এর পূর্বে তিনি আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগদেন এবং সংবর্ধিত হন।[৮] জানুয়ারির ২৮ তারিখে কবি তাঁর সুহৃদ মুজাফফর আহমদের জন্মস্থান সন্দ্বীপে যান এবং সেখানে শহরের ডাকবাংলোয় রাত্রি যাপন করেন। ২৯শে জানুয়ারি সন্দ্বীপে স্থানীয় কার্গিল স্কুলে কবিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।[৯] সুতরাং কবি সন্দ্বীপ থেকে ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৯ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পরবর্তী দিবস ৩১ শে জানুয়ারি কলকাতা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।[১০] পহেলা ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ সালে সকাল বেলা কবি ঠাকুরগাঁওয়ে পৌঁছেন এবং ঐ বিদ্যালয়ে মিলাদ মাহফিলে বক্তব্য প্রদান করেন। ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি টাউন হলের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ৩রা ফেব্রুয়ারি কবি ঠাকুরগাঁও থেকে কলকাতায় ফিরে যান।[১১] সুতরাং কবি ঠাকুরগাঁও থেকে কলকাতায় ফিরে চট্টগ্রামে নয় বরং চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরে ঠাকুরগাঁও আসেন। কবি যদি ঠাকুরগাঁও থেকে কলকাতায় ফিরে জানুয়ারির শুরুতে চট্টগ্রামে যেতেন কিংবা কলকাতা থেকে ১০ ই মার্চ ঠাকুরগাঁও আসতেন তাহলে কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে শামসুন নাহার মাহমুদকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ তারিখে লেখা চিঠিতে "কাল ঠাকুরগাঁও থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম" এ কথা লিখতেন না।[১২] অপরদিকে ১০ই মার্চ, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ছিল ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ। তৎকালে ফাল্গুন মাসের শেষ প্রান্তে আবহাওয়া হতো উষ্ণ, রুক্ষ ও ধুলিময় এবং সূর্যের তাপ হতো অত্যন্ত প্রখর যা স্কুলে অনুষ্ঠান করার মতো উপযুক্ত সময় ছিলনা। এ ছাড়াও প্রখ্যাত নজরুল গবেষক জনাব মাহবুবুল হক তাঁর 'নজরুল তারিখ অভিধান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ মোতাবেক ৩রা ফাল্গুন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক সওগাত পত্রিকা জানায় যে, কবি নজরুল দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ইত্যাদি জায়গা থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন।[১৩] সুতরাং ২৯শে জানুয়ারি ১৯২৯ পর্যন্ত কবির চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপে অবস্থান এবং ঠাকুরগাঁও থেকে কলকাতায় ফিরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ তারিখে কবির লেখা চিঠি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ৩১শে জানুয়ারি ১৯২৯ কলকাতা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ ঠাকুরগাঁও

থেকে কলকাতায় পৌছেন।[১৪] তিনি দু'দিন ঠাকুরগাঁওয়েছিলেন। অপর নজরুল গবেষক ডক্টর আলী হোসেন চৌধুরীর মতেও কবি ১৯২৯ সালের জানুয়ারির শেষ প্রান্তে ঠাকুরগাঁও আসেন এবং ৩রা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ফিরে যান।[১৫]

শিক্ষার্থী ও পাঠকগণের অবগতির জন্য কবির লেখা উক্তপত্রটি এখানে অবিকল উল্লেখ করা হলো।

(বেগম শামসুন নাহার মাহমুদকে লেখা কবির পত্র)

81, Pan Bagan Lane
Calcutta
04-02-29

চিরআয়ুষ্মতীসু!

ভাই নাহার! কাল ঠাকুরগাঁ থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। পেয়ে যেমন খুশি হলাম, তেমনি একটু অভাকও হলাম। খুশি হলাম তার কারণ, আমি তোমার চিঠি দিইনি এসে, দিয়েছি বাহারকে। অসম্ভাবিতের দেখা সকলের মনেই একটু দোলাদেয় বই-কি! অবাক হলাম আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের সমাজের কোন কোন বিবাহিতা মেয়ে একজন অনাত্মীয়কে (আমি রক্তের সম্পর্কের কথা বলছি বাই, রেগো না যেন এ কথাটাতে) চিঠি লিখতে সাহস করে, তা সে সহজ চিঠিই হোক।

তাছাড়া, তুমি স্বভাবতই একটু অতিরিক্ত **shy** বা **timid.**

সত্য বলতে কি, তোমার চিঠি পেয়ে বড্ড বেশি আনন্দিত হয়েছি।

সলিম কি ফিরেছে? ওরা অর্থাৎ বাহার, সলিম কখন আসবে কলকাতায়?

সাতই তারিখে চিঠি দিয়েছ এবং লিখেছ 'কালই কবিতাগুলো পাঠাব'। আজ চৌদ্দ তারিখ। আমার মনে হয় তোমার 'কাল' হয়তো কোন অনাগত দিনকে লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছিল, যার কোন বাধা-ধরা তারিখ নেই।

আমি জানি তোমার শরীর কি ভেঙ্গে গেছে, এর ওপর যদি ওসব রাবিশের তোমাকেই নকল-নবীশ হতে হয় তা হলে আমার দুঃখের আর অবধি থাকবে না। একটু পড়তেই তোমার মাথা ধরে, আর লিখতে গেলে মাথা হাত-পা সবগুলো হইত **conspiracy** করে ধরবে। আমার অগতির গতি মেতু মিয়া তো আছেন। তাঁকে দিয়েই না হয় কপি করিয়ে পাঠিয়ে দাও। নইলে ফাল্গুনের কাগজে দেওয়া যাবে না।

কপি প্রেসে দিতে পারছি না লেখাগুলোর জন্যে। বাহারকে আর বলব না। আশা করি তোমায় এ-ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকব তুমি একটু আদেশ দিয়ে মেতু মিয়া, হুক্কা মিয়া অ্যা-কোম্পানিকে দিয়ে এটা করিয়ে নিও।

দুপুরটা তোমার বাচ্চা-ই-সাক্কাওর জন্যে কেমন যেন উদাস উদাস ঠেকে। ঐ সময়টুকু এক মুহূর্তের জন্য সে আমায় সব ভুলিয়ে দিত। ওকে আদর জানিয়ো আমার। নানী আম্মার কানায় ভাটির জলের দাগ পড়েছে হয়তো এতদিনে। ওঁকে বলো আবার জোয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করতে। আমার সাম্পানোর সব গান আজও লেখা হয়নি। আমার খেয়াপারের শেষ গান হয়তো তিনি শুনিয়ে যাবেন।

কলকাতার ঘেরা-টোপে ঘেরা খাচায় বন্দি হয়ে নব ফাল্গুনের উৎসব দেখতে পাচ্ছিনে চোখ দিয়ে, কিন্তু মন দিয়ে অনুভব করছি। নীল আকাশ তার মুখচোখ বোধ হয় একটু অতিরিক্ত ধোয়া মুছা করছে, কেননা তার মুখে যখন তখন সাবানের ফেনা-সাদা মেঘ ফেঁপে উঠতে দেখছি। তার ফিরোজা উড়নি বনে বনে লুটিয়ে পড়ছে। মাধবী লতায় পুষ্পিত বেণী উড়ন্ত ভ্রমরের সারিতে আঁখি-পল্লব, পায়ের কাছে দিঘিভরা পদ্ম। সমস্ত মন খুশিতে বেদনায় টলমল করছে।

রোযায় বোধ হয় আর কোথাও যাচ্ছিনে। তবে বলতেও পারিনে ঠিক করে।

আম্মা কখন নোয়াখালি যাচ্ছেন হবু বউ দেখতে? ভালো দিনখন দেখে পাঠিও। মহী খুব গলা সাদছে, না? অর্থাৎ আমি চলে এলেও আমার ভূত এখনও চড়াও করে আছে?

আমার বন্ধু সিন্ধু, কর্ণফুলির খবর তো তুমি দিতে পারবে না, তবে 'শুবাক তরুর সারি'র খবর নিশ্চয় দিতে পারবে। ওরা যেন কত শুকিয়ে গেছে, ওদের আঁখি-পল্লবে হয়তো আজকাল একটু অতিরিক্ত শিশির ঝরে, বাতাসে হয়তো একটু বেশি করে শ্বাস ফেলে। মনের চক্ষে ওদের আমি দেখি আর কেমন যেন ব্যকুল হয়ে উঠি। তোমাদের পাড়ার ফাল্গুনী কোকিলরা হয়তো ভোরে তেমনি কোলাহল করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। এতদিনে হয়তো আমের শাখাগুলো মুকুলে নুয়ে পড়েছে, গন্ধে তোমাদের আঙিনা ভারাতুর হয়ে উঠেছে। আমি যেন এখান থেকে তার মদগন্ধ পাচ্ছি।

আমার বুক-ভরা স্নেহাশিস নাও। নানী আম্মা, আম্মা প্রভৃতিকে সালাম, অন্য সকলকে ভালোবাসা, শুভাশিস দিও।

ইতি-
তোমার-'নূরুদা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (জন্ম ১৮৮৫- মৃত্যু ১৯৬৯খ্রিঃ) ঃ
প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী, চলন্ত বিশ্বকোষ নামে অভিহিত, প্রখ্যাত জ্ঞান-তাপস, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানসহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও অনুবাদক, বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষার অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন সেমিনারে দেশের প্রতিনিধিত্বকারী, স্বদেশ এবং বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক নানা উপাধিতে ভূষিত বহু ভাষাবিদ পন্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৩৭/১৯৩৮ সালে এ বিদ্যালয়ে আগমন করেছিলেন।[১৬] তৎকালীন এ বিদ্যালয়ের অন্যতম পান্ডিত্যপূর্ণ প্রধান শিক্ষক জনাব সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আমন্ত্রণে বিদ্যালয়ের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি আগমন করেছিলেন। অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী এই মহামনীষী তাঁর সফল কর্মজীবনে দেশে বিদেশে শিক্ষকতা ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে সর্বোচ্চ পদে সমাসীন ছিলেন। অতুলনীয় পান্ডিত্যের কারণেই ১৯৬৭ সালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস অধ্যাপক পদ লাভ করেন। এই খ্যাতনামা মনীষী তাঁর সফল কর্মজীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ অনেক পদক ও সম্মাননা প্রাপ্ত হন।

প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী (জন্ম ১৯৩০- মৃত্যু ২০০৩ খ্রিঃ)ঃ

প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বহুভাষাবিদ পণ্ডিত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, পরবর্তীকালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মেয়াদকালীন ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের দুই মেয়াদকালীন (৮ বছর) সুযোগ্য চেয়ারম্যান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার ও প্রতিষ্ঠাকালীন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী ১৯৬৬ সালে এ বিদ্যালয়ের হীরক-জয়ন্তী উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আগমন করেছিলেন। উক্ত সনের ১৭, ১৮ ও ১৯ শে জুন পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী ঐ অনুষ্ঠানে তৎকালীন এ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ রুস্তম আলী খানের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উৎসবের দ্বিতীয় দিবসে (১৮ই জুন) আগমন করে দীর্ঘসময় ধরে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন থেকে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। অসাধারণ মেধার কারণে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি নানা পদক ও সম্মাননা লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশে এবং এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং অনেক সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। বিরল পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই ক্ষণজন্মা মনীষী তাঁর সময়ে বিশ্বের বিদ্বান মহলে ছিলেন অতি পরিচিত ও সমাদৃত ব্যক্তিত্ব।[১৭]

ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব (জন্ম ১৯০৭- মৃত্যু ১৯৭১ খ্রিঃ)ঃ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রণেতা প্রফেসর ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব (জিসি দেব) অনেক বার এ বিদ্যালয়ে তাঁর পদধুলি দিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে এ বিদ্যালয়ের হীরক-জয়ন্তী উৎসবে তাঁকে আমন্ত্রণ পত্র ও তারবার্তার মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি ঐ হীরক-জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ রুস্তম আলী খানের নিকট ১২ই জুন, ১৯৬৬ তারিখে তাঁর লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন, "..... বন্ধুবর নুরুল হক সাহেব ও আমার প্রিয় ছাত্র রুহুল আমিন সাহেব প্রভৃতির অনুগ্রহে আমি কয়েকবার ঠাকুরগাঁও স্কুলে যাবার সুযোগ পেয়েছি। আজ সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হীরক-জয়ন্তী উৎসবের কথা শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।" কিন্তু তিনি কী কী উপলক্ষ্যে কয়েকবার এ বিদ্যালয়ে এসেছিলেন তা অবগত হওয়া সম্ভব হয়নি। দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (বর্তমান দিনাজপুর সরকারি কলেজ) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এই খ্যাতনামা অধ্যাপক তাঁর সফল কর্মজীবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিজিটিং প্রফেসর, ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী, তদানীন্তন পাকিস্তান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেসের সম্পাদক, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সংস্কার কমিটির সদস্য, বাংলা একাডেমীর কার্যকরী কমিটির সদস্য, যুক্তরাজ্যের 'দি ইউনিয়ন অব দ্য স্টাডি অব গ্রেট রিলিজিয়নস' এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলোসফি অব সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন এর সভ্য ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী 'বাংলাদেশের সক্রেটিস' নামে খ্যাত এই বরেণ্য মনীষী দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনাকালে ২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হন।[১৮]

এ.কে.এম. আব্দুল আজীজ ঃ

দেশে পাকিস্তানী শাসনামলে রাজশাহী বিভাগের ভূতপূর্ব সুযোগ্য জনশিক্ষা উপ অধিকর্তা (Deputy Director of Public Instruction, Rajshahi) জনাব এ.কে.এম. আব্দুল আজিজ এ বিদ্যালয়ে আগমন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের কিংবদন্তীতুল্য তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ রুস্তম আলী খানের আমন্ত্রণে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এ বিদ্যালয়কে প্রাদেশিকীকরণের (জাতীয়করণের) ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনতার এবং ছাত্র-শিক্ষক/ কর্মচারীগণের মুহুর্মুহু করতালিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে, আর সেই সাথে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র,শিক্ষক ও কর্মচারীগণের মনে আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়। ১লা আগষ্ট ১৯৬৭ থেকে উক্ত ঘোষণা কার্যকর হয়। [১৯]

প্রফেসর ডক্টর মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা (জন্ম : ১৯০০- মৃত্যু : ১৯৭৭ খ্রিঃ) ঃ

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ২৫ শে মার্চ থেকে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাঙালী জাতি বিজয় অর্জন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী জীবনের অবসান ঘটিয়ে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন জন্ম-ভূমি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শুরু করেন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ। স্বাধীন দেশে শিক্ষিত ও দক্ষ জাতি গঠনের লক্ষ্যে তিনি ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ লক্ষ্যে তিনি তৎকালীন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রখ্যাত গবেষক প্রফেসর ডক্টর মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদাকে চেয়ারম্যান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন বিভিন্ন সুপারিশসহ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। শোনা যায়, দেশের উত্তর জনপদের জনগণের নিকট উক্ত শিক্ষানীতির বাস্তবতা ও গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে তিনি এ অঞ্চল সফর করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালের জুন মাসের পূর্বে কোনো এক সময় এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন থেকে বঙ্গবন্ধু সড়ক সংলগ্ন প্রধান ফটক পর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তিনি এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়ে উক্ত শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সে সময় এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান। [২০]

মির্জা রুহুল আমিন (জন্ম: ১৯২১- মৃত্যু : ১৯৯৭ খ্রিঃ) ঃ

বাংলাদেশের উত্তর জনপদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, বিশিষ্ট সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী জনাব মির্জা রুহুল আমিনের সঙ্গে এ বিদ্যালয়ের ছিল আত্মীক সম্পর্ক। এ বিদ্যালয়েই তার কৈশোরে শিক্ষা গ্রহণ, যৌবনে শিক্ষাদান এবং পরবর্তীতকালে এর পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এ বিদ্যালয়ে অসংখ্যবার পদচারণার মাধ্যমে এর প্রতি ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। ঠাকুরগাঁওয়ে নারী শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণকারী এই কৃতী সন্তান এলাকায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এ অঞ্চলের জনগণকে সংগঠিত করেছিলেন। তিনি স্থানীয় রাজনীতি থেকে পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালে পর পর দু'বার তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ ও ১৯৮৮ সালে দু'বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রী এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মির্জা রুহুল আমিন তাঁর সমগ্র জীবন মানুষ, সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এই মহান কৃতি সন্তান ১৯ শে জানুয়ারি, ১৯৯৭ সন্ধ্যা ৭-১০ মিনিটে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সহধর্মিণী মিসেস ফাতেমা আমিনকে লেখা এক শোকবানীতে বলেন, "আপনার স্বামী তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মন্ত্রীসহ বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। আমার বিশ্বাস তাঁর কাজের মাধ্যমে তিনি এদেশের মানুষের মনে চিরদিন বেঁচে থাকবেন।" বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সমাজ সংস্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে সম্মাননা পুরস্কার, আল্পনা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক সম্মাননা পুরস্কার ও কর্ণেট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কর্তৃক সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন। [২১]

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (জন্ম ১৯৪৮খ্রিঃ) ঃ

দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, নাট্যাভিনেতা জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাঁর কৈশোরে শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেছেন এ বিদ্যালয়ের নিসর্গ ঘেরা মনোরম পরিবেশে। পিতা জনাব মির্জা রুহুল আমিনের মতো তিনিও অসংখ্য বার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও নানা উপলক্ষ্যে এ বিদ্যালয়ে তাঁর পদধুলি দিয়েছেন। ২০০৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় এ বিদ্যালয়ের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ সেকান্দার আলী খলিফার আমন্ত্রণে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। তৎকালে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০০৪ সালে বিদ্যালয়ের পরিত্যাক্ত পুরাতন হিন্দু হোস্টেলের উত্তরাংশ ভেঙ্গে ফেলে সেখানে নির্মিত হয় বিরাট আকারের দ্বিতল মাল্টিপারপাজ ভবন। উক্ত সনের ২০ শে জুন তিনি আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এ বিদ্যালয়ে আগমন করে উক্ত ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ২০০৫ সালের ২২ শে জুলাই পুনরায় তিনি আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আগমন করে এর শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত দিবসে তিনি এ বিদ্যালয়ের টিনশেড পুরাতন মুসলিম হোস্টেলের পশ্চিম পার্শ্বে ২০০৪-২০০৫ সালে ৩২ আসন বিশিষ্ঠ নব নির্মিত দ্বিতল হোষ্টেল ভবনেরও শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সফলভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে তিনি মুখ্য ভুমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন ঐ উৎসব উদযাপনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর সরব উপস্থিতি সকলকে অনুপ্রাণিত করে। জন্মগতভাবে সম্ভ্রান্ত ও রাজনীতি ঘেঁষা পারিবারিক পরিমণ্ডলে লালিত হওয়ায় শৈশবকাল থেকেই তিনি নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করেন এবং ছাত্র

জীবনেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পাসের পর তিনি পাকিস্তানের করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সেখানে তিনি ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেন। ঐ সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁকে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেশে চলে আসতে হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উক্ত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ছিলেন। তাঁর বর্ণাঢ্য ছাত্র জীবন সমাপ্তির পর ১৯৭১ সালে তিনি তৎকালীন ঠাকুরগাঁও মহকুমায় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। এই কৃতী সন্তান কর্ম জীবনের শুরুতে দিনাজপুর সরকারি কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করে শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। পিতার মতো তিনিও স্থানীয় রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতিতে পা রাখেন। তিনি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি উক্ত রাজনৈতিক দলের মহাসচিব পদে অধিষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজ জেলাসহ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২২]

সাবেক শিক্ষা সচিব সহিদুল আলমঃ

২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় এ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ সেকান্দার আলী খলিফার সাদর আমন্ত্রণে তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে এ বিদ্যালয়ে আগমন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খলভাবে মঞ্চ থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তাঁকে ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। তিনি দীর্ঘ সময়ব্যাপী ছাত্র ও শিক্ষকগণের উদ্দেশ্যে নানা উপদেশমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করে তৎকালীন নবম শ্রেণির ছাত্র মোঃ ছারোয়ার রহমান, রোল নং- ০১। তার বক্তব্য শ্রবণে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হন এবং তার ঐ বক্তব্যকে কোনো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের বক্তব্যের সঙ্গে তুলনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অপর বিশেষ অতিথি ছিলেন তৎকালীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়।

ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার ঃ

২০০৫ সালের ২৫ শে ও ২৬ শে জানুয়ারি মঙ্গলবার ও বুধবার এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপিত হয়। উক্ত উৎসবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের তৎকালীন মাননীয় স্পিকার, দেশের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। তিনি উৎসবের প্রথম দিবসের প্রথম অধিবেশনে দীর্ঘ সময়ব্যাপী জ্ঞানগর্ভ ও পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। [২৩]

প্রফেসর ডক্টর এম. সাইদুর রহমান খান ঃ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার, বর্তমানে উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সুযোগ্য উপদেষ্টা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডক্টর এম. সাইদুর রহমান খান ২০০৫ সালের ২৫ শে ও ২৬ শে জানুয়ারি এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আগমন করেন। উৎসবের প্রথম দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশনে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান পর্বে তিনি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে এ বিদ্যালয়ে কাটানো তার শৈশবকালের দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে নানা ঘটনার বর্ণনা দেন। এরপর ২০১৬ সালে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি এ বিদ্যালয়েরই একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ২৪ তিনি ১৯৬৩ সালে এস.এস.সি. পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ষষ্ঠ স্ট্যান্ড করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর পূর্বে এ বিদ্যালয়ের অন্য কোনো ছাত্র ঐ রূপ রেজাল্ট করতে পারেনি। [২৪]

প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় ঃ

প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পী জনাব রথীন্দ্রনাথ রায় ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে আমন্ত্রিত সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আগমন করেছিলেন। উৎসবের প্রথম দিবসের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ মঞ্চ কাঁপানো ভঙ্গিতে সঙ্গীত পরিবেশন করে মাঘের হাড় কাঁপানো শীতের রজনীতে প্যান্ডেল উপচে পড়া দর্শক শ্রোতাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। [২৫]

সাবেক সচিব ইসমাইল হোসেন সি.এস.পি.ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সাবেক সচিব, পাকিস্তানি শাসনামলে সি.এস.পি. অফিসার হওয়ার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন ২০০৫ সালে বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আগমন করেছিলেন। তিনি উক্ত উৎসবের ২য় দিবসের (২৬ জানুয়ারি বুধবার) দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করে 'মুল্যায়ন ও শিক্ষা উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে দীর্ঘ সময় অত্যন্ত জ্ঞান গর্ব বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। এখানে উল্লেখ যে, তিনি এ বিদ্যালয়েরই একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। [২৬]

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর এম ওসমান ফারুক ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী ডক্টর এম. ওসমান ফারুক ২০০৫ সালে এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে আগমন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষ পূর্তি উৎসব আয়োজন অবলোকন করে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। দুই দিনব্যাপী উক্ত জমকালো অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিবসের (২৬ জানুয়ারি) সমাপনী অধিবেশনে তিনি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন। 'হৃদয়ের বরণ ডালায় আসন যাঁদের' শিরোনামে অধিবেশনে তিনি বক্তব্য প্রদান শেষে শত বছরে এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণের মধ্যে যাঁরা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদেরকে উক্ত অবদানের সম্মাননার স্মারক মেডেল প্রদান করেন। [২৭]

প্রফেসর ডক্টর এ. আর. খান (জন্ম ১৯৩০- মৃত্যু ঃ ২০১৫খ্রিঃ) ঃ

প্রফেসর ডক্টর এ.আর.খান ছিলেন চির তরুণ একজন বিজ্ঞানপ্রেমী মনীষী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, বাংলাদেশে বিজ্ঞান জনপ্রিয় আন্দোলনের অগ্রপথিক এই পদার্থ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ২০০৯ সালের ২২ জুলাই পূর্নগ্রাস সূর্যগ্রহণ অবলোকনের জন্য দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে আগমন করেন। কারণ পঞ্চগড় থেকেই এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পরিপূর্ণভাবে অবলোকন করা সম্ভব হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ২১ শে জুলাই ২০০৯, দিবসের প্রথমভাগে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট সফর সঙ্গীসহ তাঁর শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। এখানে তিনি শিক্ষক মিলনায়তনে উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে মতবিনিময় ও স্মৃতিচারণ করেন। অতঃপর এ বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীকে সঙ্গে করে শৈশবের স্মৃতি জড়ানো টাঙ্গন নদীর স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করেন। মাত্র একদিনেই তিনি এ বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে আপন করে ফেলেছিলেন। তাঁর এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় , তিনি এ বিদ্যালয়ে ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে অধ্যয়ন করেছেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি 'অনুসন্ধিৎসু চক্র' ও 'বিজ্ঞান জাদুঘর' এর সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশ জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালের মে মাসে তাঁর এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, তাঁর পূর্ববর্তী তিন পুরুষ থেকে প্রত্যেকের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ এ.আর.খান।[২৮] গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। ২০১৫ সালের ২৫ শে মে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে টেমস নদীর তীরে মেঘমুক্ত রাতের আকাশে তারকা দেখে ট্রেনে মেয়ের বাসায় ফেরার পথে প্রাণ ত্যাগ করেন বাংলাদেশের এই খ্যাতিমান জ্যেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জনাব আনোয়ারুর রহমান খান, যিনি সুধী সমাজে এ.আর. খান নামে সমধিক পরিচিত। [২৯]

জনাব রমেশ চন্দ্র সেন (জন্ম ১৯৪০ খ্রিঃ) ঃ

বিশিষ্ট সমাজ সেবক, শিক্ষানুরাগী ও রাজনীতিবিদ জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এম.পি. এ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের উদ্বোধন এবং নানা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বহুবার এখানে আগমন করেন। ঠাকুরগাঁও শহরে তথা জেলায় পূর্বের তুলনায় জনসংখ্যা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এ বিদ্যালয়ের সমমানের কোনো মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠায় এখানে ছাত্র ভর্তির চাপ ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ছাত্র ভর্তি সমস্যা লাঘবের জন্য বিশ শতকের শেষ দশক থেকে স্থানীয় জনগণ বিদ্যালয়টিতে ডবল শিফট চালু করার জোর দাবী করে আসছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে ঠাকুরগাঁওয়ের এই কৃতী সন্তান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এম.পি জনগণের এ দাবীকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। তিনি বিষয়টিকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক পর্যায়ে তুলে ধরেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টিতে ডবল শিফট চালু করার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে ডিসেম্বর বিদ্যালয়ে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে শ্বেত পাথরে নির্মত ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে তিনি এর শুভ উদ্বোধন করেন। সেদিন ঘন কুয়াশায় ঢাকা পৌষের কনকনে শীতের সকালে তিনি এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় মাঠে পতাকা মঞ্চের পশ্চিম পার্শ্বে মঞ্চ তৈরী করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে মঞ্চ পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খলভাবে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে তাঁর উদ্দেশ্যে মনোজ্ঞ মানপত্র পাঠ করা হয়। গায়ে চাঁদর মুড়িয়ে তিনি সহজ সরল ভাবে আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে দীর্ঘ সময় ধরে মনোমুগ্ধকর বক্তব্য প্রদান করেন।

তাঁর বক্তৃতা চলাকালীন কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের মিষ্টি রোদ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিদ্যালয়টির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ বিদ্যালয়ে ডবল শিফ্‌ট কার্যক্রম চালু হয়। উল্লেখ্য যে, সেই সঙ্গে সারা দেশে ১৯৮৪ সালে সৃষ্ট জেলাসমূহে ৮০ টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ডবল শিফট কার্যক্রম চালু হয়। বস্তুত তিনিই এই কৃতীত্বের দাবিদার।

এরপর ২৭ শে মার্চ ২০১১ খ্রি. রবিবার বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন করেন। উক্ত দিবস সকাল ১০ টায় তিনি এ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাবের শুভ উদ্বোধন করেন। ২৪ শে মার্চ, ২০১২ শনিবার বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠতম (প্রবীণতম) ছাত্র আলহাজ্ব মোঃ ফজলুল করিম সাহেবকে এবং তৎকালীন কনিষ্ঠতম ছাত্রের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। উক্ত দিবসে অনুষ্ঠান পরবর্তী শিক্ষক মিলনায়তনে চা-চক্রের পর সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে তিনি বিদ্যালয়ের আর্কাইভ রুমের শুভ উদ্বোধন করেন। ২৫ শে জানুয়ারি ২০১৩ সালে শুক্রবার বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে, ৩রা মার্চ সোমবার ২০১৪ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে, ২৪ শে জানুয়ারি শনিবার ২০১৫বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে, ২৪ শে ফেব্রুয়ারি বুধবার ২০১৬ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এবং ১লা জানুয়ারি ২০১৭ শিক্ষর্থীদের মাঝে বই প্রদান উৎসবে ও ১৯ শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার,২০১৭ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের আমন্ত্রণে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। [৩০] এই কৃতী সন্তান জাতীয় সংসদ সদস্য ছাড়াও বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নিজ জেলা ঠাকুরগাঁওয়ের সার্বিক উন্নয়নসহ সারা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রফেসর তসলিমা আকতার বানু ঃ

১৩ই মার্চ ২০১০, শনিবার বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর তৎকালীন সুযোগ্য চেয়ারম্যান প্রফেসর তসলিমা আকতার বানু প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন। তিনি প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানের আমন্ত্রণে এ বিদ্যালয়ে আগমন করেছিলেন। [৩১]

কবি আসাদ চৌধুরী ঃ

২০১২ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত উত্তরাঞ্চলীয় সাহিত্য সম্মেলনে (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে) কয়েকজন প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক ও বরেণ্য ব্যক্তি উক্ত সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঠাকুরগাঁওয়ে আগমন করেন। বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তাগণ ব্যতীত উক্ত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন কবি আসাদ চৌধুরী, কবি ঝর্না রহমান, সব্যসাচী কবি সৈয়দ শামসুল হক এবং কবি পত্নী সৈয়দা আনোয়ারা হক। এঁদের মধ্যে কবি আসাদ চৌধুরী এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। তাঁরা ঠাকুরগাঁওয়ের মানুষের অতিথিপরায়নতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। [৩২]

শিক্ষা সচিব এন.আই. খানঃ

২০১৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নজরুল ইসলাম খান (এন.আই. খান) ঠাকুরগাঁওয়ে কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। তিনি ঠাকুরগাঁও শহরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দুটিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপক চাপ লাঘবের জন্য বর্তমান অবকাঠামোতেই শুধু শিক্ষক নিয়োগ করে প্রতি শ্রেণিতে সেকশন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করে সহজেই এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। তাঁর এই মন্তব্য বাস্তবায়িত হলে বিদ্যালয় দুটিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির চাপ অনেকটা লাঘব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রফেসর আহম্মেদ হোসেন ঃ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬-এ জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যালয় ক্যাটাগরিতে এ বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে ১লা জুন ২০১৬ বুধবার দিনব্যাপী বিদ্যালয়ে নানা কর্মসুচি পালনের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রধান শিক্ষকের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর সযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব প্রফেসর আহমদ হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এ বিদ্যালয়ে আগমন করেন। তিনি দীর্ঘ সময় উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও সুধিজনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। [৩৩]

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত আরও যাঁদের পবিত্র পদস্পর্শে এ বিদ্যালয় ধন্য হয়েছে তাঁরা হলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর সুযোগ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর আলাউদ্দিন মিয়া এবং এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট জনাব শিশির ভট্টাচার্য।

তথ্য সুত্র ঃ

১। মুহাম্মদ জালাল উদ-দীন স্যারের দেওয়া তথ্য, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়।

২। মোহাম্মদ ইউসুফ, 'ঠাকুরগাঁয়ে নজরুল' ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ' পঞ্চম সংখ্যা, প্রকাশকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খ্রি.

৩। মুহাম্মদ জালাল উদ-দীন, 'ঠাকুরগাঁওয়ে নজরুল' ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় 'বার্ষিকী' মালঞ্চ ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশকাল ১৯৯৩ খ্রি.।

৪। প্রাগুক্ত।

৫। ডক্টর রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি।

৬। ডক্টর আলী হোসেন চৌধুরী, নজরুলের সৃষ্টিতে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি।

৭। মাহবুবুল হক, নজরুল তারিখ অভিধান, বাংলা একাডেমী।

৮। প্রাগুক্ত।

৯। প্রাগুক্ত।

১০। প্রাগুক্ত।

১১। প্রাগুক্ত।

১২। ডক্টর আলী হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত।

১৩। মাহবুবুল হক, প্রাগুক্ত।

১৪। প্রাগুক্ত।

১৫। ডক্টর আলী হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত।

১৬। এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক আলহাজ্ব মোঃ নুরল হক সাহেবের ১৮/০১/২০১৩ তারিখের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য।

১৭। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ তোফায়েল হুসেনের দেওয়া তথ্য এবং সাপ্তাহিক আরাফাত ৪৪ বর্ষ, ৪২-৫০ সংখ্যা, প্রকাশকাল ২০০৩ খ্রি.।

১৮। এ বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ' ২য় সংখ্যা প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৬৮ এবং বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, প্রকাশকাল জুন ২০১১ খ্রি.।

১৯। 'মালঞ্চ' ২য় সংখ্যা প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৬৮।

২০। ডা. মোঃ মতিউর রহমান সাহেবের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ঘোষপাড়া ঠাকুরগাঁও।

২১। ঠাকুরগাঁও পরিক্রমাঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০০৫ এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও প্রবীণ ছাত্র মনসুর আলম মজিবুর রহমানের প্রবন্ধ 'স্মৃতি থেকে কিছু কথা,' সেনুয়া সপ্তম সংখ্যা, প্রকাশকাল ২০০৫ খ্রিঃ

২২। ঠাকুরগাঁও পরিক্রমাঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০০৫

২৩। এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পুর্তি উৎসব উদযাপনের অনুষ্ঠান সুচিপত্র।

২৪। প্রাগুক্ত।

২৫। লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ।

২৬। প্রাগুক্ত ও এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপনের অনুষ্ঠান সুচিপত্র।

২৭। প্রাগুক্ত।

২৮। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ শে মে ২০১৪ পৃঃ ২২।

২৯। দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ শে মে ২০১৫, পৃঃ ২০।

৩০। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রসমূহ এবং লেখকের ব্যক্তিবর্গ পর্যবেক্ষণ।

৩১। প্রাগুক্ত।

৩২। সাপ্তাহিক সংগ্রামী বাংলা, ২য় বর্ষ : ২৯ তম সংখ্যা, ৫ই অক্টোবর ২০১৬।

৩৩। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র এবং লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ।

বিদ্যালয়ের একটি দুষ্প্রাপ্য আমন্ত্রণ পত্র

কোনো প্রতিষ্ঠানের যে-কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে বিতরণ করা একটি চিরাচরিত রীতি। এ পত্রের মাধ্যমে পরিচিত জন এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমাদের অযত্ন, অবহেলা এবং অসচেতনতার কারণে ঐসব আমন্ত্রণ পত্র নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাপ্ত অতীত ঘটনার কোনো আমন্ত্রণ পত্র ঐ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। একটি ক্ষুদ্র আমন্ত্রণ পত্রের দু'লাইন লেখাই ঐ প্রতিষ্ঠানের ভুলে যাওয়া সেই অতীত ঘটনার প্রামাণ্য দলীলরূপে কাজ করে। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ের তদ্রুপ একট দুষ্প্রাপ্য আমন্ত্রণ পত্র আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। আমন্ত্রণ পত্রটি খ্রিষ্টীয় ১৯৬৬ সনের ১৭,১৮ ও ১৯শে জুন তিন দিনব্যাপী এ বিদ্যালয়ের হীরক-জয়ন্তী উদযাপনের বাস্তব নিদর্শন ও প্রমাণ। উক্ত আমন্ত্রণ পত্র থেকে জানা যায়, ঐ সময় এ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারী ছিলেন জনাব নূরুল হক চৌধুরী এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান। আমন্ত্রণ পত্রটি থেকে আরও উপলব্ধি করা যায় যে, তৎকালে অফিস-আদালতে কাজ-কর্মের জন্য ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হতো বেশি। আমন্ত্রণ পত্রটির সংগ্রাহক এ বিদ্যালয়ের প্রভাতী শিফটের নবম শ্রেণি 'খ' শাখার ছাত্র মোঃ রিহাব রব্বানী। তার প্রমাতামহ (পিতার মাতামহ) জনাব মাওলানা হাফিজউদ্দিন আহমেদ উক্ত অনুষ্ঠানের একজন আমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সেই আমন্ত্রণ পত্রটি কালের হাত ধরে আজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এটি সংগ্রহ করার জন্য আমরা রিহাবকে জানাই অনেক ধন্যবাদ। এ বিদ্যালয়ের হীরক-জয়ন্তীর আমন্ত্রণ পত্রটি সম্পর্কে সকলের অবগতির জন্য এখানে অবিকল মুদ্রণ করা হলো।

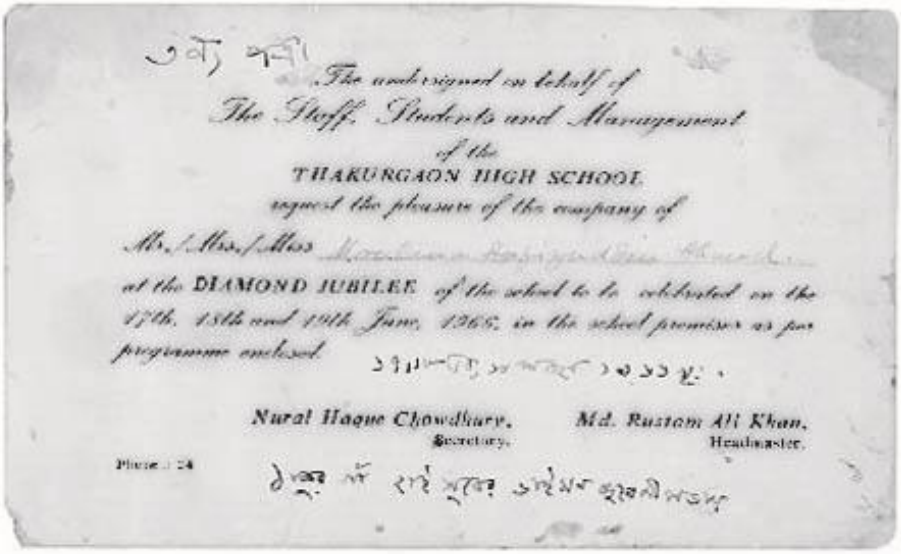

The undersigned on behalf of
The Staff, Students and Management
of the
THAKURGAON HIGH SCHOOL
request the pleasure of the company of
Mr./Mrs./Miss
at the DIAMOND JUBILEE *of the school to be celebrated on the 17th, 18th and 19th June, 1966, in the school premises as per programme enclosed.*

Nural Haque Chowdhury,
Secretary.

Md. Rustam Ali Khan,
Headmaster.

Phone : 24

বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ'র ৫০ বছর পূর্তি এবং এর ৮ম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা উৎসব উদযাপনঃ

খ্রিষ্টীয় ২০১৪ সাল এ বিদ্যালয়ের আরো একটি স্মরণীয় বছর। এ বছর বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি নতুন অধ্যায়। এ বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ'র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সুবর্ণ জয়ন্তী এবং এর অষ্টম সংখ্যার প্রকাশনা ও মোড়ক উন্মোচন উৎসব সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। যদিও এ উৎসব উদযাপনের পরিকল্পনা ছিল ২০১৩ সালে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে উক্ত সনে উৎসব উদযাপন সম্ভব হয়নি। ২০১৪ সালের ১০ই মে, শনিবার সাড়ম্বরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উক্ত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এ অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের অভিভাবক, প্রাক্তন শিক্ষক, ঠাকুরগাঁও এর সম্মানিত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও-এর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গ এবং শহরের সুধি সমাজকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

বিকাল ৫.০০টায় মঞ্চে অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণের পর পবিত্র কোরান তেলাওয়াত ও শ্রীশ্রী গীতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পবিত্র কোরান তেলাওয়াত ও শ্রীশ্রী গীতা পাঠ করে যথাক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্র শিহাব মাহমুদ(৭ম শ্রেণি) ও সৌগত দেবনাথ (৮ম শ্রেণি)। এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি ও আলোচকবৃন্দকে পুষ্পস্তবক প্রদান করা হয়। পুষ্পস্তবক প্রদান করে বিদ্যালয়ের ছাত্র রনি, আশফাক, রবি, তুর্য্য, সম্রাট, শুভ্র, সাকিব, সেজান ও রোজ। অতঃপর অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখারুজ্জামান দৃপ্তকণ্ঠে আবেগ ও উচ্ছ্বাস মিশ্রিত স্বরে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। বিদ্যালয় বার্ষিকীর মোড়ক উন্মোচনের জন্য আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ঠাকুরগাঁও শহরের প্রবীন ব্যক্তিত্ব সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব আলহাজ্ব মোঃ ফজলুল করিম এ্যাডভোকেট। কিন্তু তিনি বার্ধক্য জনিত অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর স্থলে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঠাকুরগাঁও জেলার সম্মানিত ও সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও সুধিজনের মুহুর্মুহু করোতালির মধ্যে বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ'র ৮ম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন। এরপর মালঞ্চের উক্ত সংখ্যার সম্পাদনা পরিষদের ছাত্র প্রতিনিধি মো: সেজান হোসেন ১০ম শ্রেণি, গ-শাখা, রোল নং৩ এবং সম্পাদক জনাব মোঃ মোস্তেজুর রহমানের (সহকারী শিক্ষক) সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও আলোচকবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি ছিলেন ঠাকুরগাঁও এর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মনজুর আলম প্রধান এবং আলোচকবৃন্দ ছিলেন শিক্ষাবিদ প্রফেসর জনাব মনতোষ কুমার দে, এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও জেলা শিক্ষা অফিসার (অব:) জনাব মুহম্মদ জালাল উদ-দীন, বালিয়াডাঙ্গী সমির উদ্দীন মহাবিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলাল রব্বানী, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শংকর কুমার ঘোষ, এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল করিম, সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবু হোসেন এবং আলপনা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, ঠাকুরগাঁও থেকে প্রকাশিত চালচিত্র-এর সম্পাদক রাজা সহিদুল আসলাম। এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইতোপূর্বে প্রকাশিত মালঞ্চ-র অন্যান্য সংখ্যার জীবিত সুযোগ্য সম্পাদকবৃন্দ। তাঁরা হলেন জনাব মুহম্মদ জালাল উদ-দীন (৪র্থ সংখ্যা- প্রকাশকাল ১৯৮২ খ্রি.) জনাব মীর মোঃ মোজাম্মেল হক (৫ম সংখ্যা-প্রকাশকাল ১৯৯১ খ্রি.), জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান (বর্তমান প্রধান শিক্ষক, ৬ষ্ঠ সংখ্যা- প্রকাশকাল ১৯৯৩ খ্রি.), জনাব হাফেজ মোঃ রশিদ আলম (৭ম সংখ্যা-প্রকাশকাল ২০০২ খ্রি.)।

মাগরিবের নামাজের বিরতির পর অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র, ১৯৬৩ সালে 'মালঞ্চ'-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণকারীগণের অন্যতম (তৎকালীন ছাত্র) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মনতোষ কুমার দে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণসহ অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঠাকুরগাঁও জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আবু হোসেনের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানের এ পর্বের সঞ্চালক ছিলেন বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ মাহমুদুন নবী (রাজা)।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব বিশ্বনাথ রায়ের পরিচালনায় ও নির্দেশনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি সাংস্কৃতিক দল দীর্ঘরাত পর্যন্ত (প্রায় ১১টা) শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দকে আনন্দদায়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছিল। এ পর্বের অনুষ্ঠানমালায় ছিল–

১. তবলায় লহড়া:– সৌগত দেবনাথ
২. গান: পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
৩. আবৃত্তি: সৃষ্টি সুখের উল্লাসে: শরিফ, মাশরুর, সাকিব, অমির, প্রথম গুহ ঠাকুরতা
৪. নজরুল গীতি: প্রিয় যাই যাই বলনা: - মুরাদ
৫. নৃত্য: আয় তব সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি (কোরাস)
৬. রবীন্দ্র সংগীত: তোমার খোলা হাওয়া ---- তারিক ও প্রসেনজিৎ
৭. নজরুল গীতি: মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম.....
৮. নৃত্য: চল চল উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল (দলীয়)
৯. আধুনিক ফোক গান : তোমরা একতারা বাজাইও না দোতারা বাজাইও না.....
১০. দলীয় সংগীত : মানবো না বন্ধনে মানবো না শৃঙ্খলে.....
১১. নৃত্য: বাজে রে বাজে ঢোল বাংলাদেশি ঢোল.....
১২. রবীন্দ্র সংগীত : আমি মায়ের সাগর পাড়ি দিব (কোরাস)
১৩. নৃত্য : ধীনতানা বাজে ধীনতানা.....
১৪. ব্যান্ড সংগীত: আবার এল যে সন্ধ্যা।

অংশগ্রহণে: মুরাদ, প্রসেনজিৎ,সাজ্জাদ, লুব্ধক, বাপ্পি, রুদ্র, পিয়াল, উজ্জল, মুনতাসির, অনিক, তারিক, মমিনুল, জুলফিকার, অরণ্য, সৌরভ, সাগর, রকি, সাব্বির, সিফাত, ইয়াস, রনি, সীমান্ত, পারভেজ ও রাহুল।

যন্ত্র সংগীতে: প্রেম, কল্প ও ঠাণ্ডারাম। যন্ত্র সংগীত শিল্পী, বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও।

উপস্থাপনায়: বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মোঃ আবুল হোসেন এবং জনাব মোঃ মাহমুদুন নবী (রাজা)।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের পশ্চিম প্রান্তে ফেস্টুন সম্বলিত বিশাল প্যান্ডেল এবং দৃষ্টিনন্দন বিরাট মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। মঞ্চের ডিজাইনার ছিলেন বিদ্যালয়ের কারু ও চারুকলা বিষয়ের সুযোগ্য শিক্ষক জনাব আবু তারেক মো: কাদিমুল ইসলাম (যাদু)। অনুষ্ঠানে শত শত অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শুভানুধ্যায়ী, শিক্ষানুরাগী ও মিডিয়াকর্মীর উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ উৎসব-আনন্দে ভরে উঠেছিল।

তথ্যসূত্রঃ

১. অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র।

২. অনুষ্ঠান সূচিপত্র

৩. দৈনিক লোকায়ন, ৫ম বর্ষ, ২৫৯ সংখ্যা, তাং ১১/৫/২০১৪ খ্রি.

৪. লেখকের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ বিদ্যালয়ের ও ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও সাফল্য

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে আসছে। এখানে সাম্প্রতিক কালের বিশেষ কিছু সফলতার উল্লেখ করা হলো।

খেলাধুলা ঃ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় ক্রিকেটে ২০০৭,২০০৮ ও ২০০৯ সালে এ বিদ্যালয় ঠাকুরগাঁও জেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০০৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। Standard Chartered young Tiger Under-16 ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও জেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত বয়সভিত্তিক অনুর্ধ্ব-১৪ বিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০১৫-২০১৬ এ 'ঠাকুরগাঁও জেলা ক্রীড়া সংস্থা' দলের হয়ে এ বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্র মোঃ সাদ ইবনে ওয়াইস, ৮ম-ক, রোল নং ৬১ এবং মোঃ হানিফ বিশ্বাস, ৮ম-গ, রোল নং ৫ অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় 'ঠাকুরগাঁও জেলা ক্রীড়া সংস্থা দল' রংপুর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এ বিদ্যালয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় ঠাকুরগাঁও জেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপ-অঞ্চলে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফুটবলে অনেকবার জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপ-অঞ্চলে অংশগ্রহণ করে। ২০০৫,২০০৬ ও ২০০৭ সালে এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় দু'টি ইভেন্টে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

কাবদলঃ এ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে রয়েছে কাবদল। এই কাবদলের নৈপুণ্য চোখে পড়ার মতো। ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিজয় দিবসের কুচ্ কাওয়াজে শিশু বিভাগে এ বিদ্যালয়ের কাবদল পূর্বের মতো ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করে। বিদ্যালয়ের ছয় সদস্যের একটি কাব-স্কাউট দল ইউনিট লিডার সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ ওমর আলীর নেতৃত্বে অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ২২-২৭ শে জানুয়ারি ২০১৬ তে অংশগ্রহণ করে। তারা ভিলেজভিত্তিক ক্যাম্পুরী প্রতিযোগিতায় জ্ঞান-জিজ্ঞাসা ইভেন্টে দ্বিতীয় স্থান এবং তাঁবুকলা ইভেন্টে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এ বিদ্যালয়ের কাবদল I Jenious প্রতিযোগিতা ২০১৬-এ বাংলাদেশে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এ ছাড়া কাব-স্কাউট থেকে এ বিদ্যালয় শাপলা কাব এ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। এ বছর (২০১৭ সালে) এ বিদ্যালয়ের ৬জন কাব-স্কাউট শাপলা কাব এ্যাওয়ার্ডে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীন হয়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৬ জনই শাপলা কাব এ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

স্কাউটিং ঃ শিশুদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শতবর্ষ পূর্বে স্যার ব্যাডেন পাওয়েল যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সেই আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে এ বিদ্যালয়ে গঠন করা হয়েছে স্কাউট দল। যতদূর জানা যায় ঠাকুরগাঁও জেলায় এ বিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু হয়। এ বিদ্যালয়ের

স্কাউট দল স্থানীয়,আঞ্চলিক, জাতীয় এবং বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে সাড়ম্বরে অংশগ্রহণ করে থাকে। ২৮ শে জুলাই ২০১৫ থেকে ০৮ই আগস্ট ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত জাপানে অনুষ্ঠিত '২৩ তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী ২০১৫' তে এ বিদ্যালয়ের আটজন স্কাউট ও ইউনিট লিডার সহকারী শিক্ষক জনাব মো: মাহাবুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। এ বিদ্যালয়ের যে আটজন স্কাউট উক্ত জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করেছিল তারা হলো:

ক্রমিক নং	নাম	শ্রেণি	শাখা
১	উজ্জ্বল কুমার বর্মন	১০ম	ঘ
২	নওরোজ হাসান নাহিন	৯ম	গ
৩	সানিউল কবির সানি	৯ম	ঘ
৪	মো: মোবাশ্বির হোসেন পিয়াল	৯ম	ক
৫	মুহা: শিহাব শারার নিহাল	৮ম	ক
৬	মো: রাকিন আবসার অর্ণব	৮ম	ক
৭	এম.জেড. তারেক হাসান মাহিন	৮ম	খ
৮	তাইয়্যেব মো: রাফসান জানি সুন্ময়	৮ম	খ

২৯শে ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ৪ঠা জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ভারতের কর্ণাটকের মাইশুরে অনুষ্ঠিত ১৭তম ভারতীয় জাতীয় স্কাউট জাম্বুরিতে এ বিদ্যালয়ের ১৩ জন স্কাউট সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে। এই ১৩জন স্কাউট হলো:

ক্রমিক নং	নাম	শ্রেণি	শাখা	রোল নং
০১	এম জেড তারেক হাসান মাহিন	১০ম	ক	০১
০২	মোঃ আহমেদুল হক কাব্য	১০ম	খ	১৮
০৩	মোঃ আব্দুল আউয়াল	১০ম	ক	২৩
০৪	মোঃ আজমাইন ইনকিয়াদ আকাশ	১০ম	ক	২৫
০৫	মোঃ সাহেদ হোসেন	১০ম	খ	৩০
০৬	মোঃ নাহিয়ান আব্দুল্লাহ	১০ম	ক	৪১
০৭	পার্থ প্রতিম রায় (পাপন)	১০ম	ক	৫৭
০৮	মোঃ মোবাশ্বির হোসেন পিয়াল	১০ম	খ	৬০
০৯	মোঃ হাবিবুল্লাহ রাহাত	১০ম	খ	৭৬
১০	মোঃ আব্দুল্লাহ আল কাফি	১০ম	খ	৭৮
১১	মোঃ আমানত আলী	১০ম	খ	৮২
১২	মোঃ রাকিন আবসার	১০ম	খ	৯৪
১৩	মোঃ ফজলে রাব্বী	১০ম	ঘ	৭৪

বি.এন.সি.সিঃ বাংলাদেশ টেরিটোরিয়াল ফোর্স (BTF) অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উইং এর অধীন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এর জুনিয়র ডিভিশনের ৩১ সদস্যের একটি প্লাটুন এ বিদ্যালয়ে রয়েছে। আর্মি উইং এর অধীন বিদ্যালয়ের এ প্লাটুন 'জ্ঞান, শৃঙ্খলা, একতা' এই মোটো নিয়ে বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। ২০১০ সালের মে মাসে দেশের সর্ব উত্তরের জেলাশহর পঞ্চগড়ে অনুষ্ঠিত মহাস্থান ব্যাটালিয়নের ক্যাপসুল প্রশিক্ষণে এ বিদ্যালয়ের আটজন ক্যাডেট সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে তৎকালীন নবম শ্রেণির ছাত্র ক্যাডেট জিহাদুল মারুফ হাসান প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে লিখিত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ২০১১ সালের ১২-২৮শে জানুয়ারি পর্যন্ত মহাস্থান রেজিমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির রাজশাহীতে এ বিদ্যালয়ের আটজন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে তাদের মধ্যে তৎকালীন দশম শ্রেণির ছাত্র ক্যাডেট মো: আল রুম্মান কবীর বেয়নেট ফাইটিং এ চ্যাম্পিয়ন পদক এবং নবম শ্রেণির ছাত্র ক্যাডেট সুলতানুল আরেফিন সুস্মিত লিখিত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ঐ বছরই দ্বিতীয় ক্যাপসুল প্রশিক্ষণে ক্যাডেট সেজান হোসেন উপস্থিত বক্তৃতা ও লিখিত পরীক্ষা উভয় ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে। ২০১৩ সালে ৪ মহাস্থান ব্যাটালিয়ন কর্তৃক আয়োজিত প্রথম ক্যাপসুল ট্রেনিং এ ক্যাডেট (এ বিদ্যালয়ের ছাত্র) সেজান হোসেন লিখিত পরীক্ষা ও বির্তক প্রতিযোগিতা উভয় ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে। ঐ বছরই রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ৪ মহাস্থান ব্যাটালিয়ন কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এ বিদ্যালয়ের ক্যাডেট মাসরুর সাকিব ইংরেজিতে উপস্থিত বক্তৃতায় ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে প্রথম এবং রেজিমেন্ট পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ২০১৪ সালে ৪ মহাস্থানে ব্যাটালিয়ন কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় ক্যাপসুল ট্রেনিং-এ বিদ্যালয়ের কৃতী ক্যাডেট মো: জোবায়ের হোসেন নম্র বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয়ে উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম স্থান এবং অপর কৃতী ক্যাডেট মো: মাসরুর সাকিব দাবায় প্রথম ও ইংরেজিতে উপস্থিত বক্তৃতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।২০১৬-২০১৭ প্রশিক্ষণ বর্ষে এ বিদ্যালয়ের ১৬জন ব্যাটালিয়ন ট্রেনিং এক্সারসাইজ, ৭জন রেজিমেন্ট ট্রেনিং এক্সারসাইজ, ৩জন জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরে কৃতীত্বের সাথে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। এ ছাড়াও এই বিএনসিসি দল বিদ্যালয়ের নানা কর্মকাণ্ডে এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপনে কুচকাওয়াজে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে আসছে। এ দলের শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্য সকলকে অভিভূত করে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে সফলতাঃ

২০১৩ সালঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় গণিত ও কম্পিউটার বিষয়ে রংপুর বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এ বিদ্যালয়ের তৎকালীন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মাসরুর সাকিব। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত মৌসুমী শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় জ্ঞান জিজ্ঞাসায় রংপুর বিভাগে প্রথম স্থান এবং সেজান হোসেন, জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র সেজান হোসেন, মাসরুর সাকিব, অনু জাকারিয়া এবং রাফি তাহিয়াত এর দল। বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ লিখনে রংপুর বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে তৎকালীন দশম শ্রেণির ছাত্র মো: সেজান হোসেন। প্রথম আলো-পেপসোডেন্ট আয়োজিত বির্তক প্রতিযোগিতায় দিনাজপুর অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন হয় এ বিদ্যালয়েরছাত্র সৌগত দেবনাথ, শামীম ফেরদৌস এবং রাফি তাহিয়াত এর দল।

২০১৪ সালঃ

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (১৪,১৫ ও ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪) ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় বির্তক, কুইজ ও ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনে বিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে।

জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে বির্তক প্রতিযোগিতায় এ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়। এই বির্তক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল তৎকালীন নবম শ্রেণির ছাত্র মাসরুর সাকিব, সোহেল রানা ও ইমামুন নূর । বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত মৌসুমী শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় জ্ঞান-জিজ্ঞাসা বিষয়ে রংপুর বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র সাজ্জাদ হোসেন, জুনায়েদ ইসলাম, তুষার রায় এবং হোসাইন মুজাহিদুল আল হামিম এর দল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় 'ক-গ্রুপে' বিজ্ঞান বিষয়ে রংপুর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে এ বিদ্যালয়ের তৎকালীন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মো: জুনায়েদ ইসলাম। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ইসলামী জ্ঞান বিষয়ে রংপুর বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে এ বিদ্যালয়ের তৎকালীন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র শিহাব মাহমুদ অমিয়।
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রাপ্তিতে এ বিদ্যালয় রংপুর বিভাগে প্রথম স্থান এবং সমগ্র বাংলাদেশে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এস.এস.সি এবং জে.এস.সি পরীক্ষায় এ বিদ্যালয় দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে যথাক্রমে তৃতীয় এবং পঞ্চম স্থান অর্জন করে।

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (২৬,২৭,২৮শে ডিসেম্বর ২০১৪) ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী মেলা ২০১৫ তে এ বিদ্যালয় ঠাকুরগাঁও জেলায় সেরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

২০১৫ সালঃ

০৯, ১০ ও ১১ই মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ঠাকুরগাঁওয়ে ৩৬ তম বিজ্ঞান মেলায় এ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রজেক্টের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। প্রজেক্ট প্রদর্শনে এ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা (জুনিয়র গ্রুপে) প্রথম ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে পুরস্কৃত হয়। এ ছাড়াও তারা পাঁচটি বিশেষ পুরস্কার লাভ করে । এ মেলায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা ও বির্তক প্রতিযোগিতায় এ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন এবং উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে।

ইন্টারনেট বিষয়ক প্রতিযোগিতা 'গ্রামীণফোন প্রথম আলো আইজেন ২০১৫' এ সারা দেশের দুই হাজার স্কুলের আট লক্ষ সত্তর হাজার শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে রংপুর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করে এ বিদ্যালয়ের পাঁচ জন শিক্ষার্থীর একটি দল। দলের সদস্যরা হলোঃ ইমামুন নূর (দলনেতা) এসএসসি-'১৬ (দিবা), শফিউর রহমান এস.এস.সি' ১৬ (প্রভাতি), সৌগত দেবনাথ, দশম শ্রেণি (দিবা) রিফাদুজ্জামান বিফাদ নবম শ্রেণি (প্রভাতী) এবং শাহেদ হোসেন, নবম শ্রেণি (প্রভাতী)।

জাতীয় শিশু মৌসুমী প্রতিযোগিতা ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অঞ্চল পর্যায়ে রানার্স আপ হয় এ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির চার জন শিক্ষার্থীর একটি দল । দলের সদস্যরা হলো : মো: জোবায়ের হোসেন নম্র, এম.জেড তারেক হাসান মাহিন, মো; জুনায়েদ ইসলাম এবং শিহাব মাহমুদ অমিয় (দলনেতা)।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত দেশব্যাপী চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০১৫ তে অংশগ্রহণ করে রংপুর বিভাগে 'গ' গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে এ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মো: জাওয়াদ রাফিদ, নবম শ্রেণি, 'গ' শাখা, রোল নং ২১।

২০১৬ সাল ঃ

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৬ তে এ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির কৃতী ছাত্র সৌগত দেবনাথ তবলায় 'খ' বিভাগে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

৩৭ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা ২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হয় এ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ৩ জন শিক্ষার্থীর একটি দল। একই প্রতিযোগিতায় রানার্স আপও হয় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। উক্ত মেলায় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সর্বাধিক সংখ্যক (৫৩ টি) প্রজেক্ট প্রদর্শন করে এবং প্রজেক্ট প্রদর্শনে তারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সহযোগিতায় বিভাগীয় প্রশাসন রংপুর কর্তৃক আয়োজিত ৭ ও ৮ই আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় তৃতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা ২০১৬' এ ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে জুনিয়র গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে। এই সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদ্যালয়কে মূল্যবান ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করে। উক্ত মেলায় এ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে চারজন শিক্ষার্থীর একটি দল অংশগ্রহণ করে। উক্ত দলের সদস্যরা হলো:

ক্রমিক নং	নাম	শ্রেণি	শাখা	রোল নং
১	একান্ত শর্মা	৭ম	গ	৮১
২	রেজওয়ান হাফিজ (বিশাল)	৭ম	গ	৯৭
৩	এইচ.এস ইবতিহাল (উৎস)	৭ম	ঘ	৪৬
৪	দিগন্ত শর্মা	৭ম	ঘ	৯৮

ইকো সোস্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক আয়োজিত ১১ই আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএস) এর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে 'আন্তঃ স্কুল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬'-এ বিতর্কভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোতিতায় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদ্যালয়কে ক্রেস্ট প্রদান করে। উক্ত

প্রতিযোগিতায় এ বিদ্যালয়ের সহাকরি শিক্ষক জনাব কিশোর কুমার ঝাঁ- এর নেতৃত্বে দশ জন শিক্ষার্থীর একটি দল অংশগ্রহণ করে। দলের সদস্যরা হলো :

ক্রমিক নং	নাম	শ্রেণি	শাখা	রোল নং
১	সৌগত দেবনাথ	১০ম	ঘ	০৬
২	মো: জুনায়েদ ইসলাম	৯ম	গ	৯
৩	সাজ্জাদ হোসেন	৯ম	গ	১৭
৪	উজ্জ্বল চন্দ্র বর্মন	৯ম	গ	৮১
৫	মো: বখতিয়ার আকিব	৮ম	ক	২৯
৬	মো: সোহান	৮ম	ক	৬৩
৭	মো: আবু সালেহ	৭ম	গ	২১
৮	মুনতাসির আহম্মেদ	৬ষ্ঠ	ক	১৯
৯	মো: মাহির তাজওয়ার	৬ষ্ঠ	ক	২৩
১০	মো: আজহারুল ইসলাম	৬ষ্ঠ	ক	৫৯

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় দশম শ্রেণির 'ঘ' শাখার ছাত্র (রোল নং ৪) সাব্বির আহম্মেদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। আবার ০৪/৯/২০১৬ তারিখে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় এ বিদ্যালয়ের উল্লিখিত ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে পুনরায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং দশম শ্রেণি 'ঘ' শাখার ছাত্র (রোল নং ৪) সাব্বির আহম্মেদ উক্ত অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ঠাকুরগাঁও জেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়। উক্ত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ২৬/১০/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃস্কুল টেবিল টেনিস টুর্ণামেন্ট ২০১৬ তে এ বিদ্যালয় দলীয়ভাবে ও এককভাবে উভয়ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হয়।

অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা হলোঃ
(১) ওয়াসিফ শাহরিয়ার, ষষ্ঠ-ক, রোল-২৫
(২) আব্দুল্লাহ আল মামুন, ষষ্ঠ-খ, রোল-১২০
(৩) আজমাঈন, ষষ্ঠ শ্রেণি।

২০১৭ সালঃ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭তে বিদ্যালয় ক্যাটাগরিতে এ বিদ্যালয় রংপুর বিভাগে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ক্রেস্ট ও সনদ প্রাপ্ত হয়। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭ তে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোঃ জুনায়েদ ইসলাম রুদ্র (১০ম শ্রেণি) বিতর্ক প্রতিযোগিতা (একক) এ রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে ২য় স্থান অধিকার করে এবং মোঃ জোবায়ের হোসেন নদ্র (১০ম শ্রেণি) রচনা লিখন প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে।

বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (২০১৩-২০১৬)খ্রি.

এ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড একটি চলমান প্রক্রিয়া। অতীতের মতো বর্তমানেও এ পক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

বিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট উদ্বোধনঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা। তাঁর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশব্যাপী চলছে নানামুখী কার্যক্রম। সেইসব কার্য সম্পাদনে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আখতারুজ্জামানের উদ্যোগে ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে এ বিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট (www.tgbhs.edu.bd) খোলা হয়। তবে এটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয় ১৭ই ডিসেম্বর ২০১৩, মঙ্গলবার বিকাল ৪-১০ মিনিটে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে। উপস্থিত হাজার হাজার ছাত্র, অভিভাবক ও সুধীজনের মুহুর্মুহু করতালির মাঝে উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঠাকুরগাঁও জেলার তৎকালীন সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব ফয়সাল মাহমুদ। সেদিন এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়ে বিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। উপস্থিত প্রত্যেক অভিভাবক-অভিভাবিকা স্ব স্ব মোবাইল সেটে তাঁদের সন্তানের পরীক্ষার ফল অবগত হয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। ঠাকুরগাঁও জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এ বিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম ওয়েব সাইট খোলা হয় এবং প্রথম ওয়েব সাইটে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশের এই পদ্ধতি পরবর্তীতে জেলার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করে। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্টিকাড়া বিরাট মঞ্চ ও প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়েছিল। মঞ্চের ডিজাইনার ছিলেন বিদ্যালয়ের চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিক্ষক জনাব আবু তারেক মোঃ কাদিমুল ইসলাম (যাদু)।

অনলাইনে মেসেজ প্রদানঃ ২০১৩ সাল থেকে বিদ্যালয়টির সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আকতারুজ্জামানের কর্মতৎপরতায় সকল ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মেসেজ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

উত্তরা ভবনে স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণঃ বিদ্যালয়ের বিশাল উত্তরা ভবন নির্মাণকালে সেখানে কোনো স্যানিটেশন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে ভবনটিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও পাঠদান কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদেরকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে ভবনটিতে সংযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত ভবনের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত পরিত্যাক্ত স্কাউট বিল্ডিং (১৯২০ সালের পূর্বে নির্মিত লাল বিল্ডিং) এর পশ্চিমাংশ ভেঙ্গে ফেলার কাজ শুরু হয়। বিদ্যালয়ের প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন স্বরূপ শত বছরের পুরনো এ ভবনটি ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তন ছাত্রগণের আপত্তির কারণে উক্ত কার্যক্রম স্থগিত হয়। কিন্তু ভবনটি সংস্কার করেও টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। তাই প্রায় আড়াই মাস পর মে মাসে উক্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয় এবং ভবনটির পশ্চিমাংশ ভেঙ্গে ফেলে সেখানে উত্তরা ভবনের দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত সংযুক্ত শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। ২০১৫ সালের মে মাসে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

ভবনসমূহের সংস্কারঃ ২০১৪-২০১৫ সালে বিদ্যালয়ের ভবনসমূহের সংস্কার সাধন এবং নতুন রঙে রঞ্জিত করা হয়। পূরবী ভবন ও উত্তরা ভবনের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় গ্রীল সংযোজন এবং পুরনো আসবাবপত্র মেরামত ও নতুন আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। এ সময় প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবু হোসেনের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের টিনশেড পুরাতন ভবনসমূহেরও সংস্কার করা হয়। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষক মিলনায়তন সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে বর্ধিত অংশের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু এখনো উক্ত কাজ সমাপ্ত হয় নি। বর্তমানে (২০১৬ সালে) উত্তরা ভবনের নিচ তলার (গ্রাউন্ড ফ্লোর) বারান্দায় গ্রীল সংযোজন এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি ও মেরামতের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

নোটিশ বোর্ড নির্মাণঃ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের দৈনন্দিন নানা বিষয়াদি শিক্ষার্থীদের অবহিত করার জন্য নোটিশ বোর্ড অপরিহার্য। পূর্ব থেকেই বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষক মিলনায়তনের বর্হিভাগের দেয়ালে একটি কাঠের নোটিশ বোর্ড টাঙ্গানো রয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একটি মাত্র নোটিশ বোর্ডে মাঝে মাঝে ছাত্রদের ভিড় জমে যায়। ছাত্রদের সুবিধার্থে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবু হোসেনের নির্দেশে ২০১৫ সালের ২৪ শে মার্চ তারিখে প্রশাসনিক ভবনের বাহিরে শিক্ষক মিলনায়তনের সম্মুখভাগে টিনের দোচালা বিশিষ্ট নোটিশ বোর্ড নির্মিত হয়। নির্মাণ কাজের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব পীযূষ কান্ত রায়।

শ্রেণি কক্ষে White Board প্রচলনঃ পূর্বে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে শ্রেণিকক্ষসমূহে **Black Board** ব্যবহৃত হতো। ব্লাকবোর্ডে লেখার জন্য চক ব্যবহার করা হতো যা স্বাস্থ্যসম্মত ছিল না। প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত চকের গুড়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করার ফলে অনেকে শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হতো। বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব মোঃ গোলাম রসুল এ বিদ্যালয়ে বদলী হয়ে এসে শ্রেণিকক্ষসমূহে ব্লাক বোর্ডের পরিবর্তে **White Board** ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাবের ভালো দিক বিবেচনা করে ২০০৯ সালে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবু হোসেন শ্রেণি কক্ষে **White Board** ব্যবহার প্রচলন করে।

Inner Road নির্মাণঃ ইতোপূর্বে ২০১৩ সালের মে মাসে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানের উদ্যোগে বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের পূর্বাংশে Inner Road নির্মিত হয়েছিল। ২০১৫ সালের মে মাসে তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবু হোসেনের উদ্যোগে মাঠের পশ্চিমাংশে Inner Road নির্মিত হয়।

মোটর সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণঃ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষকগণের মোটরসাইকেল সংরক্ষণের সুবিধার্থে ২০১৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবু হোসেনের উদ্যোগে প্রশাসনিক ভবনের পূর্বাংশের সঙ্গে (উত্তর পার্শ্বে) টিনের চালা বিশিষ্ট মোটরসাইকেল গ্যারেজ নির্মিত হয়।

ঘন্টা (Bell) ঝুলানোর বার নির্মাণঃ পরীক্ষা ও শ্রেণির কার্যক্রম চালানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে শিক্ষক মিলনায়তনের বাহিরে ঘন্টা ধ্বনির জন্য Bell ঝুলানোর কাঠের নির্মিত বার ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। প্রশাসনিক ভবনের উত্তর পার্শ্বে উত্তরা ভবন নির্মাণের পর অধিকাংশ শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রম সেখানে পরিচালিত হয়। ঘন্টা-ধ্বনি শ্রবণের সুবিধার্থে ২০১৫ সালের আগষ্ট মাসে শিক্ষক মিলনায়তনের উত্তর পার্শ্বে লোহার এ্যাংগেলের তৈরি Bell ঝুলানোর বার স্থাপন করা হয়।

বাস্কেট বল গ্রাউন্ড নির্মাণঃ বাস্কেট বল গ্রাউন্ডে নির্মাণ এ বিদ্যালয়ে খেলাধুলার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিগত বিশ শতকের তৃতীয় থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত সময়কে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ বলা হয়। সে সময় এ বিদ্যালয়ে বাস্কেট বলসহ ফুটবল , ভলিবল, ব্যাজবল, ব্যাডমিন্টন, হকি, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু ইত্যাদি নানা রকম খেলাধুলার প্রচলন ছিল। বিশ শতকের সপ্তম দশক পর্যন্ত বর্তমানে উত্তরা ভবনের সিঁড়ির সম্মুখে ফাঁকা জায়গাটি 'বাস্কেট বল মাঠ ' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে বাস্কেট বল খেলাসহ ব্যাজবল ও হকি খেলাও বন্ধ হয়ে যায়। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানের উদ্যোগে ২০১৬ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'বাস্কেট বল গ্রাউন্ড' তৈরির কাজ শুরু হয় এবং আগস্ট মাসে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। বর্তমানে এটি ঠাকুরগাঁও জেলার একমাত্র বাস্কেট বল গ্রাউন্ড। একজন চৌকস প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি এ বিদ্যালয়ে ব্যাজবল ও হকি খেলারও পুণঃপ্রচলন করবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

একটি নতুন রেওয়াজ প্রবর্তনঃ পূর্বে এ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্ররা তাদের শ্রেণি-কার্যক্রমের শেষ দিবসকে rag-day হিসেবে পালন করতে যেয়ে অনেকটা অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতো। এ দিনে তারা পরস্পর রঙ মাখামাখি , দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, একে অপরের পরিহিত পোশাক ছিন্ন করা ইত্যাদি করে কাটাতো । এসব করতে যেয়ে কখনো কখনো তারা বিদ্যালয়ের সীমানা পেরিয়ে যেতো যা কখনই কারো কাম্য ছিল না। এছাড়া নিম্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর এর মন্দ প্রভাব পড়তো। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান বহু বছরের প্রচলিত এ রীতির পরিবর্তন ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রদেরকে বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে উক্ত দিবস উদযাপন করার আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০১৪ সাল থেকে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এ দিবসটি উদযাপন করে আসছে। বর্তমানে এ দিবসে তাঁরা নিজ উদ্যোগে ছবি তোলা, গল্প বলা, কৌতুক ও সঙ্গীত পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে এবং পরিশেষে এক সঙ্গে আহার সমাপনের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। এ বিদ্যালয়ে শৈশব কাল থেকে অধ্যয়নকালে পরস্পরের মাঝে ভুলবুঝাবুঝি ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে এ দিবসে একে অন্যকে আপন করে নেওয়ার মনোভাব সকলের হৃদয়কে নাড়া দেয়।

গ্রন্থাগার সচলকরণঃ ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় যেমন দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তেমনি এখানে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। এ গ্রন্থাগারে রয়েছে 'বিশ্বকোষ' থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা লেখকগণের রচিত প্রাচীন ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থসহ প্রায় ১০০০০ (দশ হাজার) মূল্যবান গ্রন্থরাজির এক অপূর্ব সমারোহ। বর্তমানে প্রতিবছর সরকারি অনুদানে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কিন্তু এখানে গ্রন্থাগারের জন্য কোনো গ্রন্থাগারিক না থাকায় শিক্ষার্থীরা এখান থেকে তাদের কাঙ্খিত গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-পিপাসা অতৃপ্তই থেকে যায়। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চার আগ্রহ অনুধাবন করে বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষককে (জনাব কিশোর কুমার ঝাঁ) অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় দু'জন কর্মচারী নিয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

সেই সঙ্গে তিনি এর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি এবং পাঠ-কক্ষের ব্যবস্থা করেন। তবে গ্রন্থাগারের এ সমস্যার স্থায়ী-সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যালয়টিতে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করে দক্ষ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ দানের জন্য আমরা উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ কামনা করছি।

বৃক্ষরোপণঃ প্রতিবছর দেশে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদযাপনকালে এ বিদ্যালয়ের ফাঁকা জায়গায় বিলুপ্তপ্রায় বনজ, ফলদও ঔষধী বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয় । বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষসমূহের চারা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) জনাব মোহাম্মদ মোবারক আলীর ভূমিকা বেশ লক্ষণীয়। বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানের উদ্যোগে এ বছর (২০১৬ সাল) জুলাই মাসে মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের Inner Road সংলগ্ন ২৫ (পঁচিশটি) দেবদারু বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয় এবং সেগুলো সুরক্ষার জন্য মজবুতভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হয়।

বিদ্যালয়ের বড় মাঠের সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ ঠাকুরগাঁও শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত 'বড় মাঠ' নামে সুপরিচিত বিশাল মাঠটি ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বর্তমানে ঠাকুরগাঁও শহরের মানুষের নিকট ইহা বৈকালিক ও সান্ধ্যকালীন বিশ্রাম কেন্দ্র হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। এখানে প্রত্যহ শহরের ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু সংখ্যক নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী,শিশু-বৃদ্ধের সমাগম ঘটে। শহরের অনেকে একটু মুক্ত হাওয়ার পরশের আশায় এখানে ছুটে আসেন। এছাড়াও অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে মাঠটি ব্যবহৃত হয়। তাই মাঠটি সুরক্ষার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন যাবৎ এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছে। কিন্তু সাধ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট একাজ এতদিন সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে ঠাকুরগাঁও পৌরসভা। ঠাকুরগাঁও পৌরসভার ভূতপূর্ব মেয়র জনাব এম.এ মঈন পৌরসভার আর্থিক সহযোগিতায় মাঠটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণের আশ্বাস প্রদান করেন। এর ফলশ্রুতিতে পৌরসভার বিএমডিএফ প্রকল্পের অর্থায়নে ০৮ কার্তিক ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৩ শে অক্টোবর ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে, শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় ঠাকুরগাঁও-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি. মাঠটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন ও ভিত্তি স্থাপনের ফলক উন্মোচন করেন। এই নির্মাণ কাজে ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৮৪,৭২,৮৮৯ (চুরাশি লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত উননব্বই) টাকা। বর্তমানে এর নির্মাণ কাজ চলছে।

Key board তৈরি : যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কক্ষের তালার চাবি সংরক্ষণের জন্য কী বোর্ড '(Key board) অত্যাবশ্যক। ২০১৬ সালে এ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরি ও মেরামতকালে প্রধান শিক্ষক জনাব মো: অখতারুজামানের নির্দেশে আগস্ট মাসে **Key board** তৈরি করা হয়। ইতোপূর্বে এ বিদ্যালয়ে কানো 'কী বোর্ড' ছিল বলে জানা যায় না।

ক্যান্টিন নির্মাণ: ২০১৩ সালে ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নগদ মূল্যে হালকা টিফিন ক্রয়ের অস্থায়ী ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। ছাত্রদের মানসম্মত খাদ্যের কথা বিবেচনা করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আখতারুজ্জামান ২০১৬ সালে ক্যাম্পাসে স্থায়ী ক্যান্টিন চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি বিদ্যালয়ের পরিত্যাক্ত জিমনেসিয়ামের পশ্চিম পার্শ্বে বড় আকারে একটি আধাপাকা টিনশেড ঘর নির্মাণ

করেন। অক্টোবর ২০১৬-এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ক্যান্টিন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। নির্মাণ কাজে প্রায় ২,৫০,০০০/- টাকা ব্যয় হয় । এর নির্মাণ কাজে সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ মোবারক আলী। ২৩শে অক্টোবর ২০১৬ রবিবার থেকে এ নবনির্মিত ক্যান্টিন চালু হয়।

টেবিল টেনিস খেলার পুনঃ প্রচলনঃ দেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে এ বিদ্যালয়ে টেবিল টেনিস খেলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে এ খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর (২০১৬ সালে) আগস্ট মাসে দেশের অন্যতম নন গভার্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন ইএসডিও-র আয়োজনে এবং প্রধান শিক্ষকের আন্তরিকতায় ও সহযোগিতায় এ বিদ্যালয়ের তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণির ৩৬ জন শিক্ষার্থী টেবিল টেনিস খেলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ছাত্রদের এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে এ বিদ্যালয়ে পুণরায় খেলাটির প্রচলন হবে এটাই আমাদের কাম্য।

বিদ্যালয়ে Closed Circuit Camera (সি.সি. ক্যামেরা) সংযোজনঃ বিদ্যালয়ে কোনো দুষ্কৃতিকারী চক্রের অশুভ কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সার্বক্ষনিক ধারণ করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের চৌকস প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান ২০১৬ সালে বিদ্যালয়ে ক্লোজড সার্কিট (সি.সি) ক্যামেরা সংযোজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রাথমিকভাবে পাঁচটি সি.সি. ক্যামেরা সংযোজন করে ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্য বই প্রদান উৎসব শেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঠাকুরগাঁও-১ আসনের মাননীয় সাংসদ জনব রমেশ চন্দ্র সেন সকাল ১০টা ৩৫মিনিটে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে সুইচটিপে এই বিদ্যালয়ে সি.সি. ক্যামেরা উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য যে জানুয়ারি মাসেই বিদ্যালয়ে আরে ৫টি সি,সি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়। বর্তমানে এ ক্যামেরার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬টিতে। জনাব প্রধান শিক্ষকের অনুসরণীয় অন্যান্য পদক্ষেপের মতো ভবিষ্যতে এ পদক্ষেপটিও হয়তো এ অঞ্চলের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করবে।

অভিযোগ বাক্স তৈরিঃ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের অভিযোগ জানার জন্য প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আকতারুজ্জামানের নির্দেশে ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে একটি অভিযোগ বাক্স তৈরি করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনের বহির্ভাগে দেওয়ালে লাগানো হয়। ইতোপূর্বে এ বিদ্যালয়ে এ ধরনের কোনো অভিযোগ বাক্স ছিল না।

ডিসপ্লে বোর্ড তৈরিঃ বিদ্যালয়ের চৌকস প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন তথ্য এক নজরে প্রদর্শনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে ডিসপ্লে বোর্ড তৈরি করেন। এই বোর্ডে বিদ্যালয়টির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, জমির পরিমাণ, ভৌত অবকাঠামো, শ্রেণি, শাখা ও ধর্মভিত্তিক ছাত্র সংখ্যা, কর্মরত শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা এবং শিক্ষক-কর্মচারীর শূন্যপদ সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে।

বিভিন্ন সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা (২০১৪-২০১৭)

২০১৩ সালে প্রকাশিত এ বিদ্যালয়ের বার্ষিকী 'মালঞ্চ' র অষ্টম সংখ্যায় 'ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য' শিরোনাম নিবন্ধে ১৯১২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত (মাঝে কয়েক বছর ব্যতীত) বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণি ও শাখার ছাত্র সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সকল শ্রেণি ও শাখার ছাত্র সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

প্রভাতী শিফ্‌ট

সাল	শ্রেণি ও শাখা																সর্বমোট
	৩য় শ্রেণি		৪র্থ		৫ম		৬ষ্ঠ		৭ম		৮ম		৯ম		১০ম		
	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	
২০১৪	৬৩	৬০	৬০	৬০	৬১	৫৮	৬১	৬০	৫৭	৫৫	৫০	৪৫	৫৭	৫৮	৫৯	৫৭	৯২১
২০১৫	৬২	৬১	৬১	৬২	৫৯	৫৮	৬১	৫৭	৬১	৫৮	৫৬	৫৪	৪৬	৪৬	৫৯	৫৫	৯১৬
২০১৬	৬৩	৫৮	৬২	৬১	৬২	৬১	৬৭	৬৬	৬৫	৬৩	৬০	৬০	৫৯	৫৫	৪৯	৪৬	৯৫৭
২০১৭	৬০	৬০	৬১	৬২	৬২	৬১	৬২	৬২	৬৫	৬৩	৬২	৫৮	৬০	৬০	৫৬	৫৬	৯৭০

দিবা শিফ্‌ট

সাল	শ্রেণি ও শাখা																সর্বমোট
	৩য় শ্রেণি		৪র্থ		৫ম		৬ষ্ঠ		৭ম		৮ম		৯ম		১০ম		
	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	
২০১৪	৬১	৬১	৫৭	৫৯	৫২	৫১	৫৬	৫৫	৫৫	৫৮	৬৬	৬৪	৫৮	৫৮	৫৪	৫৪	৯১৯
২০১৫	৬১	৬১	৬৩	৬৫	৫৮	৬১	৪৯	৫০	৫৪	৫৭	৫৭	৫৭	৬৩	৬৫	৫৯	৫৬	৯৩৬
২০১৬	৬৩	৫৯	৬১	৬০	৬৩	৬২	৬৭	৬৫	৫৬	৫৩	৫৫	৫৫	৫৯	৫৯	৬৪	৬৩	৯৬৪
২০১৭	৬১	৬০	৬১	৬০	৬১	৬০	৬৩	৬২	৬৭	৬৫	৫৩	৫২	৫৫	৫৫	৫৮	৫৭	৯৫০

বিভিন্ন সালে এ বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা ও পাসের হার (২০১৪-২০১৬ খ্রি.)

(এসএসসি, জেএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষ)

'মালঞ্চ'র অষ্টম সংখ্যায় ২০১৩ পর্যন্ত এ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় এবং ২০১২ সাল পর্যন্ত জে.এস.সি. ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র সংখ্যা ও পাসের হার সহ পরীক্ষার সার্বিক ফল উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এস.এস.সি পরীক্ষায় এবং ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত জে.এস.সি. ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রসংখ্যা ও পরীক্ষার ফল উল্লেখ করা হলো।

এস.এস.সি. পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	জিপিএ ৫.০০	জিপিএ ৪<৫	জিপিএ ৩<৪	জিপিএ ২<৩	জিপিএ ১<২	মোট পাস	পাসের হার	মন্তব্য
২০১৪	২০৮	১৯১	১৭	-	-	-	২০৮	১০০%	বোর্ডে ৩য় স্থান
২০১৫	২২৪	১৩৯	৮৩	০২	-	-	২২৪	১০০%	বোর্ডে ১৪শ স্থান
২০১৬	২২৯	১৯৭	৩১	০১	-	-	২২৯	১০০%	
২০১৭	২২০	১৪৫	৭৩	২	-	-	২২০	১০০%	

জে.এস.সি. পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	জিপিএ ৫.০০	জিপিএ ৪<৫	জিপিএ ৩<৪	জিপিএ ২<৩	জিপিএ ১<২	মোট পাস	পাসের হার	মন্তব্য
২০১৩	২০৪	১৮৮	১৬	-	-	-	২০৪	১০০%	বোর্ডে ৩য় স্থান
২০১৪	২২৪	১৬৭	৫৭	-	-	-	২২৪	১০০%	বোর্ডে ৫ম স্থান
২০১৫	২২৪	১৯৭	২৭	-	-	-	২২৪	১০০%	
২০১৬	২২৯	২১২	১৭	-	-	-	২২৯	১০০%	

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	জিপিএ ৫.০০	জিপিএ ৪<৫	জিপিএ ৩<৪	জিপিএ ২<৩	জিপিএ ১<২	মোট পাস	পাসের হার	মন্তব্য
২০১৩	২৩৪	২০১	৩১	০২	-	-	২৩৪	১০০%	
২০১৪	২২০	২১৫	০৩	০১	০১	-	২২০	১০০%	
২০১৫	২৩৬	১৮১	৫৫	-	-	-	২৩৬	১০০%	
২০১৬	২৪৮	২৩৪	১৪	-	-	-	২৪৮	১০০%	

বিভিন্ন সালে এ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা (২০০৪- ২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত)

সুদূর অতীত কাল থেকে প্রতি বছর এ বিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্ট পুল ও সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়ে আসছে। এখানে ২০০৪ সাল থেকে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ও ২০০৫ সাল থেকে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা

সাল	ট্যালেন্ট পুল	সাধারণ	মোট	মন্তব্য
২০০৪	১৭	২৯	৪৬	
২০০৫	১৬	২৬	৪২	
২০০৬	১৩	২২	৩৫	
২০০৭	১৪	২৭	৪১	
২০০৮	১৫	৩৬	৫১	
২০০৯	১৮	২৮	৪৬	
২০১০	২৪	৪৫	৬৯	
২০১১	২৬	৪৯	৭৫	
২০১২	২৫	৪০	৬৫	
২০১৩	২৬	৪৯	৭৫	
২০১৪	২২	৩৮	৬০	
২০১৫	৩৪	৭৩	১০৭	
২০১৬	৩৫	৫১	৮৬	

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা

সাল	ট্যালেন্ট পুল	সাধারণ	মোট	মন্তব্য
২০০৫	২৩	০১	২৪	
২০০৬	৩১	০১	৩২	
২০০৭	৩৪	০২	৩৬	
২০০৮	৩১	০২	৩৩	
২০০৯	৩৭	০২	৩৯	
২০১০	৩৩	০৪	৩৭	
২০১১	৩৬	০২	৩৮	
২০১২	৪৪	০৩	৪৭	
২০১৩	৪৮	০৪	৫২	
২০১৪	৫৮	০৩	৬১	রংপুর বিভাগে ১ম স্থান এবং সমগ্র বাংলাদেশে ৪র্থ স্থান
২০১৫	৩৩	০২	৩৫	
২০১৬	৫৭	০৭	৬৪	

বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কেবিনেট গঠন -২০১৬ ও ২০১৭

বিদ্যালয়ের সুন্দর পারিপার্শ্বিক ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬ সালে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে স্টুডেন্ট কেবিনেট গঠিত হয়। সম্পূর্ণ নির্দলীয়ভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে এই স্টুডেন্ট গঠিত হয়। কেবিনেটের সদস্য সংখ্যা মোট আট জন। এ বিদ্যালয়ে দুই শিফটের জন্য দু'টি কেবিনেট গঠিত হয়। গোপন ব্যালোট পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ভোটে স্টুডেন্ট কেবিনেটের সদস্যরা নির্বাচিত হয়। স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকে নির্বাচন কমিশনার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। প্রভাতী ও দিবা শিফটের জন্য যথাক্রমে মোঃ আহসান হাবীব জিসান ও মোঃ ইফতেখার মাহমুদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হয়। প্রার্থীরা নির্ধারিত তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট নাম জমা দেয়। নাম বাছাইয়ের পর তাদেরকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়

প্রাঙ্গণে ছাত্রদের নিকট নিজেদের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ২১শে মার্চ ২০১৬ তারিখে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে ছাত্ররা তাদের পছন্দের প্রার্থীদেরকে ভোট প্রদান করে। ভোট প্রদানের সুবিধার্থে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য স্বতন্ত্র বুথ তৈরি করা হয়। ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কারচুপি রোধের জন্য প্রার্থীরা প্রত্যেক বুথে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করে। সকাল ৯.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলে। এভাবে প্রায় জাতীয় নির্বাচনের অনুকরণে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। বিদ্যালয়ের এই স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও তাদের দপ্তর নিম্নরূপ:

স্টুডেন্ট কেবিনেট-২০১৬
প্রভাতি শিফ্‌ট

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	শ্রেণি শাখা ও রোল নং	দপ্তর
০১	হীরা লাল রায় (প্রধান প্রতিনিধি)	১০ম-খ-০৪	আইসিটি
০২	মোঃ রাহেল	১০ম-ক-২৩	পরিবেশ সংরক্ষণ
০৩	এম.জেড.তারেক হাসান মাহিন	৯ম-ক-০১	ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহপাঠ কার্যক্রম
০৪	নুসরাত জামান লাবণ্য	৯ম-ক-০৯	পুস্তক ও শিখন সামগ্রী
০৫	শাফায়েত শাফী	৮ম-ক-০৭	স্বাস্থ্য
০৬	তাহমিদ আহমেদ কিউট	৮ম-খ-০৪	দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন এবং অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন
০৭	মাহাদী আহমেদ	৭ম -ক -১৯	বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি
০৮	আবিদ আবরার জীম	৬ষ্ঠ-ক-০১	পানি সম্পদ

স্টুডেন্ট কেবিনেট-২০১৬
দিবা শিফ্‌ট

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	শ্রেণি, শাখা ও রোল নং	দপ্তর
০১	লাবণ্য কুমার রায় (প্রধান প্রতিনিধি)	১০ম-গ-১১৩	আইসিটি
০২	মোঃ জাওয়াদ রাফিদ	১০ম-ঘ-১৮	ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহপাঠ কার্যক্রম
০৩	মুন্না পারভেজ	৯ম-গ-৮৭	দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন এবং অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন
০৪	ধীরেন্দ্র নাথ বর্মন	৯ম-ঘ-২৮	পরিবেশ সংরক্ষণ
০৫	মোঃ আশিকুজ্জামান	৮ম-গ-২১	পানি সম্পদ
০৬	সামিন ইশতিয়াক	৮ম-ঘ-২২	স্বাস্থ্য
০৭	সাজ্জাদ হোসেন শামীম	৭ম-ঘ-১০	বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি
০৮	মোঃ আরিফুল ইসলাম	৬ষ্ঠ-গ-০১	পুস্তক ও শিখন সামগ্রী

স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন ২০১৭

২৫শে জানুয়ারি ২০১৭ বুধবার স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলে এবং বিকাল ৪টায় নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয়। ফল ঘোষণা করে প্রভাতি ও দিবা শিফটের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র যথাক্রমে এম জেড তারেক হাসান মাহিন এবং জুনায়েদ ইসলাম।

স্টুডেন্ট কেবিনেট ২০১৭

প্রভাতি শিফট

ক্র.নং	নাম	শ্রেণী, শাখা ও রোল নং	দপ্তর
০১	মোঃ মোবাশ্বির হোসেন পিয়াল	১০-খ-৬০	আইসিটি
০২	মোঃ আব্দুল আউয়াল	১০-ক-২৩	পরিবেশ সংরক্ষণ
০৩	শাবিদ নেওয়াজ	৯ম-ক-০১	ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহপাঠ কার্যক্রম
০৪	শাফায়েত শাফী	৯ম-খ-২০	বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরী
০৫	জারিফ আহমেদ	৮ম-ক-৩৭	পুস্তক ও শিখন সামগ্রী
০৬	আবিদ আবরার জিম	৭ম-খ-০২	স্বাস্থ্য
০৭	মোঃ জাবের হোসেন নাবিল	৬ষ্ঠ-ক-১৯	পানি সম্পদ
০৮	মোঃ ফারহান সাদিক	৬ষ্ঠ-খ-১৬	দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন এবং অভ্যর্থন ও আপ্যায়ন

স্টুডেন্ট কেবিনেট ২০১৭

দিবা শিফট

ক্র.নং	নাম	শ্রেণি, শাখা ও রোল নং	দপ্তর
০১	মোঃ মুন্না পারভেজ	১০ম-গ-১০৩	বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরী
০২	ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন (বাপ্পী)	১০ম-ঘ-৩২	পরিবেশ সংরক্ষণ
০৩	তকী ওসমানী	৯ম-গ-৩১	আইসিটি
০৪	মোঃ মুনতাসির মুন	৯ম -ঘ-১৮	স্বাস্থ্য
০৫	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন শামীম	৮ম-ঘ-১০	ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহপাঠ কার্যক্রম
০৬	আহাদুন নবী নিশাদ	৭ম-গ-১৩	পানি সম্পদ
০৭	আব্রাহাম লিংকন	৭ম-ঘ-৫২	দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন এবং অভ্যর্থন ও আপ্যায়ন
০৮	মোঃ আব্দুল আখের রিয়াদ	৬ষ্ঠ-ঘ-১০	পুস্তক ও শিখন সামগ্রী

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়-২০১৬

বাংলাদেশের উত্তর জনপদে ঠাকুরগাঁও জেলাশহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ- ২০১৬ তে বিদ্যালয় ক্যাটাগরিতে এ বিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে নির্বাচিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পূর্বে উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে এ বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা, পাসের হার, মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, অভিভাবক সমাবেশ, ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ছাত্র- শিক্ষক অনুপাত, আইসিটির ব্যবহার, সহপাঠ্যক্রমিক কার্য সম্পাদন ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে এ বিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়রূপে নির্বাচিত হয়। সেই সঙ্গে এ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান রংপুর বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পূর্বে তিনি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৮ই মে ২০১৬, বুধবার রংপুর জেলা স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রংপুর বিভাগের সম্মানিত বিভাগীয় কমিশনার জনাব কাজী হাসান আহমেদ প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানকে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষকের (প্রতিষ্ঠান প্রধানের) সম্মাননা প্রদান করেন। শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রকাশনা, আইসিটি সম্পর্কে জ্ঞান, উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম, ছাত্র-শিক্ষকগণের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে অভিজ্ঞতা, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কি-না ইত্যাদি।

২৮ শে মে ২০১৬, শনিবার ঢাকা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়নে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে এ বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও মেডেল প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান এই সনদ ও মেডেল গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ। সভাপতিত্ব করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন।

দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র-শিক্ষক- কর্মচারীদের মধ্যে আনন্দ ও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী দিবস ২৯ শে মে, রবিবার সকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নৈশ কোচে ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ে পৌঁছিলে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীগণ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তাঁকে শহরের আমতলায় ঢাকা কোচ থেকে স্বতন্ত্র গাড়িতে করে বিদ্যালয়ে আনা হয়। এ সময় ছাত্র-শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে অফিসকক্ষ পর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন আনন্দ-ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকে। এরপর তিনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষকগণের মাঝে এ অর্জন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান উদযাপনের ঘোষণা দেন। এ সময় শিক্ষকগণের পক্ষ থেকে সহকারী শিক্ষক মোঃ জিয়াউর রহমান (প্রভাতী শিফ্‌ট) ও কিশোর কুমার কাঁ (দিবা শিফ্‌ট), ছাত্রদের পক্ষ থেকে দুই শিফ্‌টের স্টুডেন্ট কেবিনেটের প্রধান প্রতিনিধি হীরা লাল রায় ও লাবন্য কুমার রায়, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মোঃ জামাল উদ্দিন ও সাধন দাস প্রধান শিক্ষককে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। আনন্দের আতিশয্যে বিদ্যালয় কেন্টিনের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলম প্রধান শিক্ষককে ফুলের তোরা দিয়ে অভিনন্দন জানায়

১লা জুন ২০১৬, এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য দিনব্যাপী ব্যাপক কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিসমূহ ছিলঃ

(ক) সকাল ৮.৩০ টায় শহিদদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে ঠাকুরগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ
(খ) সকাল ৯.০০ টায় আনন্দ শোভাযাত্রা।
(গ) বেলা ৩.০০ টায় ছাত্রদের আঁকানো চিত্র, দেওয়াল পত্রিকা এবং বিভিন্ন কৃতিত্বের স্মারক প্রদর্শন।

(ঘ) বিকাল ৪.০০ টায় শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও আলোচনা সভা

(ঙ) সন্ধ্যা ৭.০০ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং

(চ) রাত ৯.০০ টায় আতশবাজি।

এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের পশ্চিম প্রান্তে বিশাল পান্ডেল এবং দৃষ্টিকাড়া বিরাট মঞ্চ তৈরি করা হয়। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের অভিভাবক এবং শহরের ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সুধীজনকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রণের জন্য শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতির স্মারক মেডেল ও সনদপত্রের ছবি সম্বলিত আমন্ত্রণ পত্র ছাপানো হয়। এ অনুষ্ঠানের আকর্ষণ, গুরুত্ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ উৎসব-অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করা হয়।

উক্ত দিবসে নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে কর্মসূচি পালন শুরু হয়। দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী জাতির বীর সন্তানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আনন্দ শোভাযাত্রার লক্ষ্যে সকাল ৯.৪৫ টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্ররা দুই সারিতে সুশৃঙ্খলভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রথমে বিদ্যালয়ের বড় মাঠে অবস্থিত ঠাকুরগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অতঃপর ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিশাল আনন্দ-শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ছাত্ররা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালের সঙ্গে নেচে গেয়ে আনন্দ-শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। বিশাল দীর্ঘ এ আনন্দ-শোভাযাত্রায় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অবলোকন করে শহরের অনেক মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। এই শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে শহরের ব্যান্ডপার্টিকে আহ্বান করা হয়েছিল। সকাল ১০.১৫ টায় শোভাযাত্রা শেষ করে ছাত্ররা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরে আসে। এরপর ছাত্রদেরকে টিফিন (হালকা নাস্তা) প্রদান করে দিবসের প্রথমার্ধের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। বেলা ৩.০০ টায় শুরু হয় দিবসের দ্বিতীয়ার্ধের কর্মসুচি। এ সময় ছাত্ররা তাদের আঁকানো বিভিন্ন চিত্র, দেওয়াল পত্রিকা এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের কৃতিত্বের স্মারক প্রদর্শন করে। তারা প্যান্ডেলের উত্তর পার্শ্বে দেয়াল পত্রিকা ও তাদের আঁকানো বিভিন্ন চিত্র এবং প্যান্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বিভিন্ন কৃতিত্বের স্মারক প্রদর্শন করে। বিকাল ৪.৪৫ টায় শুরু হয় শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও আলোচনা সভা। মঞ্চে অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণের পর পবিত্র কোরান তেলাওয়াত ও শ্রী শ্রী গীতা পাঠের মাধ্যমে এ পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দকে পুষ্পস্তবক প্রদান করা হয়। পুষ্পস্তবক প্রদান করে বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কেবিনেটের সদস্যবৃন্দ। মঞ্চে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব প্রফেসর আহমেদ হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেছিলেন দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সুযোগ্য সচিব জনাব মো: আমিনুল হক সরকার, ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ জনাব প্রফেসর ডক্টর লায়লা আরজুমান্দ বানু, ইকো- সোস্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ESDO) প্রতিষ্ঠাতা ও সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক ডক্টর মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সুযোগ্য জেলা শিক্ষা অফিসার কাজী সলিমুল্লাহ। এ ছাড়াও মঞ্চে উপবিষ্ঠ ছিলেন বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আখতারুজ্জামান। অতিথিবৃন্দকে পুষ্পস্তবক প্রদানের পর বিদ্যলয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আখতারুজ্জামান গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সহকারী শিক্ষক মো: মাহমুদুন নবী (রাজা)।

এরপর শুরু হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীকে সম্মাননা প্রদান। এ পর্বে বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কেবিনেটের প্রধান প্রতিনিধি হীরা লাল রায় (প্রভাতি শিফ্‌ট) এবং লাবন্য কুমার রায় (দিবা শিফ্‌ট) এর ঘোষণায় যথাক্রমে প্রভাতী ও দিবা শিফ্‌টের শিক্ষকমণ্ডলীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রদান করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অনুষ্ঠানের সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ।

অতঃপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে সম্মাননা প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর আহমেদ হোসেন। এই সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে কবিতা আবৃত্তিতে নির্বাচিত ছাত্র সাব্বির হোসেনকে পুরস্কার স্বরূপ বই প্রদান করা হয়। শিক্ষকমণ্ডলীকে সম্মাননা প্রদানের পর শুরু হয় বক্তব্য প্রদান ও আলোচনা পর্ব। প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে মোঃ সাবিক ইসলাম (নবম শ্রেণি, প্রভাতি শিফ্‌ট) এবং সৌগত দেবনাথ (দশম শ্রেণি, দিবা শিফ্‌ট) তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে। এরপর অভিভাবক এবং স্থানীয় সুধীজনের মধ্য থেকে বক্তব্য প্রদান করেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, আয়শা আকতার (তুলি), ঠাকুরগাঁও জেলার মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ আবু মোঃ খয়রুল কবির, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও অবসর প্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মুহম্মদ জালাল উদ-দীন এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও প্রবীন ছাত্র এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল করিম। অনুষ্ঠানের এ পর্বে অভিভাবক ও সুধীজনের বক্তব্যের মাঝে ESDO এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ESDO পরিচালিত ইকো পাঠশালা ও কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক জনাব মোঃ ইমরান আলীও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ প্রধান শিক্ষককে ফুলের তোড়া প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের এ পর্বের সঞ্চালক ছিলেন সহকারী শিক্ষক মোঃ মাহমুদুন নবী রাজা। এরপর বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কেবিনেটের প্রভাতী শিফ্‌টের প্রধান প্রতিনিধি হীরালাল রায়ের ঘোষণায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ এবং বিদ্যালয় মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করা হয়। অতঃপর পুনরায় সহকারী শিক্ষক মোঃ মাহমুদুন নবীর ঘোষণায় মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের পর তাঁদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মচারীবৃন্দ ও স্টুডেন্ট কেবিনেটের সদস্যবৃন্দের গ্রুপ ছবি তোলা হয়। তারপর অতিথিবৃন্দকে উপহার ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অতঃপর অনুষ্ঠানের সভাপতি ঠাকুরগাঁও জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ও বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি জনাব মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের এ পর্ব শেষ হয়।

এরপর রাত ৯.১৫ টায় বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বিশ্বনাথ রায়ের নির্দেশনায় এবং মোঃ মাহমুদুন নবীর পরিচালনায় শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ পর্বের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি সাংস্কৃতিক দল অংশ গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যন্ত্রশিল্পী ছিলেন বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের যন্ত্রশিল্পীবৃন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর রাত ১১.৩০ টায় চোখ ঝলসানো আতশবাজির মাধ্যমে এই আনন্দ উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত হওয়ায় ঠাকুরগাঁওয়ের উদীচি শিল্পীগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ঠাকুরগাঁও জেলা ইউনিট কমান্ড ৩রা ডিসেম্বর ২০১৬,

ঠাকুরগাঁও পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত দিবস উদ্‌যাপনকালে এ বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মাননা স্মারক মূল্যবান ক্রেস্ট প্রদান করেন। সেই সঙ্গে তারা এ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব আবু তারেক মোঃ কাদিমুল ইসলাম যাদুকেও সাংস্কৃতিক কর্মী, চিত্রশিল্পী ও শিক্ষক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করেন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭তে বিদ্যালয়টি পুনরায় বিভাগীয় পর্যায়ে (রংপুর বিভাগে) শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে ১৯৯২ সালে এ বিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় এবং তৎকালীন সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মুহম্মদ জালাল উদ-দীন রাজশাহী বিভাগে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন-২০১৬ খ্রি.

রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়ে থাকে। ১৪১৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (০৮/০৫/২০১১ খ্রিঃ) দেশব্যাপী সার্ধশত (১৫০ তম) রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী বেশ গুরুত্বসহকারে উদযাপিত হয়েছিল। উক্ত তারিখে এ বিদ্যালয়েও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। সেখানে কবির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা, কবির রচিত কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। ইতঃপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম-জয়ন্তী উদযাপনের কথা তেমন জানা যায় না। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান তাঁর প্রশাসনিক প্রজ্ঞার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদ্যালয়ের 'বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেন। এই কর্মপরিকল্পনায় 'রবীন্দ্র /নজরুল জন্ম-জয়ন্তী' উদযাপনের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করেন। বিদ্যালয় গ্রীষ্মকালীন ছুটির কারণে এ বছর (২০১৬ খ্রিঃ) যথা সময়ে উক্ত জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা সম্ভব হয়নি। গত ০৫/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ শনিবার বিকাল ৩.০০ টায় বিদ্যালয়ের মাল্টিপারপাজ ভবনে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম-জয়ন্তী একসঙ্গে উদযাপন করা হয়। সেখানে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের উভয় শিফ্‌টের (প্রভাতি ও দিবা) সকল শ্রেণি ও শাখার শিক্ষার্থীরা নানা রকম শ্রুতিমধুর নামে স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিনন্দন দেওয়াল পত্রিকা প্রদর্শন করে। উক্ত ভবনের অভ্যন্তরে দুই প্রান্তে (পূর্ব প্রান্তে দিবা এবং পশ্চিম প্রান্তে প্রভাতী) দুই শিফ্‌টের শিক্ষার্থীরা শ্রেণি ও শাখার ক্রম অনুযায়ী তাদের দেওয়াল পত্রিকা দ্বারা সুসজ্জিত করে তোলে। এই দেওয়াল পত্রিকা রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়।

গ্রুপগুলো হলোঃ

'ক' গ্রুপ (৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি)

'খ' গ্রুপ (৬ষ্ট শ্রেণি ও ৭ম শ্রেণি)

'গ' গ্রুপ (৮ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি)

দেওয়াল পত্রিকাগুলোর শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে উভয় শিফ্‌টের প্রতি গ্রুপে তিনটি করে পত্রিকা পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হয়। পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে গ্রুপভিত্তিক পত্রিকাগুলোর নাম এবং পুরস্কারের ধরন উল্লেখ করা হলোঃ

প্রভাতী শিফ্‌ট

গ্রুপ	শ্রেণি ও শাখা	পত্রিকার নাম	পুরস্কারের ধরন
ক	৩য়-ক	ক্ষুদে বন্ধু	
	৩য়-খ	কিশোলয়	সেকেন্ড রানার আপ
	৪র্থ- ক	দিবাকর	ফাস্ট রানার আপ
	৪র্থ- খ	প্রভাত	
	৫ম- ক	নীল দিগন্ত	
	৫ম- খ	স্বাধীনতা	চ্যাম্পিয়ন
খ	৬ষ্ঠ-ক	গীত বিতান	ফাস্ট রানার আপ
	৬ষ্ঠ-খ	বিচ্ছুরণ	
	৭ম-ক	দোলন চাঁপা	সেকেন্ড রানার আপ
	৭ম-খ	জল পড়ে পাতা নড়ে	চ্যাম্পিয়ন
গ	৮ম- ক ও খ	অগ্নিবীণা	ফাস্ট রানার আপ
	৯ম- ক	আলোর মিছিল	সেকেন্ড রানার আপ
	১০ম -ক	উল্লাস	
	১০ম -খ	আলোক শিখা	চ্যাম্পিয়ন

দিবা শিফ্‌ট

গ্রুপ	শ্রেণি ও শাখা	পত্রিকার নাম	পুরস্কারের ধরন
ক	৩য়-গ	-	
	৩য়-ঘ	উল্লাস	চ্যাম্পিয়ন
	৪র্থ- গ	দৈনিক ঠাকুরগাঁও	
	৪র্থ- ঘ	প্রজাপতি	সেকেন্ড রানার আপ
	৫ম- গ	নকশা	ফাস্ট রানার আপ
	৫ম- ঘ	ইচ্ছে ঘুড়ি	
খ	৬ষ্ঠ-গ	বিচিত্রা	
	৬ষ্ঠ-ঘ	পাতা বাহার	সেকেন্ড রানার আপ
	৭ম-গ	কবির জীবন থেকেপ্রভাতিত	চ্যাম্পিয়ন
	৭ ঘ	বাংলার হৃদয়	ফাস্ট রানার আপ
	৮ম- গ	ইচ্ছে ঘুড়ি	চ্যাম্পিয়ন
	৮ম-ঘ	বাংলার প্রজন্ম	
গ	৯ম-গ	রবীন্দ্র ও নজরুল স্মারক মঞ্চ	সেকেন্ড রানার আপ
	৯ম-ঘ	স্বপ্ন ঘুড়ি	
	১০ম- গ	বই পত্তর	
	১০ম- ঘ	পথিকৃৎ	ফাস্ট রানার আপ

আন্তঃশ্রেণি চূড়ান্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৬ খ্রি.

১লা সেপ্টেম্বর ২০১৬, বৃহস্পতিবার এ বিদ্যালয়ের আন্তঃ শ্রেণি চূড়ান্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রভাতী শিফ্‌ট বনাম দিবা শিফ্‌টের ছাত্রদের মধ্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আখতারুজ্জামামানের আকস্মিক সিদ্ধান্তে অন্য বছরের তুলনায় এ বছর অনেকটা ভিন্ন আঙ্গীকে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বেশ উপভোগ্য করে তোলা হয়। যতদূর জানা যায়, এ বিদ্যালয়ের আন্তঃশ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই প্রথম একজন উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁওয়ের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাসকে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ করা হয় এবং মঞ্চ তৈরি করা হয়। প্রধান অতিথির উপস্থিতিতে সকাল ৯.৩০টায় উভয় শিফ্‌টের শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে সমাবেশের (Assembelly) পর তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সকাল ১০.১৫ টায় বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাঙ্গণে উভয় শিফ্‌টের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির উপস্থিতির কারণে এই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। এই খেলা উপভোগের জন্য উভয় শিফ্‌টের প্রায় সকল ছাত্র এবং শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছিল। মাঠের চারপাশে দন্ডায়মান শত শত শিক্ষার্থীর উল্লাস আর উৎসাহ খেলোয়াড়দের মনোবল আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। শুধু ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীগণই নয়, রাস্তায় পথচারী এবং ছোট ছোট যানবাহন চালকগণও তাদের যাত্রা বিরতি দিয়ে এই উত্তেজনাকর খেলা উপভোগ করেন। খেলার প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটের সময় প্রভাতি শিফ্‌টের খেলোয়াড় শাওন গোল করার ফলে প্রভাতি শিফ্‌ট ১-০ গোলে এগিয়ে যায়। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে ৪০ মিনিটের সময় প্রভাতি শিফ্‌টের অপর খেলোয়াড় পিয়াল আরো একটি গোল করে। এ পর্যায়ে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় প্রভাতি শিফ্‌ট-২ এবং দিবা শিফ্‌ট-০। খেলার ফলাফলের এই অবস্থায় বেলা ১১.০০ টায় রেফারির খেলা সমাপ্তির হুইসেল বাজিয়ে উঠে। সেই সাথে শেষ হয় এই উপভোগ্য আন্তঃশ্রেণি চূড়ান্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৬। খেলা উপভোগের জন্য প্রধান শিক্ষক পূর্বেই নোটিশের মাধ্যমে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কর্মব্যস্ততার কারণে প্রধান অতিথি খেলা সমাপ্তির পূর্বেই বিদায় গ্রহণ করেন।

এ খেলার রেফারি ছিলেন ঠাকুরগাঁও আইডিয়াল হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ক্রীড়ামোদী কর্মচারী মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং সহকারী রেফারি ছিলেন ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের ছাত্র মোঃ আরিফ হোসেন ও মোঃ সৌরভ হাওলাদার। খেলার ধারা বর্ণনায় ছিল শিক্ষার্থী মোঃ সাবিক ইসলাম ৯ম/ক-৩১, জুনায়েদ ইসলাম ৯ম/গ-০৯, তারেক আহমেদ ১০ম/ঘ-৬২ এবং মোঃ ওয়ালি উল্লাহ ১০ম/ঘ-৯৮। মাঝে মাঝে আনন্দের আতিশয্যে দু'একজন শিক্ষকও ধারা বর্ণনায় অংশ নেন। খেলা শেষে প্রথমে খেলার আহ্বায়ক বিদ্যালয়ের প্রভাতী শিফ্‌টের ক্রীড়া শিক্ষক জনাব মোঃ আবু সায়েম জুলফিকার উভয় দলের খেলোয়াড়দের খেলার প্রশংসা করে তাদেরকে অভিনন্দন জানান এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান খেলোয়াড়দের নানা উপদেশ প্রদান করেন এবং খেলা পরিচালনার সাথে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। এরপর তিনি খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ উভয় দলকে গোল্ডেন কাপ এবং প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ব্যক্তিগতভাবে একটি করে মগ প্রদান করেন। এই মনোমুগ্ধকর খেলায় খেলোয়াড় হিসেবে যারা অংশ গ্রহণ করে তারা হলোঃ

প্রভাতি শিফ্‌ট

ক্রমিক	নাম	শ্রেণি	শাখা	রোল নং
০১	মোঃ সুজন	১০ম	ক	১৩
০২	বুলবুল আহমেদ	১০ম	ক	৩১
০৩	এ.বি.এম. জিহাদ	১০ম	খ	৫২
০৪	তাহমীদ ইব্রাহীম রাফী	৯ম	ক	১৭
০৫	জুলফিকার আলী জিলান	৯ম	ক	২১
০৬	মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম	৯ম	ক	২৩
০৭	মোবাশ্বির হোসেন পিয়াল	৯ম	ক	৫৫
০৮	আব্দুল্লাহ আল কাফি	৯ম	ক	৫৯
০৯	আজমাঈন ইনকিয়াদ আকাশ	৯ম	খ	৪০
১০	মোঃ গোলাম হোসেন	৯ম	খ	৫০
১১	মোঃ আহনাফ মুরশেদ	৯ম	খ	৯০
১২	মোঃ নুজহাত ইসলাম নির্জন	৮ম	ক	১৩
১৩	চিরঞ্জিত কুমার রায়	৮ম	ক	৩৩
১৪	মোঃ মেহেদী হাসান মিলু	৮ম	ক	৫৩
১৫	মোঃ শাওন	৮ম	ক	১৬
১৬	নূর হোসেন স্মরণ	৭ম	ক	৪৭

দিবা শিফ্‌ট

ক্রমিক	নাম	শ্রেণি	শাখা	রোল নং
০১	মোঃ ইফতেখার মাহমুদ চৌধুরী	১০ম	গ	১৩
০২	হাসান আল কামার (আলম)	১০ম	গ	২৩
০৩	মোঃ সাদিক সাব্বির সায়মন	১০ম	গ	৩৯
০৪	রুবাঈদ আহম্মদ রাকিন	১০ম	গ	৬৭
০৫	লাবণ্য কুমার রায় (বাপ্পী)	১০ম	গ	১১৩
০৬	মোঃ আবু হামজা	১০ম	ঘ	৪০
০৭	মোঃ আশিক আহমেদ	১০ম	ঘ	৪৮
০৮	মোঃ সাব্বির সাদাত রাদ	১০ম	ঘ	৮০
০৯	মেহের এলাহী	১০ম	ঘ	৯২
১০	মো: আদনান তাওসিফ	৯ম	গ	৩৩
১১	অনিক মন্ডল শান্ত	৯ম	গ	৫৫
১২	মোঃ মেহেদী হাসান	৯ম	গ	৮৩
১৩	মোঃ নাঈম হাসান	৯ম	ঘ	৮৬
১৪	মোঃ মমিনুর ইসলাম রবি	৮ম	গ	৩৭
১৫	আব্দুর নূর বোস্তামী (বাবলা)	৮ম	গ	৪৩

বিদ্যালয়-সভাপতির বিদায় সংবর্ধনা- ২০১৬

বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি, ঠাকুরগাঁওয়ের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস- এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এ প্রতিষ্ঠানের একটি স্মারণযোগ্য ঘটনা। আমাদের জানামতে এই প্রথম কোনো ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সভাপতির (জেলা প্রশাসকের) বিদায় উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

২২ শে সেপ্টেম্বর ২০১৬, সকাল ১০.০০ টায় সভাপতি মহোদয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে শিক্ষক মিলনায়তন পর্যন্ত দুই সারিতে দাঁড়িয়ে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। প্রধান শিক্ষক তাঁকে নিয়ে সরাসরি শিক্ষক মিলনায়তনে প্রবেশ করেন। আসন গ্রহণের পর প্রথমে তাঁকে ফুলের তোড়া প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ে দুই শিফটে সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনকারী দু'জন সিনিয়র শিক্ষক জনাব মোঃ আবু নাসের তাহের জামান চৌধুরী এবং জনাব পীযূষ কান্ত রায় ফুলের তোড়া প্রদান করেন। অতঃপর তাঁর উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন সহকারী শিক্ষক জনাব কিশোর কুমার কাঁ। এরপর শিক্ষকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে জনাব মোঃ মাহমুদুন নবী (রাজা) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সভাপতি মহোদয়ের অবদান উল্লেখ বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় মাঠে দিবা শিফটের ছাত্রদের প্রাত্যহিক সমাবেশে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করে পুনরায় শিক্ষক মিলনায়তনে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য দেন। বক্তব্যে তিনি বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের এবং শিক্ষকগণের যোগ্যতা ও পাঠদানের প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্য শেষে প্রধান শিক্ষক তাঁকে ক্রেস্ট প্রদান করেন। এরপর প্রধান শিক্ষক আবেগময় কণ্ঠে এ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সভাপতি মহোদয়ের অবদান এবং প্রতিষ্ঠানটির নানা কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে বক্তব্য প্রদান করেন। পরিশেষে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে তাঁর সহযোগিতা এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের সুস্বাস্থ্য ও উন্নতি কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

একাডেমিক কার্যক্রম

বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং এখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদেরকে সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিদ্যালয়টির একাডেমিক কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যসূচি প্রদানঃ বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম চালু আছে। .জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (N.C.T.B) কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রকাশিত পাঠ্য বইয়ের আলোকে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষা বছরের শুরুতে সকল শ্রেণির ছাত্রদের মাঝে পাঠ্যসূচি সরবরাহ করা হয়। পাঠ্যসূচিতে শিক্ষাবছরের প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য প্রতিটি বিষয়ের কোন কোন অংশ পড়তে হবে তা উল্লেখ থাকে। উক্ত পাঠ্যসূচিতে বছরের প্রত্যেক পরীক্ষা শুরুর সম্ভাব্য তারিখও উল্লেখ থাকে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য স্বতন্ত্রভাবে পুস্তিকাকারে উক্ত পাঠ্যসূচি ছাত্রদেরকে সরবরাহ করা হয়। পূর্বে নোটিশ আকারে ছাত্রদেরকে তা জানানো হতো।

পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি:

সরকারি নিয়ম-নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয়টিতে বাৎসরিক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিদ্যালয়টির পুরাতন নথিপত্র থেকে অতীতের বিভিন্ন শিক্ষাবছরে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য উল্লেখ করা হলো:

১৯২০------১৯৪৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বছরে তিনবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।
পরীক্ষাসমূহ হলো-১ম সাময়িক পরীক্ষা, ২য়সাময়িক পরীক্ষা এবং বার্ষিক পরীক্ষা।
১৯৪৫ ------ ১৯৫৯ খ্রিঃ পর্যন্ত বছরে দুই বার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।
পরীক্ষাসমূহ হলো- অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা ও বার্ষিক পরীক্ষা।
১৯৬০ ------ ১৯৬২ খ্রিঃ পর্যন্ত বছরে তিনবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।
১৯৬৩ ------ ১৯৬৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বছরে দুইবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।
১৯৬৭ ------ ১৯৭০ খ্রিঃ পর্যন্ত বছরে তিনবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।
১৯৭১ ------ ১৯৭৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বছরে দুইবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।
১৯৭৬ ------ ১৯৭৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বছরে তিনবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।
১৯৭৮ ------ ১৯৮৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বছরে দুইবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।
১৯৮৭ ------ ২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত বছরে তিনবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।
২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকার পুনরায় বছরে দুইবার পরীক্ষা গ্রহণের পরিপত্র জারী করেন। পরীক্ষাগুলো হলো অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা এবং বার্ষিক পরীক্ষা। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ৮ম শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি বিষয়ে ৫০ নম্বরের রচনামূলক ও ৫০ নম্বরের নৈর্বক্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। পরবর্তীতে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি এই পরীক্ষা পদ্ধতির অর্ন্তভূক্ত হয় এবং গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন-পদ্ধতির পরীক্ষা গ্রহণের নীতি পরিত্যাক্ত হয়। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিষয়সমূহে ৫০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্ন এবং ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের পরিবর্তে ৪০ নম্বরের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ২০১৬ সাল থেকে ৭০ নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্ন এবং ৩০ নম্বরের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ২০০৪ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষে পাঠদান চলাকালে প্রতি বিষয়ে ৩০% নম্বরের এস.বি.এ. পরীক্ষা গৃহীত হতো। সরকার ২০১৩ সাল থেকে উক্ত এস.বি.এ. পরীক্ষার জন্য প্রতি বিষয়ে ২০% নম্বর পুনঃ নির্ধারণ করে। এবং পরিক্ষার নাম 'ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন' (Continuous Assessment) নামে নামকরণ করেন।

বিদ্যালয়ের সময়সূচিঃ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয়টির স্বাভাবিক সময়সূচি ছিল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিদ্যালয়টিতে ডবল শিফট কার্যক্রম প্রবর্তিত হয় যথা: প্রভাতী শিফ্‌ট ও দিবা শিফ্‌ট।

প্রভাতী শিফ্‌টঃ প্রভাতী শিফ্‌টের কার্যক্রম সকাল ৭.০০ টায় শুরু হয় এবং বেলা ১১.৪৫ মিনিটে শেষ হয়। মাঝে ৩য় পিরিয়ডের পর ৩০ মিনিট বিরতি থাকে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের ৩য় পিরিয়ডের পর ছুটি হয়।

দিবা শিফ্টঃ দিবা শিফ্টের কার্যক্রম বেলা ১১.৪৫ মিনিটে শুরু হয় এবং বিকাল ৪.৫০ মিনিটে শেষ হয়। মাঝে ৩য় পিরিয়ডের পর ৩০ মিনিট বিরতি থাকে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের ৩য় পিরিয়ডের পর ছুটি হয়।

২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শনিবার থেকে বুধবার ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ছয় পিরিয়ড ও ৭ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সাত পিরিয়ড এবং বৃহস্পতিবারে বিরতিহীনভাবে পাঁচ পিরিয়ড শ্রেণি কার্যক্রম চলতো। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সপ্তাহে ৩৪ পিরিয়ড পাঠদানের পরিপত্র জারি হয়, অর্থাৎ শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত প্রত্যহ ছয় পিরিয়ড এবং বৃহস্পতিবার ৪ পিরিয়ড।

প্রাত্যহিক প্রারম্ভিক সমাবেশ (Assembly) অনুষ্ঠিতঃ প্রত্যহ বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অতীতের রেওয়াজ অনুযায়ী সংকেত ধ্বনি (সাইরেনের মতো শব্দ) বাজানো হয়। সংকেত ধ্বনি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ দ্রুত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সমাবেশ স্থলে সমবেত হয়ে শ্রেণি ও শাখা ভিত্তিক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর ব্যান্ডের ছন্দগত উত্থান-পতনের সঙ্গে তাল রেখে স্কুল ইউনিফর্ম পরিহিত ছাত্রদের অভ্যস্ত পদক্ষেপ সত্যিই দর্শনীয়। যেন সবুজের বুকে সবুজের অভিযান। অনির্বচনীয় আনন্দ আর উল্লাসে ভরে ওঠে দেহ-মন। শরীর চর্চা শিক্ষকের পরিচালনায় পর্যায়ক্রমে চলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, পতাকা অভিবাদন, পবিত্র কোরান তেলাওয়াত, শ্রী শ্রী মদভগবৎ গীতাপাঠ, শপথ গ্রহণ* ও সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনকালে হারমনিয়াম ও তবলা ব্যবহার করা হয় এবং সমাবেশ চলাকালে উচ্চ আওয়াজের জন্য মাইক ব্যবহার করা হয়। মাঝে মধ্যে প্রয়োজন বোধে প্রধান শিক্ষক মহোদয় কর্তৃক নতুন তথ্য অবগত করানো এবং উপদেশমূলক নাতিদীর্ঘ ভাষণে ছাত্র ও শিক্ষকগণ উৎসাহিত হন। এরপর ছাত্রদের শারীরিক আড়ষ্ঠতা দূর করার অভিপ্রায়ে শারীরিক শিক্ষকের হুইসেলের তালে তালে চলে দু'একটি শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন। পরিশেষে শৃঙ্খলার সাথে ব্যান্ডের তালে তালে পা ফেলে তারা চলে যায় নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষে। শুরু হয় দিবসের রুটিন মাফিক পাঠদান কার্যক্রম।

সমাবেশে সকল ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত থাকেন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সকাল ১০.৩০ মিনিটে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ডবল শিফ্ট প্রবর্তিত হলে প্রভাতী শিফ্টে সকাল ৭.০০ টায় এবং দিবা শিফ্টে বেলা ১১.৫০ মিনিটে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে জানুয়ারি এবং ১৪১৯ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার থেকে এ বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে কোরআন তেলাওয়াতের পর শ্রী শ্রী মদভগবৎ গীতা পাঠের রীতি চালু হয়। ইতঃপূর্বে শুধু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে (বার্ষিক মিলাদ অনুষ্ঠান ব্যতীত) পবিত্র কোরান তেলওয়াতের পর গীতা পাঠ করা হতো।

ছাত্র ভর্তি পদ্ধতিঃ বিদ্যালয়টিতে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের পাঠদান চললেও মূলতঃ উভয় শিফ্টে (প্রভাতী ও দিবা) তৃতীয় শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। শিক্ষা বছরের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে সাধরণতঃ ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ২০১০ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে ছাত্রের ২কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ ভর্তির জন্য আবেদন করতে হতো। ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সরকারি ভাবে নির্ধারিত এবং বিদ্যালয় হতে সরবরাহকৃত ফরমে আবেদন করতে হতো। ২০১৫ সাল থেকে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। ২০১২ সাল পর্যন্ত দেড়ঘন্টা সময়ব্যাপী ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। ভর্তির পূর্ববর্তী শ্রেণির টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে নিম্নরূপ ভাবে নম্বর বন্টন হতো। বাংলা- ৩৩, ইংরেজি-৩৩, গণিত-৩৪ নম্বর কিংবা বাংলা-৩০ ইংরেজি-৩০ এবং গণিত-৪০ নম্বর। মাঝে ২০০৯ সালে উক্ত বিষয় সমূহের সঙ্গে বিজ্ঞান ও পরিবেশ পরিচিতি সমাজ

বিষয় দুটিও অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। উক্ত সালে নম্বর বন্টনেও কিছুটা ভিন্নতা ছিল। এ বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা প্রবর্তনের প্রথম দিকে বিশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়সমূহে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। তবে ছাত্র নির্বাচনে লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো। মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর শরীরে কোনো ছোঁয়াচে রোগ, অস্বাভাবিক উচ্চতা ইত্যাদি শারীরিক ফিটনেসের দিক বিবেচনা করা হতো। পরবর্তীকালে (৮ম দশকের পর) মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি পরিত্যাগ করা হয় এবং ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালু হয়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিখতে হয় এবং উত্তরপত্রে আলাদা কোড নম্বর বসিয়ে (পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বরের অংশ কেটে রেখে) মূল্যায়ন করা হয়। ২০১৬ সালে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র আলাদা করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য টেকস্ট বুক কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে মোট ৫০ নম্বরের এক ঘন্টার লিখিত পরীক্ষা ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পরীক্ষার নম্বর বন্টন নিম্নরূপঃ বাংলা ১৫, ইংরেজি-১৫ এবং গণিত-২০ নম্বর। পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ছাত্রদের ভর্তির সময় নিম্নলিখিত কাগজ-পত্র জমা দিতে হয়ঃ

১. স্মারক নম্বর সম্বলিত পূর্ববর্তী বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র,
২. পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র,
৩. ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং
৪. বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি।

২০১০ সাল পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয় সমূহে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। ২০১০ সাল থেকে ৩য়-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত একটির স্থলে দুটি করে শাখা চালু করার কারণে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ব্যাপকভাবে ছাত্র ভর্তির সুযোগ বন্ধ হয়। তবে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে বর্তমানেও ৪র্থ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্বোক্ত বিষয় সমূহে ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নবম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে জে.এস.সি. পরীক্ষার ফলাফল অনুয়ায়ী ভর্তি করা হয়। এছাড়া অন্যত্র থেকে ঠাকুরগাঁও জেলা সদরে বদলি হয়ে আসা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অধ্যয়নরত পুত্র সন্তান এখানে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকে।

ছাত্র- বেতন আদায় পদ্ধতিঃ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি মাসে পূর্ব ঘোষিত ৩ থেকে ৪টি নির্ধারিত তারিখে ছাত্র-বেতন আদায় করা হতো। মাসে অধিক দিন ছাত্রদেরকে শ্রেণিতে পাঠদানের বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান ২০১২ সাল থেকে ছাত্রদের বেতন ও অন্যান্য ফি বছরে নিম্নলিখিত তিন পর্বে আদায় করার নিয়ম প্রবর্তন করেনঃ

১. জানুয়ারী মাসেঃ শিক্ষা বছরের সেশন চার্জসহ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত।
২. মে মাসেঃ মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি আদায়।
৩. সেপ্টেম্বর মাসেঃ সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি আদায়।

২০১৬ সাল থেকে ছাত্রদের বেতন ও অন্যান্য ফি বছরে দুইবার আদায় করা হয়।

১. জানুয়ারি মাসেঃ জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত।
২. জুলাই মাসেঃ জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত।

শ্রেণিতে পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখানোঃ

পরীক্ষার উত্তর প্রদানের ভূল-ত্রুটি শুধরানোর জন্য বার্ষিক পরীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষার উত্তরপত্র শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদেরকে দেখানো হয়। পূর্বে পরীক্ষার পর প্রায় ৮/১০ দিন ব্যাপী মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদেরকে দেখানো হতো। এতে বেশ কয়েকদিন শ্রেণিতে পাঠদানের ব্যাঘাত ঘটতো। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ২০০৭ সালে মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র শ্রেণিতে দেখানোর জন্য নির্দিষ্টভাবে দুইদিন নির্ধারণ করে দিতেন। শিক্ষকগণ নির্ধারিত দুই দিনে মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র শ্রেণিতে দেখানো শেষ করে থাকেন। এখনো এ নিয়ম কার্যকর আছে।

শিক্ষক-অভিভাবক মত বিনিময় সভাঃ

প্রতিবছর বিদ্যালয়ে একাধিকবার শিক্ষক-অভিভাবক মতবিনিয়ম সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য অভিভাবকগণের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। অভিভাবকগণের সঙ্গে মতবিনিময় শিক্ষার মানোন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই লক্ষ্যে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার পর অভিভাবকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় অভিভাবকগণকে তাঁদের সন্তানদের পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখানো হয়। এর ফলে একদিকে অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের পরীক্ষার ভূল-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং অপরদিকে শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কও নিবিড় ও সুদৃঢ় হয়। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, জে.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের অভিভাবকগণের সাথে আলাদা ভাবে একাধিকবার মতবিনিময় সভা করা হয়।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানঃ

প্রতিবছর অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বার্ষিক/নির্বাচনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে উভয় শিফ্টের প্রত্যেক শ্রেণির জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। এর ফলে অন্যান্য ছাত্ররাও আগামী দিনে পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

কর্মশালা আয়োজনঃ

একাডেমিক এবং বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যসহ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রতিবছর সকল শিক্ষকের সমন্বয়ে বিদ্যালয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ কর্মশালায় বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, রুটিন প্রণয়ন এবং বিদ্যালয় সম্পর্কিত অন্যান্য কার্য সম্পাদিত হয়। এর ফলে বছরব্যাপী বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজ হয়।

বিদ্যালয়ের প্রস্‌পেক্টাস প্রকাশঃ

প্রস্‌পেক্টাস একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এ বিদ্যালয়টি একটি শ্রেষ্ঠ ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হলেও এর পরিচিতি এবং একাডেমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের বর্ণনা সম্বলিত কোনো প্রস্‌পেক্টাস্ ছিল না। ফলে এর পরিচিতি, ঐতিহ্য এবং একাডেমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ কোনো ধারণা পেতো না। বর্তমান সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান বিদ্যালয়টির প্রস্‌পেক্টাস প্রবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেই অনুভব ও উপলব্ধি থেকেই তিনি ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এ বিদ্যালয়ের প্রস্‌পেক্টাস প্রকাশ করেন। পহেলা জানুয়ারি ২০১৭ এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।

অনলাইনে পরীক্ষার ফল প্রকাশঃ

বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানের উদ্যোগে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে অনলাইনে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। উক্ত সময় থেকে এ বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সকল পরীক্ষার ফল অনলাইনে প্রকাশ করা হয়।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে পাঠদানঃ

ঠাকুরগাঁও জেলায় এ বিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে পাঠদান কাজ শুরু হয়। বিদ্যালয়ে পাঠদানের এই কার্যক্রম দেশের শিক্ষাবিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নতুন আঙ্গিকে ছাত্রদের স্কুল আইডি কার্ড প্রদান প্রদানঃ

এ বিদ্যালয়ে ২০১৩ সাল থেকে ছাত্রদের জন্য গলায় ঝুলানো যে স্কুল আইডি কার্ড সরবরাহ করা হয়েছিল তা ছিল শুধু এক বৎসরের জন্য নির্ধারিত। শিক্ষাবর্ষের আবর্তনে ছাত্রদের শ্রেণি ও শাখার পরিবর্তন হলে উক্ত আইডি কার্ডের কার্যকারিতা থাকতো না। ফলে পরবর্তী নতুন শিক্ষাবর্ষে ছাত্রদেরকে পুনরায় নতুন আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে হতো। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্যও এই নতুন আইডি কার্ড যথাসময়ে সরবরাহ করা ছিল অসুবিধাজনক। ফলে উক্ত আইডি কার্ড কিছুটা সংস্কার করে ২০১৩ সালের পূর্বের মতো স্থায়ী স্কুল আইডি কার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্লাস্টিকের তৈরি নীল রঙের ফ্রেমে ৮.৫ সে.মি. × ৫.৫ সে.মি. পরিমাপের কার্ডে বিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও ইংরেজিতে ছাত্রের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্ম তারিখ, কন্টাক্ট নম্বর, রক্তের গ্রুপ, ছাত্রের আইডি নম্বর এবং বাংলা ও ইংরেজিতে বিদ্যালয়ের নাম সম্বলিত আইডি কার্ড তৈরি করা হয়। এই আইডি কার্ড এলাস্টিক জাতীয় সুতার সাহায্যে ছাত্রদের কোমরে প্যান্টের সঙ্গে আটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৫ সালের জুন মাস থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণিতে এই আইডি কার্ড সরবরাহ করা হয়।

অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণঃ

আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলছে। এরই অংশ হিসেবে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে অনলাইনে বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়।

অনলাইনে ছাত্র বেতন আদায়ঃ

প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এ বিদ্যলয়ের আরো একটি পদক্ষেপ হলো অনলাইনে ছাত্রদের বেতন আদায়। বিদ্যালয়ের চৌকস প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানের উদ্যোগ ও তৎপরতায় ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে অনলাইনে শিওর ক্যাশের মাধ্যমে ছাত্রদের বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি আদায় করা হয়।

ছাত্রদের ডায়েরি প্রদান ঃ

দৈনন্দিন ক্লাসে পাঠের বিষয়বস্তু ছাত্রদের অবগতির সুবিধার্থে বিদ্যালয়ের চৌকস প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান প্রত্যেক ছাত্রকে ডায়েরি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগে এ বিদ্যালয়ে এই প্রথম ছাত্রদেরকে ডায়েরি প্রদান করা হয়।

২০১৬ সাল থেকে শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা, বিদ্যালয়ের বার্ষিক একাডেমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির নাম এবং সে সব অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখসহ এই ডায়েরি তৈরি করা হয়। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রদেরকে ডায়েরি সরবরাহ করা হয়।

শিক্ষক-কর্মচারীগণের নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণের ফরম প্রবর্তনঃ

প্রধান শিক্ষা জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিদ্যালয়টির শিক্ষক কর্মচারীগণকে বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ও সরবরাহকৃত ফরম পূরণের মাধ্যমে নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তন করেন।

*ছাত্রগণ শপথ বাক্যের শব্দ সমূহের অর্থ অনুধাবন করলে তাদের দ্বারা কখনো কোনো অনিষ্টকর কার্য সংঘটিত হতো না।

তথ্যসূত্রঃ

১. পরীক্ষার ফলাফল বহিঃ ১৯২০ খ্রিঃ ২০১২ খ্রিঃপর্যন্ত
২. পরীক্ষার রুটিনঃ ১৯৫৯ খ্রিঃ থেকে ১৯৭২ খ্রিঃ
৩. পরীক্ষার উত্তর পত্র বন্টন রেজিস্টার ১৯৬৭ খ্রিঃ ১৯৭৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
৪. বিদ্যালয়ের প্রসপ্রেক্টাস, প্রথম প্রকাশ, প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ২০১২খ্রিঃ

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান-অর্জনের তথা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি সারা বছরব্যাপী নানা রকম সহপাঠ্যক্রমিক কার্যের মাধ্যমে তাদেরকে নানামূখী জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা হয়। বিদ্যালয়ে যে সব সহপাঠ্যক্রমিক কার্য পরিচালিত হয় সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

ক) খেলাধুলাঃ বিদ্যালয়ে প্রতি বছর উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সাড়ম্বরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া নৈপূর্ণ্য প্রদর্শনকারী ছাত্রদেরকে বিভিন্ন ইভেন্টে পারদর্শিতার জন্য ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ফুটবল, এ্যাথলেটিক্স-এ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপ অঞ্চলে ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় স্কুলে আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

খ) বার্ষিক শিক্ষা সফরঃ দেশের ঐতিহাসিক ও প্রাচীন নিদর্শনসমূহ এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে ছাত্রদের সরাসরি পরিচয় করানোর লক্ষ্যে প্রতিবছর মহাসমারোহে ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়।

গ) বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানঃ প্রতি বছর অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ উপলক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেমন- বিতর্ক, গান, উপস্থিত বক্তৃতা, গল্প বলা, অভিনয় ইত্যাদি। এছাড়াও এ অনুষ্ঠানে ছাত্ররা নাটক, কৌতুক, গান, অভিনয় ইত্যাদি পরিবেশন করে দর্শক-শ্রোতাকে অভিভূত করে।

ঘ) বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ও পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনঃ বিদ্যালয়ে প্রতি বছর ধর্মীয় ভাবগম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ও পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা হয়। ছাত্রদের

মধ্যে ধর্মীয় নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বক্তৃতা প্রদানের জন্য বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়াও মিলাদ মাহ্‌ফিল উপলক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে হামদ, নাত, উপস্থিত বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

ঙ) **সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপনঃ** হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা সমুন্নত রাখতে প্রতিবছর আনন্দমুখর পরিবেশে ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

চ) **স্কাউটিংঃ** শতবর্ষ পূর্বে স্যার ব্যাডেন পাওয়েল শিশুদেরকে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে স্কাউট আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর আদর্শের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে এ বিদ্যালয়ে স্কাউটিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে এ দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। স্কাউট দল পরিচালনা এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য একজন শিক্ষক 'ইউনিট লিডার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ছ) **কাব দলঃ** স্কাউটিং এর প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে কাব। বিদ্যালয়ের ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য রয়েছে কাব দল। এ দলের নৈপুণ্য সকলকে মুগ্ধ করে। কাবদল পরিচালনা এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য একজন শিক্ষক 'ইউনিট লিডার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জ) **যুব রেড ক্রিসেন্ট দলঃ** আর্ত-মানবতার সেবার লক্ষ্যে জন হেনরি ডুনাণ্ট গড়ে তুলেছিলেন রেডক্রস দল। শিক্ষার্থদের মধ্যে সেবার মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর আদর্শে গঠিত হয়েছে বিদ্যালয়ে যুব রেডক্রিসেন্ট দল। এ দল সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। রেডক্রিসেন্ট দল পরিচালনা এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য একজন শিক্ষক 'ইউনিট লিডার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঝ) **বি.এন.সি.সিঃ** এ বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর জুনিয়র ডিভিশনের ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বি.এন.সি.সি. প্লাটুন রয়েছে। বিদ্যালয়ের এবং জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে এই দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই দলের শৃঙ্খলা এবং নৈপুণ্য সকলকে অভিভূত করে। বি.এন.সি.সি. দল পরিচালনা এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য একজন শিক্ষক 'টিচার আন্ডার অফিসার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঞ) **ম্যাগাজিন প্রকাশঃ** ছাত্রদের সুপ্ত ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম হল 'স্কুল ম্যাগিজন'। ১৯৬৩ সাল থেকে 'মালঞ্চ' নামে এ বিদ্যালয়ে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়ে আসছে। অর্থ যোগাড় সাপেক্ষে কয়েক বছর পর পর এটি প্রকাশিত হয়। ইতঃপূর্বে এর অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিবছর শিক্ষার্থীরা দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। বিগত বিশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকের দিকে প্রতি সপ্তাহে 'সৈকত' শীর্ষক একটি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হতো বলে জানা যায়। বর্তমানে ছাত্ররা প্রতিবছর একাধিকবার দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে।

(ট) **বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানঃ** এ বিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর যে সব শিক্ষার্থী এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে তাদের জন্য বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ছাত্ররা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে থাকে। শিক্ষকগণও তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন এবং ছাত্রদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়ে থাকেন।

(ঠ) ২১ শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনঃ

বিদ্যালয়ে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় '২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন করা হয়। এ দিনে প্রভাতফেরি ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণান্তে এর চত্বরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ছাত্রদের মধ্যে চিত্রাংকন, আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়।

(ড) জাতীয় দিবস উদযাপনঃবিদ্যালয়ে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় দিবসসমূহ যথা- স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ), বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর), জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস (১৭ মার্চ) ও শাহাদত দিবস (১৫ আগষ্ট), মুজিবনগর দিবস (১৭ এপ্রিল) উদ্‌যাপন করা হয়। স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন। অন্যান্য দিবসসমূহ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পালন করা হয়। এসব দিবস উদ্‌যাপনে আলোচনা সভা ও ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যথা- কবিতা আবৃত্তি, ছবি আঁকা ও রচনা প্রতিযোগিতার আযোজন করা হয় এবং বিজয়ী প্রতিযোগিদের পুরস্কৃত করা হয়।

(ঢ) কৃতী ছাত্র সংবর্ধনাঃ

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর এস.এস.সি. জে.এস,সি. ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফল অর্জনকারী ছাত্রদেরকে এবং সেই সাথে উক্ত পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ সকল ছাত্রকে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হয়। কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এ অনুষ্ঠানে তাদেরকে সম্মাননা প্রদান ও পুরস্কৃত করা হয়।

(ণ) নবীন বরণ অনুষ্ঠানঃ

২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ বিদ্যালয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হয়। ২৭ শে জানুয়ারি ২০১৩ সালে এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রথমবারের মত 'নবীন বরণ' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান এ বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নবীন ছাত্রদের বরণের রীতি প্রবর্তন করেন।

(ত) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনঃ

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বাঙালি সাংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৪১৭ বঙ্গাব্দ (২০১০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে এ বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পহেলা বৈশাখ বা 'বাংলা নববর্ষ বরণ' অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। এ দিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অশ্বত্থ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বাংলা নববর্ষ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবহমান বাংলার বাঙালি সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান উল্লিখিত সন থেকে এ বিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের রীতি চালু করেন। সেই থেকে প্রতিবছর জাঁকজমকপূর্ণভাবে ১লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(থ) কবি রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপনঃ

১৪১৮ বঙ্গাব্দে (২০১১ খ্রিস্টাব্দে) দেশের অন্যান্য স্থানের মতো এ বিদ্যালয়েও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম (১৫০ তম) জন্ম-জয়ন্তী পালিত হয়। উক্ত বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ এ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়াতলে কবির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা, কবির রচিত কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়।

(দ) বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানঃ

ছাত্রদেরকে যুক্তিবাদীরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বিদ্যালয়ে প্রতি বছর আন্তঃশ্রেণি বির্তক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান মঞ্চে ছাত্রদের মধ্যে ইংলিশ ডিবেট অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকে।

(ধ) এলবাম (Album) প্রকাশঃ

ছাত্রদের শৈশবকালের স্কুল জীবনের স্মৃতিকে ধারণ করার লক্ষ্যে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা, পরীক্ষার রোল নম্বর এবং ছবি সম্বলিত এলবাম প্রকাশ করা হয়। এ বিদ্যালয়ে এলবাম প্রকাশের উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন বিদ্যালয়টির সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ সেকান্দার আলী খলিফা। এই এলবামের মাধ্যমে ছাত্ররা তাদের দীর্ঘ স্কুল জীবনের সহপাঠীদের চিরচেনা মুখগুলো ভবিষ্যতে খুঁজে পাবে। এ বিদ্যালয়ের এলবাম প্রকাশ পরবর্তীতে শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করে।

(ন) নীতিকথা বা নীতিবাক্য লিখনঃ

ছাত্রদের মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও নৈতিক গুণাবলি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ সেকান্দার আলী খলিফা প্রতি শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ডের উপরিভাগে পাঁচটি নীতিকথা সম্বলিত পোস্টার লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। নীতি কথাগুলো হলো:

সদা সত্য কথা বলিবে।
মিথ্যা বলা মহাপাপ।
গুরুজনকে সদা মান্য করিবে।
মা এর পদতলে সন্তানের বেহেশত্।
অধ্যয়নই ছাত্রদের মূল তপস্যা।

এরপর বর্তমান প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জান ২০১০ সালে বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের বহির্ভাগে ধর্মীয় নীতিবাক্য এবং মনীষীদের উপদেশমূলক বাণী লিখনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেওয়ালে এই সব নীতিবাক্য ও বাণী লিখন শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করে।

শিক্ষার্থীদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় উদ্বুদ্ধকরণঃ

পূর্বে (২০০৯-১০ সালের দিকে) এ বিদ্যালয়ের প্রাইমারি পর্যায়ের ২/১টি শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণি কক্ষের ছেঁড়া কাগজ রাখার জন্য ২/১টাকা চাঁদা প্রদান করে স্বীয় উদ্যোগে তাদের শ্রেণি কক্ষে প্লাস্টিকের

ঝুড়ি কিনে রাখত। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান এ বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নানা ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। ২০১৪ সাল থেকে তিনি ছাত্রদের অপ্রয়োজনীয় ও ছেঁড়া কাগজপত্র ফেলার জন্য প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পয়েন্টে ঝুড়ি রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্বুদ্ধকরণে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এখন অনেক সচেতন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা

এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্ররা নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেঃ

ক) অবৈতনিক সুবিধা ঃ
প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা বিনা বেতনে এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রত্যেক আর্থিক বছরে (জুলাই মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত) বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রের ৫% দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়াও মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদেরকে বিদ্যালয়ের দরিদ্র তহবিল থেকে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। অবৈতনিক সুবিধা লাভ এবং দরিদ্র তহবিল থেকে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর, উত্তম আচরণ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরীক্ষায় ভালো ফল ইত্যাদি বিষয় শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

খ) টিফিন ব্যবস্থাঃ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে শ্রেণিতে পাঠদান কার্যক্রম চলাকালীন টিফিন পিরিয়ডে যথাসাধ্য উন্নতমানের টিফিন সরবরাহ করা হয়ে থাকে। শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত টিফিন দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস কার্যক্রম চলে বিধায় এ দিন টিফিন সরবরাহ করা হয় না।

গ) গ্রন্থাগার সুবিধাঃ বিদ্যালয়ে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। এখানে রয়েছে বিভিন্ন অভিধান ও বাংলা পিডিয়াসহ বিখ্যাত লেখকগণের রচিত গ্রন্থাবলী। রয়েছে বিভিন্ন রেফারেন্স বই। লাইব্রেরির দায়িত্বে রয়েছেন একজন শিক্ষক ও দুইজন কর্মচারী। ছাত্র-শিক্ষকগণ এখান থেকে বই ব্যবহার করতে পারেন।

ঘ) কম্পিউটার সুবিধাঃ বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদান করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে রয়েছে একটি মিনি কম্পিউটার ল্যাব। এই ল্যাবে বিসিসি কর্তৃক প্রদত্ত ওয়াইড স্ক্রীন এল.সি.ডি. মনিটরসহ ২০টি কম্পিউটার ও ১০টি প্রজেক্টর রয়েছে। এই কম্পিউটার ল্যাব থেকে শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট সুবিধা এবং কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

(ঙ) বিজ্ঞানাগার সুবিধাঃ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য রয়েছে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানাগার। এখানে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারিক ক্লাস করানো হয়।

চ) সাইকেল রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাঃ এই বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থী দূর-দূরান্ত থেকে বাই-সাইকেলে আসা যাওয়া করে। সাইকেলগুলো নিরাপদে রাখার জন্য বিদ্যালয়ে রয়েছে সাইকেল ষ্ট্যান্ড। সাইকেলসমূহ তদারকির জন্য বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুই শিফটে দুইজন কর্মচারী সার্বক্ষণিক পাহারায় নিয়োজিত থাকে।

ছ) হোস্টেল ব্যবস্থাঃ বিদ্যালয়ের দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের আবাসনের সুবিধার জন্য রয়েছে মুসলিম হোস্টেল। এখানে শতাধিক ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা আছে। হোস্টেলে অবস্থানরত ছাত্রদের তদারকির জন্য বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হোস্টেল সুপারিন্টেডেন্ট হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়াও হোস্টেল পরিচালনার জন্য একটি আলাদা কমিটিও রয়েছে।

(জ) ক্যান্টিন সুবিধাঃ শ্রেণি কার্যক্রমের বিরতিকালে নগদ মূল্যে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্মত হালকা খাবার ক্রয়ের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ক্যান্টিন নির্মাণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ ০১. বিদ্যালয়ের প্রসপ্রেক্টাস, প্রথম প্রকাশ, প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিঃ

বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষধের সভাপতি ও সেক্রেটারীগণ

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি এম.ই. স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর পরিচালনা পরিষদে কারা ছিলেন এবং কতজন সদস্য নিয়ে সেই পরিচালনা পরিষদ গঠিত হতো তা জানা যায় নি। তবে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ বিদ্যালয়টি এম.ই. স্কুল থেকে এইচ.ই. স্কুলে (উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে) রূপান্তরকালে এর পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট (সভাপতি) ছিলেন দিনাজপুর জেলার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. F.J. Jeffries.। তিনি বিদ্যালয়টি এইচ. ই. স্কুলে রূপান্তরের পূর্বে এম. ই. স্কুলরূপে থাকাকালীনও এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন বলে জানা যায়। সুতরাং ধারণা করা যায়, বিদ্যলয়টি এম.ই. স্কুলরূপে থাকাকালীন দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণই পদাধিকারবলে (একস্ অফিসিও) এর পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের এস.ডি.ও. গণ পদাধিকারবলে প্রেসিডেন্ট মনোনীত হতেন। মাঝে ১৯৫৪ সালে জনাব আব্দুল জব্বার নামক জনৈক মহকুমা ইন্সপেক্টর অব স্কুলস সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী কালে ঠাকুরগাঁওয়ের এস.ডি.ও. গণ পুনরায় এর সভাপতি মনোনীত হতেন। ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হলে জেলা প্রশাসকগণ পদাধিকারবলে সভাপতি মনোনীত হয়ে আসছেন। নিম্নে বিদ্যালয়টির পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট (সভাপতি) ও সেক্রেটারীগণের নাম এবং কার্যকাল উল্লেখ করা হলোঃ

প্রেসিডেন্ট (সভাপতি) গণ

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল
১.	মি.ই.ডি. ওয়েস্ট মেস্ট	১৮৭৫-১৮৭৭ পর্যন্ত
২.	মি.ই.ই. গ্রেজিয়ার	১৮৭৭-১৯৮০ "
৩.	মি.ই.আই. বেটন	১৮৮০-১৮৮১ "
৪.	মি.ই.ই. গ্রেজিয়ার (২য়বার)	১৮৮১-১৮৮৩ "
৫.	মি.আই.আই. ডোলার	১৮৮৩-১৮৮৫ "
৬.	মি.এইচ.এম.বিডন	১৮৮৫-১৮৮৭ "
৭.	মি.সি.আর. মেরিন্ডিন	১৮৮৭-১৮৮৮ "
৮.	মি.এইচ.এফ.জে.মেশুরী	১৮৮৮-১৮৯০ "
৯.	মি. রমেশ চন্দ্র দত্ত	১৮৯০-১৮৯১ "

১০.	মি.এইচ.ফিলিপ্স	১৮৯১-১৮৯৩ "
১১.	মি.এইচ.টমসন	১৮৯৩-১৮৯৬ "
১২.	মি.এল.পালিত	১৮৯৬-১৮৯৭ "
১৩.	মি. নন্দ কুমার বসু	১৮৯৭-১৮৯৯ "
১৪.	মি. জেফার্স	১৮৯৯-১৯০১ "
১৫.	মি. গ্যারট	১৯০১-১৯০৩ "
১৬.	মি. এফ.জে.জেফ্রিস	১৯০৩-১৯০৫ "
১৭.	মি. কিরট চন্দ্র দে	১৯০৫-১৯০৮ "
১৮.	মি. ফেঞ্চ	১৯০৮-১৯০৯ "
১৯.	মি. ভ্যাস	১৯০৯-১৯১০ "
২০.	মি. এফ. ডাব্লিউ. স্ট্রং	১৯১০-১৯১২ "
২১.	মি. হ্যারউড	১৯১২-১৯১৪ "
২২.	মি.ওয়াডেল	১৯১৪-১৯১৫ "
২৩.	মি. বেনহাম কার্টার	১৯১৫-১৯১৭ "
২৪.	মি.আর. জি. ইজিকেল আই.সি.এস.	১৯১৭-১৯১৮ "
২৫.	মি. হ্যালি ফ্যাক্স আই.সি.এস	১৯১৮-১৯১৮ "

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের এস.ডি.ও. গণ পদাধিকারবলে এ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হতেন। কিন্তু ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁওয়ের এস.ডি.ও গণের নাম ও কার্যকাল অবগত হওয়া সম্ভব হয়নি। উক্ত সময়ের পর যাঁরা ঠাকুরগাঁওয়ের মহকুমা প্রশাসক (এস.ডি.ও.) ছিলেন এবং পদাধিকারবলে এ বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি মনোনীত হতেন তাঁরা হলেনঃ

২৬.	মি. ফনি ভূষণ মুখার্জী	১৯২৮-১৯৩১ "
২৭.	মি. দ্বীজেন্দ্র নাথ সাহা	১৯৩১-১৯৩৩ "
২৮.	মি. খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ	১৯৩৩-১৯৩৫ "
২৯.	মি. আমিন উল্লাহ	১৯৩৫-১৯৩৯ "
৩০.	মি. আলতাফুর রহমান খান	১৯৩৯-১৯৪২ "
৩১.	মি. মিজানুর রহমান	১৯৪২-১৯৪৩ "
৩২.	মি. এম. মাসুদ	১৯৪৩-১৯৪৪ "

৩৩.	মি.খোরশেদ আলম চৌধুরী	১৯৪৪-১৯৪৫ "
৩৪.	মি. এস.সি. ভট্টাচার্য	১৯৪৫-১৯৪৬ "
৩৫.	মি. বি.কে. চ্যাটার্জী	১৯৪৬-১৯৪৭ "
৩৬.	মি. খোন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন	১৯৪৭-১৯৫০ "
৩৭.	মি. এ.ও. রাজিউর রহমান	১৯৫০-১৯৫১ "
৩৮.	মি. আলতাফ গওহর সি.এস.পি.	১৯৫১-১৯৫২ "
৩৯.	মি. এস.বি. চৌধুরী	১৯৫২-১৯৫৩ "
৪০.	মি. এস. এস. নাসিম	১৯৫৩-১৯৫৪ "
৪১.	মি. আব্দুল জব্বার (মহকুমা ইন্সপেক্টর অব স্কুলস)	১৯৫৪-১৯৫৪ "
৪২.	মি. জেড.এ. তৈমুরী সি.এস.পি.	১৯৫৪-১৯৫৫ "
৪৩.	মি. কাজী মহব্বত আলী	১৯৫৫-১৯৫৭ "
৪৪.	মি. এম. উমেদ আলী	১৯৫৭-১৯৫৯ "
৪৫.	মি.এস.আই. কে. খলিল	১৯৫৯-১৯৫৯ "
৪৬.	মি.আনিসুজ্জামান	১৯৫৯-১৯৬০ "
৪৭.	মি. খোরসেদ আলম সি.এস.পি.	১৯৬০-১৯৬১ "
৪৮.	মি. সৈয়দ জিল্লুর রহমান	১৯৬১-১৯৬৪ "
৪৯.	মি. মোসলেম উদ্দীন	১৯৬৪-১৯৬৫ "
৫০.	সি.এম . আজিজুল হক সি.এস.পি.	১৯৬৫-১৯৬৬ "
৫১.	মি. মোঃ ইসমাইল	১৯৬৬-১৯৬৭ "
৫২.	মি.আগা.এন.আর. চৌধুরী	১৯৬৭-১৯৬৯ "
৫৩.	মি. মাহে আলম	১৯৬৯-১৯৭০ "
৫৪.	মি. নিসারুল হামিদ	১৯৭০-১৯৭০ "
৫৫.	মি. মির্জা এ. ওয়াই. তসলিম উদ্দীন	১৯৭০-১৯৭১ "
৫৬.	মি. আমানতুল্লাহ	১৩/১২/১৯৭১-২১/১২/১৯৭১ "
৫৭.	মি. ফারুক আহমেদ	২৩/১২/১৯৭১-৩১/৩/১৯৭২ "
৫৮.	মি. ফজলুর রহমান	০১/০৪/১৯৭২-২৭/৪/১৯৭৩ "
৫৯.	মি. এস.এস. চাকমা	২৮/৫/১৯৭৩-১৮/৬/১৯৭৫ "
৬০.	মি. আফতাব উদ্দীন মণ্ডল	১৯/৬/১৯৭৫-১২/৩/১৯৭৭ "
৬১.	মি. আখতার হোসেন খান	১২/০৩/১৯৭৭-২৪/০২/১৯৭৯ "
৬২.	মি. এহিয়া চৌধুরী	১২/০৩/১৯৭৯-১৪/০৭/১৯৮০ "
৬৩.	মি. মোঃ কামাল উদ্দীন	১৫/০৭/১৯৮০-১৩/০১/১৯৮২ "
৬৪.	মি. মোঃ আব্দুর রহিম	১৩/০১/১৯৮২-২০/১২/১৯৮৩ "
৬৫.	মি. এ.কে. মোঃ হোসেন	২০/১২/১৯৮২-১১/০৪/১৯৮৩ "

৬৬.	মি. আনোয়ারুল ইসলাম	১১/০৪/১৯৮৩-৩১/০১/১৯৮৪ "
৬৭.	জনাব টি. ইসলাম (জেলা প্রশাসক)	০১/০২/১৯৮৪-০৩/০৯/১৯৮৬ "
৬৮.	জনাব মোহাম্মদ আবু হাফিজ "	০৩/০৯/১৯৮৬-০৭/০৫/১৯৮৮ "
৬৯.	জনাব উ. ক্য. জেন "	০৭/০৫/১৯৮৮-০৯/০১/১৯৯১ "
৭০.	জনাব খন্দকার মিজানুর রহমান "	০৯/০১/১৯৯১-২২/০৪/১৯৯২ "
৭১.	জনাব মাহমুদ হোসেন আলমগীর "	২২/০৪/১৯৯২-১৫/১০/১৯৯২ "
৭২.	জনাব মোহাম্মদ শফিউল করিম "	১৫/১০/১৯৯২-১২/০৯/১৯৯৫ "
৭৩.	জনাব মুহম্মদ আব্দুল আলীম খান "	১২/০৯/১৯৯৫-২২/০১/১৯৯৮ "
৭৪.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বাকি "	২২/০১/১৯৯৮-৩০/০৩/২০০১ "
৭৫.	জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার"	৩০/০৩/২০০১-২৬/০৮/২০০১ "
৭৬.	জনাব এ.টি.এম. জুলফিকার হায়দার চৌধুরী "	২৬/০৮/২০০১-১২/১২/২০০১ "
৭৭.	জনাব মোঃ নুর হোসেন তালুকদার "	১২/১২/২০০১-১৪/০১/২০০২ "
৭৮.	জনাব জালাল আহমেদ "	১৪/০১/২০০২-১১/১২/২০০২ "
৭৯.	জনাব মোঃ আবু আল হোসেন "	১১/১২/২০০২-১১/০১/২০০৩ "
৮০.	জনাব মকসুমূল হাকিম চৌধুরী "	১১/০১/২০০৩-০১/০৮/২০০৪ "
৮১.	জনাব গাজী মিজানুর রহমান "	০১/০৮/২০০৪-১২/০৪/২০০৬ "
৮২.	জনাব মোঃ আতাউর রহমান "	১২/০৪/২০০৬-১৯/০৪/২০০৬ "
৮৩.	জনাব এ. এ. এম. নছিহুল কামাল "	১৯/০৪/২০০৬-২৩/০৮/২০০৬
৮৪.	জনাব মোঃ আতাউর রহমান "	২৩/০৮/২০০৬-১৭/১০/২০০৬
৮৫.	জনাব মোহাম্মদ শাহেদ সবুর "	১৭/১০/২০০৬-১৪/১১/২০০৬
৮৬.	জনাব এ. আর. মোল্লা "	১৪/১১/২০০৬-১৯/১১/২০০৬
৮৭.	জনাব মোহাম্মদ শাফায়েত হোসেন"	১৯/১১/২০০৬-০৩/১২/২০০৭
৮৮.	জনাব মোহাম্মদ মতিয়র রহমান "	০৩/১২/২০০৭-২৭/০১/২০০৮
৮৯.	জনাব মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন "	২৭/০১/২০০৮-২৬/০৪/২০০৯
৯০.	জনাব মুনশী শাহাবুদ্দিন আহমেদ "	২৬/০৪/২০০৯-৩০/০৪/২০১০
৯১.	জনাব মুহাম্মদ শহিদুজ্জামান "	৩০/০৪/২০১০-০৪/১০/২০১২
৯২.	জনাব মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস "	০৪/১০/২০১২-২৪/০৯/২০১৬
৯৩.	জনাব মোঃ আব্দুল আওয়াল "	২৪/০৯/২০১৬- অদ্যাপি

বি. দ্র. দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকগণের নামে তালিকা থেকে যাঁরা এ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট (সভাপতি) ছিলেন তাঁদের নাম ২০১৩ সালে প্রকাশিত মালঞ্চের অষ্টম সংখ্যায় মুদ্রণ করা হয়েছিল। দিনাজপুর জেলা প্রশাসকগণের নামের উক্ত সারণীতে সম্ভবতঃ ভুলবশত মি. গ্যারট- এর পর মি. এফ.জে. জেফ্রিস এর নাম বাদ পড়েছে।

পরবর্তীতে প্রাপ্ত ইতিহাসবিদ জনাব মেহরাব আলী রচিত 'ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা' গ্রন্থ পাঠে (২৩৮ পৃঃ) জানা যায়, মি. এফ. জেফ্রিস ১৯০৩-১৯০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক ছিলেন এবং পদাধিকারবলে তিনি উক্ত সময় এ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট (সভাপতি) ছিলেন। তাঁর পরে মি. কিরট চন্দ্র দে ১৯০৫-১৯০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক এবং এ বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, মি. এফ. জেফ্রিস-এর সময়ে (১৯০৪ খ্রিঃ) এই প্রতিষ্ঠানটি Middle English School থেকে Higher English School এ (হাইস্কুলে) উন্নীত হয়। এ অঞ্চলে শিক্ষার দ্বার উন্মোচনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। উপর্যুক্ত কারণে মালঞ্চের ৮ম সংখ্যায় বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্টগণের (সভাপতি) তালিকায় তাঁর নাম বাদ পড়ায় এবং ক্রমিক সংখ্যা ৮৩ থেকে ৯২ পর্যন্ত ১০ (দশ) জন সম্মানিত সভাপতির নাম মালঞ্চের অষ্টম সংখ্যায় মুদ্রিত না হওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

সেক্রেটারীগণ :

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কে কে অথবা কারা এ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারী ছিলেন সে তথ্যও জানা যায়নি। তবে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁওয়ের এস.ডি.ও. গণ পদাধিকারবলে এর পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী লাভের পর থেকে১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ইং এপ্রিল পর্যন্ত ঠাকুরগাঁওয়ের মুন্সেফগণ পদাধিকারবলে সেক্রেটারী মনোনীত হতেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলের পর থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত (প্রাদেশিকীকরণের পূর্বে) স্থানীয় চার জন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট প্রাদেশিকীকরণের (জাতীয়করণের) সময় থেকে বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষকগণ পদাধিকারবলে সেক্রেটারী মনোনীত হয়ে আসছেন। নিম্নে বিদ্যালয়টির পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সেক্রেটারীগণের নাম (আমাদের জানামতে) উল্লেখ করা হলোঃ

নাম	দায়িত্বকাল	
১। জনাব সত্যেন্দ্র নাথ দাস (এস.ডি.ও.)	১৯০৪-১৯০৫খ্রি	পর্যন্ত
২। জনাব নবীন চন্দ্র দাস (এস.ডি.ও.)	১৯০৫-১৯০৬খ্রি.	"
৩। জনাব অম্বিকা প্রসাদ সেন (এস.ডি.ও.)	১৯০৬-১৯০৬খ্রি	"
৪। জনাব ভূজেন্দ্র নাথ মুখার্জী (এস.ডি.ও.)	১৯০৬-১৯১০খ্রি.	"

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি মঞ্জুরী প্রাপ্তির পর থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত ঠাকুরগাঁওয়ের সম্মানিত মুন্সেফগণ পদাধিকারবলে (একস্ অফিসিও) এ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারী মনোনীত হতেন। কিন্তু উক্ত সময়ের ঠাকুরগাঁওয়ের মুন্সেফগণের নাম ও কার্যকাল জানা যায়নি। তবে ঢাকার বিখ্যাত এবং বহুল আলোচিত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিজ্ঞ বিচারক জনাব পান্নালাল বোস্ উক্ত সময়ের

মাঝে ঠাকুরগাঁওয়ের মুন্সেফ ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি এ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলের পর থেকে প্রাদেশিকীকরণ (জাতীয়করণ) পর্যন্ত যাঁরা সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ

৫। জনাব রায় সাহেব গিরীন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী	১৮/০৪/১৯৩৫-১৭/০৭/১৯৩৮খ্রি. পর্যন্ত
৬। জনাব ডা. তারানাথ রায় চৌধুরী	১৭/০৭/১৯৩৮-২২/১১/১৯৪৮খ্রি. "
৭। জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আজিম	২২/১১/১৯৪৮-১৭/১২/১৯৫১খ্রি. "
৮। জনাব নূরুল হক চৌধুরী	১৭/১২/১৯৫১-৩১/৭/১৯৬৭খ্রি. "

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগষ্ট বিদ্যালয়টি প্রাদেশিকীকৃত (সরকারি) হয়। উক্ত সময় থেকে অদ্যাবধি বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষকগণ পদাধিকারবলে সেক্রেটারী মনোনীত হয়ে আসছেন। তাঁদের নাম ও দায়িত্বকাল প্রধান শিক্ষকগণের নামের তালিকায় সন্নিবেশিত রয়েছে।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে আগষ্ট পর্যন্ত ঠাকুরগাঁওয়ের এস.ডি.ও. গণ পদাধিকারবলে এর পরিচালনা পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত হতেন এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী বহু বৎসর পর্যন্ত জনাব আলী মোহাম্মদ সরকার নির্বাচিত সহকারী সেক্রেটারী পদে সমাসীন ছিলেন।

বিদ্যালয়টির কয়েকটি ম্যানেজিং কমিটি (পরিচালনা কমিটি)ঃ

প্রথম দিকে বিদ্যালয়টির পরিচালনা পরিষদের ধরন (প্যাটার্ন) এবং সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল তা জানা যায় নি। তবে বিশ শতকের সপ্তম দশক (১৯৬২ সাল) থেকে এর পরিচালনা পরিষদ (ম্যানেজিং কমিটি) ছিল নিম্নরূপঃ

ম্যানেজিং কমিটিঃ ১৯৬২-১৯৬৩ খ্রিঃ

১। জনাব সৈয়দ জিল্লুর রহমান এস.ডি.ও. ঠাকুরগাঁও।	-	সভাপতি
২। জনাব নূরুল হক চৌধুরী, বি.এল.এম.এন.এ.	-	সম্পাদক
৩। জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান এম. এ. বি.এড (প্রধান শিক্ষক)	-	সদস্য
৪। জনাব মির্জা রুহুল আমিন বি.এ.এম.পি.এ.		সদস্য
৫। জনাব মোঃ কেরামত আলী মোখতার		সদস্য
৬। জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমদ মোখতার		সদস্য
৭। জনাব ডা. এ.টি.এম. ইউসুফ এম.বি.বি.এস.		সদস্য
৮। জনাব রশীদুল হুদা চৌধুরী		সদস্য
৯। জনাব মোঃ খলিলুর রহমান বি.এস. সি. (ডিস্টিংশন)		শিক্ষক প্রতিনিধি
১০। জনাব খতীব উদ্দীন আহমেদ এফ.এম.		শিক্ষক প্রতিনিধি

ম্যানেজিং কমিটিঃ ০৩/১২/১৯৬৪-৩১/৭/১৯৬৭ পর্যন্ত

(বেসরকারি থাকাকালীন সর্বশেষ ম্যানেজিং কমিটি)

১। মহকুমা প্রশাসক (এস.ডি.ও.) ঠাকুরগাঁও (পদাধিকারবলে)-	সভাপতি
২। জনাব নূরুল হক চৌধুরী বি.এল.এম.এন.এ.	সম্পাদক
৩। জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান টি .কে. প্রধান শিক্ষক	সদস্য
৪। জনাব মির্জা রুহুল আমিন বি.এ.এম.পি.এ.	সদস্য
৫। জনাব আবদুল আলী এ্যাডভোকেট	সদস্য
৬। জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমদ মোখতার	সদস্য
৭। জনাব রশীদুল হুদা চৌধুরী	সদস্য
৮। জনাব ডা. এ.টি.এম. ইউসুফ এম.বি.বি.এস	সদস্য
৯। জনাব মোঃ ফজলুল করিম মোখতার	সদস্য
১০। জনাব মোঃ ইশারত আলী এম.এ.বি.টি. (সহঃ প্র.শি.)	শিক্ষক প্রতিনিধি
১১। জনাব মেঃ খলিলুর রহমান, বি.এস.সি. (ডিস্টিংশন)	শিক্ষক প্রতিনিধি

ম্যানেজিং কমিটিঃ ০১/৮/১৯৬৭ হতে (জাতীয়করণ থেকে)

১। মহকুমা প্রশাসক (এস.ডি.ও.) ঠাকুরগাঁও (পদাধিকারবলে)	সভাপতি
২। প্রধান শিক্ষক (পদাধিকারবলে)	সহ-সভাপতি ও সম্পাদক
৩। জনাব নূরুল হক চৌধুরী বি.এল.এম.এন.এ.	সদস্য
৪। জনাব মির্জা রুহুল আমি বি.এ.এম.পি.এ.	সদস্য
৫। এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, ঠাকুরগাঁও	সদস্য
৬। জনাব মোঃ খলিলুর রহমান বি.এস.সি. (ডিস্টিংশন), বি.এড.	শিক্ষক প্রতিনিধি

ম্যানেজিং কমিটিঃ ১৯৭০

১। মহকুমা প্রশাসক (এস.ডি.ও.) ঠাকুরগাঁও (পদাধিকারবলে)-	সভাপতি
২। প্রধান শিক্ষক (পদাধিকারবলে)	সহ-সভাপতি ও সম্পাদক
৩। জনাব নুরুল হক চৌধুরী বি.এল. এ্যাডভোকেট	সদস্য
৪। জনাব মির্জা রুহুল আমিন বি.এ.	সদস্য
৫। এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, ঠাকুরগাঁও।	সদস্য
৬। জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার খান, সহকারী প্রধান শিক্ষক	শিক্ষক প্রতিনিধি

পরবর্তীকালে অনুরূপ সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হতো। ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হলে জেলা প্রশাসকগণ পদাধিকারবলে সভাপতি এবং সিভিল সার্জনগণ সদস্য মনোনীত হয়ে আসছেন। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮/০২/২০০৩ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী বর্তমানে নিম্নোক্ত পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটি গঠিত।

১। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	আহবায়ক
২। সিভিল সার্জন, ঠাকুরগাঁও	সদস্য
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও	সদস্য
৪। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী/ সহকারী প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও।	সদস্য
৫। প্রধান শিক্ষক	সদস্য সচিব।

তথ্য সূত্রঃ

১। ড. ফজলুর রহমান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা- ৯২ পৃষ্ঠা

২। বিদ্যালয় বার্ষিকী, 'মালঞ্চ' প্রথম সংখ্যা, প্রকাশকাল-১৯৬৩খ্রি.

৩। প্রাগুক্ত দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রকাশকাল- অক্টোবর ১৯৬৮খ্রি.

৪। প্রাগুক্ত তৃতীয় সংখ্যা, প্রকাশকাল-১৯৭২খ্রি.

৫। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং- শিমু/শাঃ১০/২৫ মাসিক সমন্বয় সভা-১/৯৮/৯৬ ৭০০ শিক্ষা, তারিখ: ০৮/০২/২০০৩ খ্রি.

৬। মেহরাব আলী, 'ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা' ২৩৮ পৃষ্ঠা

বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষকগণ

আজকের ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এম.ই. স্কুল (Middle English School) রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯০৪ সালে এইচ.ই. স্কুলে (Higher English School) উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৩০ (ত্রিশ) বছর যাবৎ (এম.ই. স্কুলরূপে থাকাকালীন) কে কে প্রধান শিক্ষক ছিলেন নথি-পত্রের অভাবে সে তথ্য অবগত হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ১৯০৪ সালে এইচ.ই. স্কুলে রূপান্তরকালে এম.ই. স্কুলটির শেষ প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব কাশীনাথ রায় এবং দ্বিতীয় শিক্ষক (Second Master) ছিলেন জনাব এম.এম. হোসেন। ১৯০৪ সালের পহেলা মার্চ স্কুলটি এইচ.ই. স্কুলে রূপান্তরের পর উক্ত সনের ডিসেম্বর মাসে গ্রাজুয়েট প্রধান শিক্ষক জনাব রমেশ চন্দ্র গুপ্ত যোগদান করেন। তিনিই এই 'হাই স্কুলের' প্রথম প্রধান শিক্ষক। তাঁর যোগদানের পূর্বে (মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত) কখনও জনাব কাশীনাথ রায় আবার কখনও জনাব এম.এম. হোসেন নবপ্রতিষ্ঠিত এইচ.ই. স্কুলের (উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের) ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে কার্য সম্পাদন করতেন বলে জানা যায়। নিম্নে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের নাম ও তাঁদের কার্যকাল উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব রমেশ চন্দ্র গুপ্ত	ডিসেঃ ১৯০৪- অক্টোঃ ১৯০৬ পর্যন্ত
২.	জনাব শরৎ চন্দ্র সেন	জানুঃ ১৯০৭-১লা এপ্রিল ১৯০৮ পর্যন্ত
৩.	জনাব চারু চন্দ্র চ্যাটার্জী	২ এপ্রিল ১৯০৮- মে ১৯১০ পর্যন্ত
৪.	জনাব রমেশ চন্দ্র গুপ্ত (২য় বার)	সেপ্টেঃ ১৯১০-এপ্রিল ১৯১২ পর্যন্ত
৫.	জনাব বসন্ত কুমার চ্যাটার্জী	জুন ১৯১২- মে ১৯১৪ পর্যন্ত
৬.	জনাব যোগীন্দ্র কিশোর রায়	জুলাই ১৯১৪- মার্চ ১৯১৯ পর্যন্ত
৭.	জনাব মুকুন্দ চন্দ্র চক্রবর্তী	জুন ১৯১৯-০২/১২/১৯২৫ পর্যন্ত
৮.	জনাব উমা প্রসাদ পালিত বি.এ.বি.টি. (ভারপ্রাপ্ত)	০৩/১২/১৯২৫-০২/০১/১৯২৭ পর্যন্ত
৯.	জনাব উমা প্রসাদ পালিত বি.এ.বি.টি.	০৩/০১/১৯২৭-জুন ১৯৩০ পর্যন্ত
১০. *	জনাব সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী বি.এ. (ডিস্টিংশন), এম.এ. (ইংরেজি) ১ম শ্রেণি(কলিকাতা)	জুলাই ১৯৩০-২৫/০১/১৯৪৮ পর্যন্ত
১১.	জনাব ফহিম উদ্দীন আহমেদ বি.এ. (ডিস্টিংশন), বি.টি. (ভারপ্রাপ্ত)	২৬/০১/১৯৪৮-এপ্রিল ১৯৪৮ পর্যন্ত
১২.	জনাব ফহিম উদ্দীন আহমেদ বি.এ. (ডিস্টিংশন), বি.টি.	এপ্রিল ১৯৪৮-১০/১০/১৯৫৩ পর্যন্ত
১৩.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান বি.এস.সি. (ডিস্টিংশন) বি.এড. (ভারপ্রাপ্ত)	১১/১০/১৯৫৩-১৭/০২/১৯৫৪ পর্যন্ত
১৪.	জনাব মোঃ বাহাদুর আলী সরকার	১৭/০২/১৯৫৪-০৩/০৯/১৯৫৫ পর্যন্ত
১৫.	জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান বি.এ. (অনার্স) এম.এ.ডব্লু (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট) বি.এড.টি.কে. ইপিইএস.	০৪/৯/১৯৫৫-০৮/৬/১৯৭২ পর্যন্ত
১৬.	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মণ্ডল এম.এ.বি.টি.বি.ই.এস.	০৯/৬/১৯৭২-২৭/০২/১৯৭৮ পর্যন্ত
১৭.	জনাব মুহাম্মদ আব্দুল করীম বি.এ.বি.এড. (ভারপ্রাপ্ত)	২৮/০২/১৯৭৮-১৫/৪/১৯৭৮ পর্যন্ত
১৮.	জনাব খন্দকার মোঃ আব্দুল গণি বি.এ.বি.সি.বি.ই.এস.	১৬/৪/১৯৭৮-৩০/১০/১৯৭৮ পর্যন্ত
১৯.	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ বি.এ.ডিপ.ইন.এড.(ভারপ্রাপ্ত)	০১/১১/১৯৭৮-২১/৪/১৯৮৩ পর্যন্ত
২০.	জনাব মোঃ ইসাহাক আলী সরকার বি.এস.সি.বি.এড.(ভারপ্রাপ্ত)	২২/৪/১৯৮৩-১৯/১১/১৯৮৩ পর্যন্ত
২১.	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ বি.এ.ডিপ.ইন.এড.	১৯/১১/১৯৮৩-২০/৮/১৯৮৫ পর্যন্ত
২২.	জনাব মোঃ রমজান আলী বি.ই.এস.(ভারপ্রাপ্ত)	২০/৮/১৯৮৫-৩০/১১১৯৮৫ পর্যন্ত
২৩.	জনাব মোঃ সোলেমান আলী দেওয়ান বি.এ, বি.টি.	৩০/১১/১৯৮৫-১৩/৬/১৯৮৬ পর্যন্ত
২৪.	জনাব মোঃ রমজান আলী বি.ই.এস. (ভারপ্রাপ্ত, ২য়বার)	১৪/০৬/১৯৮৬-২০/১২/১৯৮৬ পর্যন্ত

২৫.	জনাব এম.শাহজালাল এম.এ.এম.এড, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	২১/১২/১৯৮৬-০৩/০১/১৯৯০	পর্যন্ত
২৬.	জনাব মোঃ মাছুদুর রহমান এম.এ.বি.এড,	০৪/০১/১৯৯০-১৩/০২/১৯৯৩	পর্যন্ত
২৭.	জনাব মুহম্মদ জলল উদ্দীন এম.এ.বি.এড, (ভারপ্রাপ্ত)	১৪/০২/১৯৯৩-২৩/৪/১৯৯৩	পর্যন্ত
২৮.	জনাব মুহাম্মদ সিরাজুল হক খান বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	২৪/৪/১৯৯৩-২২/৯/১৯৯৩	পর্যন্ত
২৯.	জনাব মুহম্মদ জালাল উদ-দীন এম.এ.বি.এড,(ভারপ্রাপ্ত, ২য়বার)	২৩/৯/১৯৯৩-৩১/০৫/১৯৯৪	পর্যন্ত
৩০.	জনাব কে.এম.এ. ওয়ারেছ বি.এস.সি.বি.এড. (১ম শ্রেণি)(ভারপ্রাপ্ত)	০১/৬/১৯৯৪-১১/৭/১৯৯৫	পর্যন্ত
৩১.	জনাব মোঃ হবিবর রহমান বি.এ.এম.এড.বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	১২/০৭/১৯৯৫-৩১/০৭/১৯৯৫	পর্যন্ত
৩২.	জনাব মোঃ তোফায়েল হুসেন বি.এস.সি. (কৃষি) বি.এড.বি.সি.এস. (সা.শি.) (ভারপ্রাপ্ত)	০১/৮/১৯৯৫-১৯/৫/১৯৯৭	পর্যন্ত
৩৩.	জনাব খন্দকার মোঃ মোজাম্মেল হক এম.এম.বি.এ. বি.এড. (চলতি দায়িত্বে)	২০/৫/১৯৯৭-১৪/৪/১৯৯৮	পর্যন্ত
৩৪.	জনাব মোঃ মনজের আলী বি.সি.এস.	১৫/৪/১৯৯৮-০৮/৮/১৯৯৮	পর্যন্ত
৩৫.	মিসেস আনসারা খাতুন বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	২০/৮/১৯৯৮-১০/৪/২০০০	পর্যন্ত
৩৬.	জনাব মোঃ শামসুজ্জোহা বি.এ.এম.এড. (সেকেন্ডারী এডুকেশন) (চলতি দায়িত্বে)	১১/৪/২০০০-০৮/১১/২০০০	পর্যন্ত
৩৭.	জনাব মোঃ সেকান্দার আলী খলিফা বি.কম. এম.এড.বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	০৮/১১/২০০০-২৫/৭/২০০৪	পর্যন্ত
৩৮.	মিসেস অঞ্জনা রানী রায় বি.এস.সি.বি.এড. (চলতি দায়িত্বে)	২৫/৭/২০০৪-০৩/৬/২০০৫	পর্যন্ত
৩৯.	মিসেস অঞ্জনা রানী রায় বি.এস.সি.বি.এড. বি.সি.এস. (সা.শি.)	০৪/৬/২০০৫-০৫/৯/২০০৬	পর্যন্ত
৪০.	মিসেস শামীমা বেগম বি.এ.বি.এড .(সেকেন্ডারী এডুকেশন) (চলতি দায়িত্বে)	০৬/৯/২০০৬-০৭/১১/২০০৬	পর্যন্ত
৪১.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান বি.এস.সি এম.এড. (চলতি দায়িত্বে)	০৮/১১/২০০৬-২৪/০১/২০০৭	পর্যন্ত
৪২.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	২৫/০১/২০০৭-১৯/১১/২০০৭	পর্যন্ত
৪৩.	জনাব এ.আর. মিজানুর রহমান বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	১৯/১১/২০০৭-০৯/০৪/২০০৯	পর্যন্ত
৪৪.	জনাব মোঃ আবু হোসেন. বি.এ.এম.এড. (চলতি দায়িত্বে)	০৯/০৪/২০০৯-০১/৯/২০০৯	পর্যন্ত
৪৫.	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান বি.সি.এস.(সাধারণ শিক্ষা)	০১/৯/২০০৯-২২/১০/২০১৪	পর্যন্ত
৪৬. **	জনাব মোঃ আবু হোসেন বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	০৮-১০-২০১৪-১৯/০৮/২০১৫	পর্যন্ত
৪৭.	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা)	১৯/০৮/২০১৫- অদ্যাপি	

*প্রধান শিক্ষক জনাব সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৬/০১/১৯৪৮ তারিখ থেকে ০৩ (তিন)মাসের বেতন বিহীন (Leave without pay) ছুটিতে যেয়ে এখানে স্বীয় পদে আর যোগদান করেন নি। সে সময়ের শিক্ষক হাজিরা খাতায় (Teacher's Attendance Register) তাঁর নামের ঘরে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'Leave without pay for three months। তাঁর জীবিত ছাত্রগণের নিকট থেকে জানা যায় স্বদেশী আন্দোলন (ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন) করার কারণে তিনি ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পতিত হয়েছিলেন। আশ্রয় ও জীবিকার তাগিদে তিনি এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল একশ দশ টাকা। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হওয়ার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শিক্ষকতার জন্য ডেকে নেয়। তিনি ছিলেন একজন তুখোর ইংরেজী জানা ব্যক্তি। এ বিদ্যালয়ে এ যাবৎকালে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘ সময় (প্রায় ১৮ বছর) দায়িত্ব পালনকারী প্রধান শিক্ষক। তাঁর পরেই হলেন জনাব মো: রুস্তম আলী খান (প্রায় ১৭ বছর)।

** প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আখতারুজ্জান পবিত্র হজ্জ পালনের নিমিত্তে ০৮/০৯/২০১৪ তারিখ থেকে ২২/১০/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৪৫ দিন ছুটিতে ছিলেন। তিনি সৌদি আরবে অবস্থানকালে ০৮/১০/২০১৪ তারিখে প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আবু হোসেন তাঁর বদলী জনিত যোগদান করেন।

তথ্যসূত্র:

১. বিদ্যালয় বার্ষিকী 'মালঞ্চ' ১ম সংখ্যা, প্রকাশকাল- নভেম্বর, ১৯৬৩।
২. প্রাগুক্ত ২য় সংখ্যা, ৫ পৃ: ও ৬ পৃ: প্রকাশকাল- অক্টোবর, ১৯৬৮।
৩. প্রাগুক্ত ৩য় সংখ্যা, প্রকাশকাল ১৯৭২।
৪. শিক্ষক হাজিরা বহি: ১৯২৩-১৯২৭, ১৯৪১-২০১২ খ্রি:
৫.শিক্ষকগণের বেতন গ্রহণ বহি (Acquaintance)1940-2012 খ্রি:
৬. Establishment Bill book- 1955-1959 AD.
৭. Honours Board
৮. বিদ্যালয়ের প্রবীন ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক আলহাজ্ব মো: নুরুল হক সাহেবের দেওয়া তথ্য।
৯. বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অফিস সহকারী জনাব কিশোর কুমার বাগচীর দেওয়া তথ্য।

বিদ্যালয়টির সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি এম.ই. স্কুল থেকে এইচ.ই. স্কুলে (উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়) রূপান্তরের পর প্রথম দুই দশক সময় এখানে কে কে সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন তা প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯২৩ সাল থেকে যাঁরা এ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁদের নামের তালিকা ও কার্যকাল উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব উমা প্রসাদ পালিত,বি.এ,বি.টি.	১৩/০৮/১৯২৩ (এর পূর্ব থেকে)-০২/০১/১৯২৭ খ্রি: পর্যন্ত
২.	জনাব শশধর কর্মকার	০৩/০১/১৯২৭-৩১/০৮/১৯২৭ (এর কিছু পরবর্তী সময় পর্যন্ত)
৩.	জনাব প্রতাপ চন্দ্র (P.C.) মজুমদার, বি.এ,বি.টি.	জুন ১৯৪০ (এর পূর্ব থেকে)- ২৫/০১/১৯৪৫পর্যন্ত
৪.	জনাব ফহিম উদ্দীন আহমেদ, বি.এ. (ডিস্টিংশন), বি.টি.	২৬/০২/১৯৪৫-এপ্রিল ১৯৪৮ পর্যন্ত
৫.	জনাব কৃষ্ণ চরণ (K.C.) ভট্টাচার্য	১২/০৫/১৯৪৮-১৯/১২/১৯৪৮ পর্যন্ত
৬.	জনাব ব্রজেন্দ্র নাথ (B.N.) সিনহা	২৩/০৫/১৯৪৯-১০/০৯/১৯৫১ পর্যন্ত
৭.	জনাব মোঃ আব্দুল হক	০৭/০৮/১৯৫২-০৮/০৯/১৯৫২ পর্যন্ত
৮.	জনাব মোঃ শাহজাহান (Officiating)	২১/১০/১৯৫২-২২/০৪/১৯৫৩ পর্যন্ত
৯.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (Officiating) বি.এস.সি. (ডিস্টেংশন), বি.এড.	০১/০৮/১৯৫৩-১০/১০/১৯৫৩ পর্যন্ত
১০.	জনাব রূপানন্ত মোহন কুণ্ডু	০৩/১২/১৯৫৩-২১/০৩/১৯৫৪ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোঃ ইশারত আলী, এম.এ, বি.টি.	০১/০৭/১৯৫৪-০৬/০৪/১৯৭০ পর্যন্ত
১২.	জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার খান, বি.এস.সি.বি.এড	০৭/০৭/১৯৭০-১২/০২/১৯৭১ পর্যন্ত
১৩.	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মণ্ডল, এম.এ.বি.এড.	১৩/০২/১৯৭১-২৮/০২/১৯৭২ পর্যন্ত
১৪.	জনাব মোঃ নূরুল হুদা, বি.এস.সি, বি, এড	০৩/০৮/১৯৭২-১১/০১/১৯৭৩ পর্যন্ত
১৫.	জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান, বি.এ,বি.এড.	১১/১২/১৯৭৩-০৩/০১/১৯৭৬ পর্যন্ত
১৬.	জনাব মুহাম্মদ আব্দুল করীম, বি.এ, বি.এড.	১৯/০৪/১৯৭৬-২৯/০৬/১৯৭৮ পর্যন্ত
১৭.	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, বি.এ, বি.এড.	২০/১০/১৯৭৮-২১/০৪/১৯৮৩ পর্যন্ত
১৮.	জনাব মোঃ রমজান আলী, বি.এস.সি, বি.এড.	২৩/০৮/১৯৮৪-২৬/০৮/১৯৮৭ পর্যন্ত
১৯.	জনাব মুহাম্মদ জালাল উদ-দীন, এম.এ, বি.এড.	১৬/১০/১৯৯০-৩১/০৫/১৯৯৪ পর্যন্ত
২০.	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হুসেন, বি.এসসি. বি.এড	১২/০৭/১৯৯৫-৩০/১১/২০০০ পর্যন্ত
২১.	মোঃ আব্দুস সালাম, বি.এ, বি.এড.	২৬/১২/২০০২-১১/০১/২০০৩ পর্যন্ত
২২.	মিসেস অঞ্জনা রানী রায়, বি.এস.সি. বি.এড.	১০/০৭/২০০৪-০৩/০৬/২০০৫ পর্যন্ত
২৩.	মিসেস শামীমা বেগম, বি.এ. বি.এড. (স্ববেতনে)	১১/০৬/২০০৬-০৭/১১/২০০৬ পর্যন্ত
২৪.	জনাব মোঃ আবু হোসেন, বি.এ.এম.এড.	২১/১১/২০১২-০৭/০৭/২০১৪ পর্যন্ত
২৫.	জনাব শ্রীমন্ত কুমার রায়, বি.এ. এম.এড. (প্রভাতী শিফট)	০৫/১২/২০১৬-অদ্যাপি
২৬.	জনাব মোছাঃ রেহেনা বেগম, বি.এ.বি.এড. (দিবা শিফট)	০৬/১২/২০১৬-অদ্যাপি

বিদ্যালয়টির কর্মরত শিক্ষকমন্ডলী

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	বিষয়
	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (গণিত) .বি.এড. ১ম শ্রেণি বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), মেলবোর্নে (অস্ট্রেলিয়া), এসবিএ- এর উপর এবং একীভূত শিক্ষার উপর মালয়েশিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।	প্রধান শিক্ষক	

	প্রভাতি শিফ্‌ট		
১।	জনাব শ্রীমন্ত কুমার রায়, বি.এ.এম.এড.	সহকারী প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্বে)	
২।	জনাব মোঃ মোস্তেজুর রহমান এম. এ. (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) বি.এড.	সহকারী শিক্ষক	সামাজিক বিজ্ঞান
৩।	জনাব মোহাম্মদ মোবারক আলী, এম.এস.এস. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষক	ইংরেজি
৪।	জনাব মোঃ ফয়জুল আলম, বি.এস.সি.এম.এড (কম্পিউটারে ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত)	সহকারী শিক্ষক	জীববিজ্ঞান
৫।	জনাব মোঃ মাহমুদুন নবী বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (ভূগোল),বি.এড, কম্পিউটারে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	সহকারী শিক্ষক	ভূগোল
৬।	জনাব মোঃ মাহাবুর রহমান বিএ (সম্মান), এম এ (দর্শন), বি এড	সহকারী শিক্ষক	সামাজিক বিজ্ঞান
৭।	জনাব মোঃ আবু সায়েম জুলফিকার বিএসএস, বিপি এড.	সহকারী শিক্ষক	শারীরিক শিক্ষা
৮।	জনাব মোঃ আখতারুল আলম বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (গণিত), বি. এড.	সহকারী শিক্ষক	গণিত
৯।	জনাব সুমন্ত কুমার সেন বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (১ম শ্রেণি (গণিত),বি.এড (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	গণিত
১০।	জনাব মোঃ মাহবুব আলম বিএসসি (অনার্স) এমএসসি (উদ্ভিদবিজ্ঞান) (১ম শ্রেণি) বি এড (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	জীব বিজ্ঞান
১১।	জনাব মোঃ জামিল ইসলাম বিএসসি (অনার্স), ১ম শ্রেণী, এমএসসি, ১ম শ্রেণি, বি.এড (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	ভৌত বিজ্ঞান
১২।	জনাব মোঃ অজিত রঞ্জন বিকম (অনার্স), এমকম ১মশ্রেণি বিএড(১মশ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	ব্যবসায় শিক্ষা

১৩।	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান বিএ (অনার্স), এমএ(ইংরেজি) বি এড (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	ইংরেজি
১৪।	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান বিএসএস, বি.এড	সহকারী শিক্ষক	বাংলা
১৫।	জনাব সামিউল ইসলাম কামিল, ফিকাহ (২য় শ্রেণি), বি.এ. (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	ইসলাম শিক্ষা
১৬।	জনাব বিদ্যুৎ চন্দ্র মন্ডল এম এ (বাংলা), বি.এড (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	বাংলা
১৭।	জনাব জগদীশ চন্দ্র সিংহ বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (রসায়ন) (১ম শ্রেণি), বি.এড (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	ভৌত বিজ্ঞান
১৮।	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (গণিত), ১ম শ্রেণি, বিএড (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	গণিত
১৯।	জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ, বি.এ. (সম্মান) এম.এ.(ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক	ইংরেজি
২০।	জনাব এস.এম. জয় বি.এ. (সম্মান) এম.(বাংলা)	সহকারী শিক্ষক	বাংলা
২১।	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান বিএ (অনার্স), এম এ (আরবী), বি. এড	সহকারী শিক্ষক	ইসলাম শিক্ষা

দিবা শিফট

১।	জনাব মোছাঃ রেহেনা বেগম বি.এ.বি.এড.	সহকারী প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্বে)	
২।	জনাব পীযূষ কান্ত রায় এম.এস.এস. (অর্থনীতি), এম.এড.	সহকারী শিক্ষক	ইংরেজি
৩।	জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস বিএসসি. বি.এড.	সহকারী শিক্ষক	ভৌত বিজ্ঞান
৪।	জনাব মোঃ আমানুল্লাহ বিএ. বিপিএড.	সহকারী শিক্ষক	শারীরিক শিক্ষা
৫।	জনাব বিশ্বনাথ রায় এম কম (মার্কেটিং), বি এড.	সহকারী শিক্ষক	ব্যবসায় শিক্ষা
৬।	জনাব মোঃ জুয়েল আলম বিএ (সম্মান), এমএ (ইতিহাস), বি এড.	সহকারী শিক্ষক	ইতিহাস
৭।	জনাব মোঃ আবুল হোসেন এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), এম এড.	সহকারী শিক্ষক	বাংলা
৮।	জনাব হোসাইন আহমেদ বিএসএস (সম্মান), এমএসএস, বি.এড. (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	সামাজিক বিজ্ঞান
৯।	জনাব আবু তারেক মোঃ কাদিমুল ইসলাম বিএফএ, বি.এড.	সহকারী শিক্ষক	চারু ও কারুকলা

১১।	মোঃ শরিফুল ইসলাম বি.এ. বি.এড.	সহকারী শিক্ষক	বাংলা
১২।	জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল বি.এ.বি.এড.	সহকারী শিক্ষক	ইংরেজি
১৩।	জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী এম.এ. (দর্শন), বি.এড.	সহকারী শিক্ষক	ইংরেজি
১৪।	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান বিএসসি (গণিত) এম.এস.এস. এম. এড.	সহকারী শিক্ষক	গণিত
১৫।	জনাব মোঃ গোলাম রসুল বিএসসি (অনার্স), এমএসসি,(গণিত) বি.এড. (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	গণিত
১৬।	জনাব পরিমল কুমার সিংহ বি.এস.সি (সম্মান) (১ম শ্রেণি) এম.এস.সি (গণিত) (১ম শ্রেণি) বি.এড. (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	গণিত
১৭।	জনাব মোঃ মাহাবুব আলম কামিল (তাফসীর)	সহকারী শিক্ষক	ইসলাম শিক্ষা
১৮।	জনাব মোঃ রমজান আলী বিএসএস (অনার্স), এমএসএ (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক	সামাজিক বিজ্ঞান
১৯।	জনাব মোঃ ওমর আলী বিএসসি, বি.এড. (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	জীব বিজ্ঞান
২০।	জনাব কিশোর কুমার ঝাঁ বিএ (সম্মান), এম.এ. (বাংলা) বি. এড .(১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	বাংলা
২১।	জনাব মোঃ নাহিদুন্নবী বি.এস.সি. (অনার্স), এম.এস.সি. (উদ্ভিদবিজ্ঞান), বি.এড (১ম শ্রেণি)	সহকারী শিক্ষক	জীব বিজ্ঞান

বিদ্যালয়টির কর্মরত অফিস সহকারীগণ

ক্র: নং	নাম	পদবী
০১।	মোঃ আব্দুল হান্নান	উচ্চমান সহকারী
০২।	বাবু গোপীনাথ চৌধুরী	অফিস সহকারী ও কম্পিউটার অপারেটর
০৩।	মোঃ লতিফুর হাসান	কম্পিউটার অপারেটর, দিবা শিফ্‌ট, (বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত)
০৪।	রতন কুমার বর্মন	কম্পিউটার অপারেটর, প্রভাতি শিফ্‌ট, (বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত)

বিদ্যালয়টির কর্মরত চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১।	মোঃ জয়নাল আবেদীন	এম.এল.এস.এস.
২।	মোঃ তাহেরুল ইসলাম	নৈশ প্রহরী
৩।	বীরেন দাস (বাঘা)	ঝাড়ুদার
৪।	সাধন দাস	বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত
৫।	মোঃ ফিরোজ হাসান	"
৬।	মোঃ জুয়েল মাহমুদ	"
৭।	মোঃ আব্দুল জব্বার	"
৮।	মোঃ জামাল উদ্দীন	"
৯।	সুরেশ দাস	"
১০।	ভারতী রানী দাস	"
১১।	আকাশ দাস	"

বিদ্যালয়টির বর্তমান হোস্টেল সুপারিন্টেডেন্ট

জনাব মোঃ জহির রায়হান (১৪/০২/২০১৪-১৭/০১/২০১৭ প্রর্যন্ত)
সহকারী শিক্ষক
জনাব মোঃ জাকির হোসেন (১৭/০১/২০১৭ অদ্যাবধি)
সহকারী শিক্ষক

বিদ্যালয়- হোস্টেলে কর্মরত বাবুর্চিগণ

ক্রমিক নং	নাম	
১।	মোঃ ইউসুফ উদ্দীন	
২।	মোছাঃ রোকেয়া বেগম	
৩।	মোছাঃ ছামিনা বেগম	

বিদ্যালয় মসজিদের বর্তমান ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা)	খতিব
২।	হাফেজ মোঃ সাদেকুল ইসলাম	সহকারী ইমাম
৩।	মোঃ করিমুল ইসলাম	মুয়াজ্জিন

বিদ্যালয়টির অবসরপ্রাপ্ত কতিপয় শিক্ষক ও কর্মচারীগণের ছবি

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি বর্ধিত নানা সুযোগ-সুবিধার পেশাগত জীবনের লালসা পরিহার করে মহান শিক্ষকতা পেশায় স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেন। ছাত্রদেরকে যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের ছিল প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। শিক্ষার্থীরা জীবনে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তিতে তাঁরা উপলব্ধি করতো পরম আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি এবং খুঁজে পেতো স্বীয় কর্মজীবনের সার্থকতা। অতঃপর সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে একদা ঘনিয়ে আসে তাঁদের বর্ণাঢ্য পেশাগত জীবনের পালা সাঙ্গ করার। এভাবে এ প্রতিষ্ঠানে অনেকে এসেছেন আবার একদিন এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তৎকালে প্রযুক্তির অনগ্রসরতাসহ নানা কারণে আজ তাঁদের চেনার কোনো উপায় নেই। কালের আবর্তনে আজ তাঁরা আমাদের নিকট চির অচেনা। নিকট অতীতে এবং সাম্প্রতিককালে এ বিদ্যালয়ের অবসর গ্রহণ করা অতি নগণ্যসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর ছবি এখানে সংযোজন করা হলো, যেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীগণ তাঁদেরকে চিনে রাখার চেষ্টা করতে পারেন।

জনাব মির্জা রুহুল আমীন
বিএ
4th Master

জনাব মো: রুস্তম আলী খান
বি (অনার্স) এম এ (ডবল), বিএ, বিটি ইংলিশ
Head Master

জনাব মো: ইশারত আলী
এমএ, বিটি
Asst. Head Master

জনাব মো. খলিলুর রহমান
বিএসসি (ডিস্টিংশন), বিএড
3rd Master (বাংলা)

জনাব মো. নুরল হক
আইএসসি ট্রেনড
6th Master

জনাব মোহাম্মদ ইউনুফ
বিএ
9th Master

জনাব এবিএম আব্দুল হাকিম
বিএ ট্রেনড
8th Master

জনাব ফনিভূষণ মাধুরী
ম্যাট্রিক, কাব্যতীর্থ ও কাব্যবিশারদ
Head Pandit

জনাব নাসিরউদ্দীন আহম্মদ
বিএ
2nd Mowlovi

জনাব মো.মিজানুর রহমান
বিএবিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: ইজ্জত আলী
এমএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব ফয়েজউদ্দীন আহম্মদ
এমকম,বিএ
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো. মোসলেম হক
বিএসসি,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: তরিকুল ইসলাম
Dip-in-phy-edu
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: টি ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: বখতিয়ার আলী
ম্যাট্রিক,সিএনএট এড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: জিল্লুর রহমান
বিএ, বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: শহিদুল্লাহ
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: টি হোসেন
সহকারী শিক্ষক

জনাব জগদীশ চন্দ্র দত্ত
সহকারী শিক্ষক

জনাব উপেন্দ্র নাথ বর্মন
এমএ
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: তাহের হোসেন
সহকারী শিক্ষক

জনাব নাসির উদ্দীন আহম্মদ
বিএ
Head Mowlovi

জনাব মো: জুলফিকার রহমান
সহকারী শিক্ষক

জনাব ক্ষীরোদ চন্দ্র বর্মন
বিএসসি
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: আব্দুল আজিজ
বিএ,ডিপইনএড
প্রধান শিক্ষক

জনাব মো: নকিবুর রহমান
বিএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: সানাউল্লাহ সরকার
বিএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: মহসিন আলী
বিকম,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: মাসুদার রহমান
এমএ,বিএড
প্রধান শিক্ষক

জনাব কেএমএ ওয়ারেছ
বিএসসি, বিএড
প্রধান শিক্ষক (ভাঃপ্রাঃ)

জনাব মো: মোসলেম উদ্দীন
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: আব্দুস সোবহান
বিএসসি, বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মীর মো: মোজাম্মেল হক
এমএস, এমএ, এমএড, এলএলবি
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: আক্তার উদ্দীন সরকার
বিএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: তোফায়েল হোসেন
বিএসসি,বিএড, বিপিএন (সাঃপিঃ)
প্রধান শিক্ষক

জনাব মো: আব্দুল হামীদ
বিএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: রমজান আলী
বিএসসি, বিএড,বিইএস
প্রধান শিক্ষক (ভাঃপ্রাঃ)

জনাব মো: শামসুজ্জোহা
বিএ,বিএড
প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব)

জনাব অনিল চন্দ্র বর্মন
বিএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: আব্দুল আজিজ মিয়া
বিএইচ-ইডুকেশন
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: জালাল উদ-দীন
এমএ,বিএড
প্রধান শিক্ষক

জনাব মো: সোরাব্বার আলী খলিফা
বিকম,এমএড, বিপিএস (সাঃপিঃ)
প্রধান শিক্ষক

জনাব খন্দকার মো: মোজাম্মেল হক
এমএম, বিএ বিএড
প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব)

জনাব মো: হাবিবুর রহমান
বিএসসি,এমএড
প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব)

জনাব বীরেন্দ্রনাথ চাকী
বিএ,বিএড
সিনিয়র শিক্ষক

জনাব কিশোর কুমার বাগচী
বিএ,বিএড
অফিস সহকারী

মিসেস আনছারা খাতুন
বিএ,বিএড,বিপিএস (সাঃপিঃ)
প্রধান শিক্ষক

মিসেস অঞ্জনা রানী রায়
বিএসসি, বিএড, বিপিএস (সাঃপিঃ)
প্রধান শিক্ষক

মিসেস হালিমা খাতুন
বিএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: সানাউল্লাহ সরকার
বিএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: আকবর আলী
বিএসসি, টি-ইন-এজি
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: ওয়ালিউল ইসলাম
বিএ, ডিপ-ইন-কি-এড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: মফিজ উদ্দীন শাহ
এমএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: আব্দুল জলিল চৌধুরী
বিএ,বিএড
সহকারী শিক্ষক

জনাব মো: আব্দুল হক
বিএ,বিএড
Head Mowlovi

জনাব মো: আবু হোসেন
বিএ, এমএড, বিপিএস (সা:শি)
প্রধান শিক্ষক

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

জনাব জমির উদ্দীন আহমেদ
পিয়ন

মো: খালেমুল ইসলাম
পানি বাহক

মজিরউদ্দীন আহমেদ
দপ্তরী

মো: জামাল উদ্দীন
দারোয়ান

মো: আজিজুর রহমান
এমএলএসএস

মো: আবুল কাশেম
দারোয়ান

মাজি উঁড়াও
মালি

দু'জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর অনুভূতি

কর্নেল মোঃ মিজানুর রহমান
কর্নেল স্টাফ
পার্সোনেল সার্ভিসেস পরিদপ্তর (পিএস-১)
সেনাবাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

আবাপাপনী ৪ ৯৮৩২৫১৬ বর্ধিত ৪ ২০১৯

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৩

পিএস/৪২৫৫/ডিও

০১ ডিসেম্বর ২০১৬

শ্রদ্ধেয় স্যার,

১। আসসালামু আলাইকুম। আশাকরি পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালার মেহেরবানীতে অসীম আপনার সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্রদের নিয়ে কুশলেই আছেন। প্রতিদিনের মত অফিস যাবার পূর্বে দৈনিক পত্রিকায় চোখ বুলাতেই ২৩শে **'দৈনিক ইত্তেফাক'** পত্রিকার ১৪ পৃষ্ঠায় **"১১২ বছরের ঐতিহ্যের ঠাকুরগাঁও সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়"** শিরোনামে স্কুলের ছবি সম্বলিত আমনীর হাসান আনু-এর প্রকাশিত একটি ফিচার পড়ে খুব ভাল লাগলো। আমি এই স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন ছাত্র হতে পেরে আপনার মতই সর্বদা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি।

২। কিছুটা সময়ের জন্য সেই পুরোনো অতীতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় আমরা যারা নীচের ক্লাসে পড়তাম তাদের অনেকেই আপনার আদর্শ এবং স্কুলের কর্মকান্ডের সাথে আপনার সম্পৃক্ততা ও কর্মতৎপরতায় উদ্বুদ্ধ হতাম। আশাকরি আজও তার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। সময় অনেকটা পেরিয়ে গেছে। স্কুলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার দন্ডায়মান বটবৃক্ষটি আমাদের অনেক স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করে আসছে বহুকাল ধরে। কালের পরিক্রমায় আজকের এই বিদ্যালয়টি শতবছরের মাইলফলক অতিক্রম করে অনেক সামনে এগিয়ে গেছে। এবছর বিদ্যালয়টি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ায় আমি আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সকল অভিভাবক পক্ষ প্রত্যেক শিক্ষকমন্ডলী ও আপনার প্রিয় ছাত্রভাইদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি আপনাদের সকলকে সাথে নিয়ে আমাদের পূর্বতন প্রাক্তন সকল শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্রদের বিনম্র ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

৩। আপনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দিক নির্দেশনা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ নিরলস ও আন্তরিকতায় এই বিদ্যালয় উত্তরোত্তর আরও প্রসার ও প্রশংসা বৃদ্ধি পাক এই কামনা করছি। একই সাথে সেনাবাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য হিসাবে আপনার স্কুলের ছাত্রদের দেশ সেবার ব্রত নিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে আপনাকে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের সহায় হোন।

বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছান্তে
আপনার অনুগত
মিজান

প্রতি ঃ

জনাব আখতারুজ্জামান সাবু
প্রধান শিক্ষক
ঠাকুরগাঁও সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়
ঠাকুরগাঁও সদর
ঠাকুরগাঁও

* জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬ এ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় উপরিউক্ত চিঠিটির মাধ্যমে তিনি অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

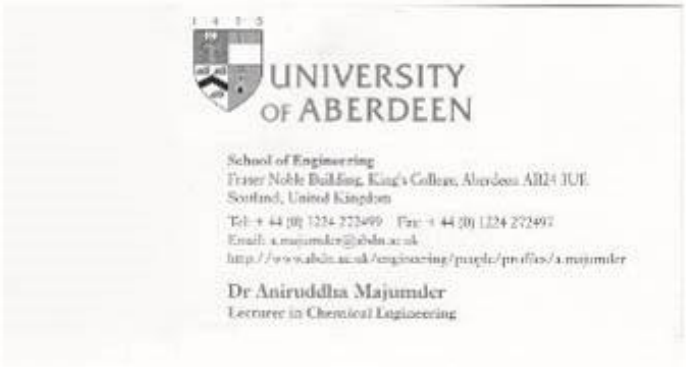

UNIVERSITY OF ABERDEEN

School of Engineering
Fraser Noble Building, King's College, Aberdeen AB24 3UE
Scotland, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1224 272499 Fax: +44 (0) 1224 272497
Email: a.majumder@abdn.ac.uk
http://www.abdn.ac.uk/engineering/people/profiles/a.majumder

Dr Aniruddha Majumder
Lecturer in Chemical Engineering

শ্রদ্ধেয় আখতারুজ্জামান স্যার,

আপনার সুযোগ্য নেতৃত্ব, দিকনির্দেশনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ঠাকুরগাঁও সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায় আপনি ও বিদ্যালয়ের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই। এ বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমি অনেক গর্বিত ও আনন্দিত।

আপনাকে আরও অভিনন্দন জানাই রংপুর বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হবার গৌরব অর্জন করার জন্য। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

০৬/০৬/২০১৬

বিনীত
আপনার ছাত্র
অনিরুদ্ধ মজুমদার
(S.S.C. ব্যাচ ১৯৯৮)

* জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬ এ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় উপরিউক্ত চিঠিটির মাধ্যমে তিনি অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

ফটোগ্যালারি

বই উৎসব ২০১৭ এ মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, জেলা প্রশাসক জনাব মো: আব্দুল আওয়াল, জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মো: শহীদ আকবর সহ অন্যান্য

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭ এর কুচকাওয়াজে বিদ্যালয়ের বিএনসিসি দল।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

রসায়ন ল্যাব

পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাব

বিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরা

জীব বিজ্ঞান ল্যাব

স্কুল আর্কাইভস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭ এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব রমেশ চন্দ্র সেন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রভাতফেরি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে র‍্যালি

বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক সমাবেশ

আন্তঃশ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলায় পুরস্কার বিতরণ করছেন জেলা প্রশাসক জনাব মো. আব্দুল আওয়াল সহ অন্যান্যরা

কম্পিউটার ল্যাব

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

সাময়িক পরীক্ষার মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র অভিভাবকবৃন্দ দেখছেন।

জাতীয় শোক দিবস

২৬শে মার্চ ২০১৬ কুচকাওয়াজ এ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব রমেশ চন্দ্র সেন এর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে বিএনসিসির অধিনায়ক মো: আক্কাস আলী

শিক্ষকদের ইন-হাউস ট্রেনিং ২০১৭

শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ২০১৭

এসএসসি বিদায় সংবর্ধনা ২০১৭

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১৭ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছেন প্রফেসর মনতোষ কুমার দে

আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বনমালী ভৌমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে উপহার প্রদান করছেন।

রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী ও দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা উৎসব

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় প্রজেক্ট প্রদর্শন

বিদ্যালয়ের মিনি কম্পিউটার ল্যাব (বন্ধের সময়)

পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন ১৪২৪

ফটোগ্যালারি

বই উৎসব ২০১৭ এ মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, জেলা প্রশাসক জনাব মো: আব্দুল আওয়াল, জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মো: শাহীন আকতার সহ অন্যান্য

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭ এর কুচকাওয়াজে বিদ্যালয়ের বিএনসিসি দল।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

রসায়ন ল্যাব

পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাব

বিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরা

জীব বিজ্ঞান ল্যাব

স্কুল আর্কাইভস

অনির্বান চৌধুরী
৩য় শ্রেণি, শাখা: খ, রোল: ২০

মো. সেজানুর রহমান
৭ম শ্রেণি, শাখা: গ, রোল: ১১

দিগন্ত শর্মা
৮ম শ্রেণি, শাখা: গ, রোল: ১০৩

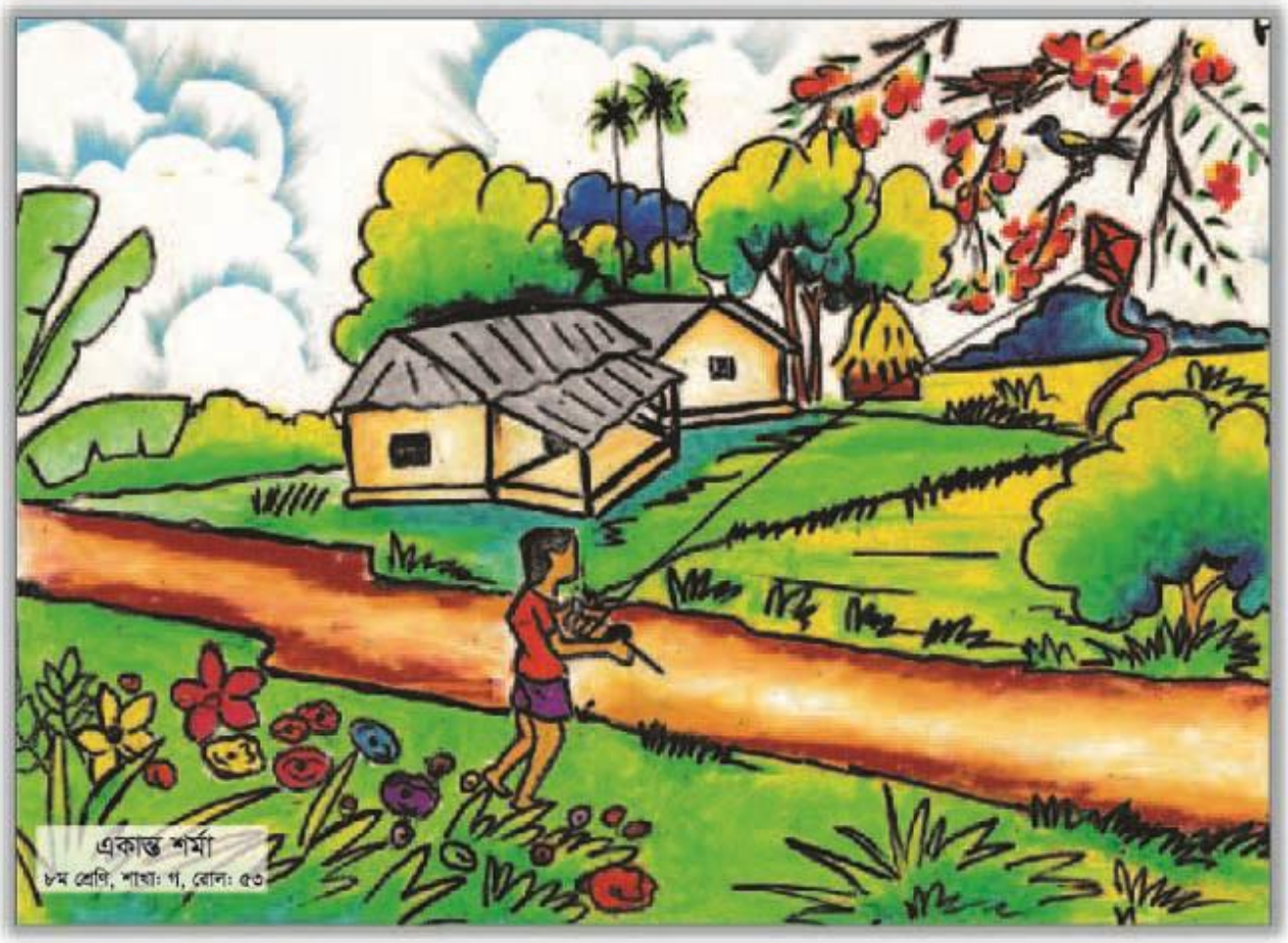
একান্ত শর্মা
৮ম শ্রেণি, শাখা: গ, রোল: ৫৩

মো. জাওয়াদ রাফিদ
১০ম শ্রেণি, শাখা: ঘ, রোল: ১৫